

थिवित मि कलग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 52 Issue ● 23 February, 2022, Wednesday ● ১০ ফাল্লুন, ১৪২৮, বুধবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

বিকাশে সরকার

বে কাজ করছে ७



কসমেটোলজি, কম্পিউটার এইডেড এমব্রয়ডারি ডিজাইন ও সার্ভেয়ার এই তিনটি অত্যাধুনিক ট্রেডের শাখা খোলা হয়েছে। প্রতিটি ট্রেডে ৪০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে। নিষিদ্ধ নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়া সরকার এবং আরক্ষা বাহিনীর একার পক্ষে সম্ভব। নয়। এক্ষেত্রে মহিলাদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, • এরপর দুইয়ের পাতায়

স্টেনোগ্রাফার

নিয়োগ শীঘ্ৰই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগর তলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।।

ত্রিপুরার আনারস ও কাঁঠাল বিদেশে

রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রিসভার

বৈঠকে শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের

অধীনে ত্রিপুরা আনারস ও কাঁঠাল

মিশন প্রকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার

সচিবালয়ে এক সাংবাদিক

লেখা-পড়া'র ক্ষতি করে স্কুলের

সময়ে কিছু করার অনুমতি দেওয়া

কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায়

এগজামিনেশনস কানের গোড়ায়,

তখন দুপুর এগারোটা থেকে যে

টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হওয়ার কথা,

সেখানে স্কুল থেকে পড়ুয়া নিয়ে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর মাতৃভাষা দিবস'র অনুষ্ঠানও স্কুলের শেষ পিরিয়ডে

অথচ

না।

বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী সহ সকল অতিথিগণ। উল্লেখ্য, এই ভবন

এরপর শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের

অন্তর্গত মহিলা আইটিআই'এর

নবনিৰ্মিত দ্বিতল স্টেট অব আৰ্ট

করছে। ইতিমধ্যেই অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে। আজ কেন্দ্রীয় নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ৮ কোটি সরকারের মডেল আইটিআই স্কিমে টাকা। এরমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্দ্রনগরস্থিত মহিলা আইটিআই'র অনুদান রয়েছে ৭ কোটি ২০ লক্ষ নবনিৰ্মিত দ্বিতল স্টেট অব আৰ্ট টাকা। রাজ্য সরকারের অনুদান ৮০ বিল্ডিংয়ের দ্বারোদঘাটন করে একথা লক্ষ টাকা। এর মোট আয়তন বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ৮০৬.৪০ বর্গমিটার। এতে বেসিক

রাজনৈতিক তেলগণিতে ব্যাকফুটে ডক্টোরেট অলক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২

ফেব্রুয়ারি।। জনকল্যাণ ও রাজ্যের

অর্থনৈতিক বিকাশই সরকারের

প্রধান অভিমুখ। রাজ্যের সার্বিক

বিকাশে সরকার নিরলসভাবে কাজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। পুরনিগমের ভোটই তার রাজনৈতিক জীবনে দাড়ি টেনে দিলো কিনা তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে পর্যালোচনা। গেরুয়া রাজনীতিতে উল্ধার বেগে উত্থান অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে দিলেও ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অলক ভট্টাচার্য যে সত্যিকার অর্থেই জেলা সভাপতি কিংবা এর চেয়ে আরও বড় ধরনের পদের যোগ্যতার দাবি রাখেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পুর নিগমের নির্বাচনের পর থেকেই ক্রমশই পাদপ্রদীপের আলো থেকে ক্রমেই অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যান বিজেপির সদর (শহরাঞ্চল জেলার সভাপতি) ড. অলক ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার থেকে সদর শহর জেলার ত্রিদিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে ভগৎ সিং যুব আবাসে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরেও অলকবাবু নেই। অথচ এই প্রশিক্ষণ শিবিরের তিনিই প্রধান কর্মকর্তা থাকার কথা। কিন্তু অলকবাবু অনুপস্থিত। এর আগে পুর নিগমের গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ বিষয়ক বৈঠকেও অনুপস্থিত তিনি। মাত্র একদিন আগে শহর কাঁপিয়ে যুব মোর্চার মিছিল সংগঠিত হলেও অলকবাবু যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন। তাকে খুঁজে পাচ্ছেন না কার্যকর্তারা। অথচ পুরনিগমের ভোটের আগে পর্যন্ত শহরের যেকোনও মিছিলের পুরোভাগে তিনি। যেকোনও কর্মসূচিতে অলকবাবুর সদর্প উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো। অনেকেই বলতেন, খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র আশীর্বাদধন্য তিনি। বিজেপির কার্যকর্তা হিসেবেও অনেকের চেয়ে সিনিয়র অধ্যাপক অলক ভট্টাচার্য। রয়েছে আরএসএস'র প্রশিক্ষণও। এর পরেও

সম্মেলনে • এরপর দুইয়ের পাতায় অলকবাবুকে যেন রাহুগ্রাস করতে শুরু করেছে। ● এরপর দুইয়ের পাতায় শাসক দলের খেলায় সরকারি শিক্ষক, ছাত্র উপস্থিতির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এনএসএস অফিসার, এবং স্কুলের বন্ধ থাকার পর স্কুল খুলেছে, এখন প্রচুর প্রাইজ-মানি ছিল। আইপিএল প্লেয়ার খেলে গেছেন। মন্ত্রীরা

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। প্রভাশোনার সময়ে প্রভাদের বিজেপি'র হির় ধন দেব স্মৃতি যেতে হচ্ছে। তখনকার কোভিড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে নিয়ম না মেনেই কমল কাপ কলেজটিলায়। দিন কয়েক আগেই হয়েছিলো, প্রচুর টাকার খেলা ছিল, বিজেপি মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল'র উদ্যোগে কোভিড বিধি উড়িয়ে হাজিরা দিয়েছেন। হিরুধন স্মৃতি



টুর্নামেন্ট বলে। এই সপ্তাহেই শিক্ষা দফতর থেকে কড়া নির্দেশে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে স্কুলের মাঠে রাজনৈতিক সভা তো নয়ই, অন্যকিছুও করতে হবে বন্ধের দিনে বা স্কুল ছুটির পরে। তার জন্যও দফতরের অধিকর্তার অনুমতি

ক্রিকেট হয়েছে। হিরুধন স্মৃতি ১৬ তারিখ ফার্মে তালা লাগানোর ব্যবস্থাও 🔹 এরপর দুইয়ের পাতায়

ডাবল ইঞ্জিন নামেই বিমান পরিষেবায় যাত্রীরা নাস্তানাবুদ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

বাদ সভাপতি ডা. মানিক আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ফল হাড়ে হাড়ে ভোগ করছেন রাজ্যবাসী! নেতা-মন্ত্রীরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভাষণ বলছেন, গোটা বিষয়টি সম্পর্কেই দিতে গিয়ে এই লাইনটি বললেও, প্রভাবশালী নেতত্ত্বরা অবহিত এবং বাস্তবের দুনিয়ায় লাইনটি 'মৃত' তাদের ইচ্ছাতেই এটা হয়েছে। বলে ঘোষিত! অন্তত রাজ্যের বিমান যাত্রীদের ছিঃ ছিঃ রব শুনলে তাই মনে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে এসে গত ৪ জানুয়ারি এক জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে, বা-হাতে রিমোট টিপে রাজ্যের নবনির্মিত বিমানবন্দর-টার্মিনাল উদ্বোধন করেন। সেদিনের পর রাজ্যের লাখো নাগরিক আশা করেছিলেন, এবার ব্ঝি বিমান চডার বিষয়টি আরও সহজ হবে। কমবে বিমান ভাড়া। কিন্তু ঠিক উল্টোটা হলো। মঙ্গলবার আগরতলা থেকে কলকাতা যাওয়ার জন্য কয়েকজন যাত্রী ১৪ হাজার টাকা দিয়ে পর্যন্ত টিকিট কেটেছেন। আগরতলা-কলকাতা টিকিটের দাম এখন গড়ে পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা পর্যন্ত। বুধবার আগরতলা-কলকাতা যাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ টিকিটের দাম ৯ হাজার ১৮৪ টাকা। কোনও কোনও ক্ষেত্রে, আগরতলা-কলকাতা যাওয়ার জন্য একটি টিকিটের দাম ১৭ হাজার ৮১৪ টাকা পর্যন্ত হয়ে আছে। বুধবার আগরতলা-গুয়াহাটি যাওয়ার টিকিটের দাম প্রায় ৬ হাজার টাকা। অন্যদিকে আগরতলা থেকে দিল্লি যাওয়ার জন্য এখন একজন যাত্রীকে এ মাসে গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১৩ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হবে। এর নাম ডাবল বুধবারের সভায় চুল-চেরা বিশ্লেষণে ইঞ্জিনের সরকার ? গলাকাটা দরে যাবেন বলে খবর পাওয়া গেছে। যাত্রীরা বাধ্য হয়ে আগরতলা থেকে শেষ নির্বাচন হয়েছিল দুই বছর কলকাতা, গুয়াহাটি, দিল্লি, চেন্নাই আগে ২০২০ সালের ২৩ সহ বিভিন্ন রাজ্যে ও জায়গায় ফেব্রুয়ারি। তারপর ত্রিপুরা বার

যাচ্ছেন। অন্যদিকে, প্রতিদিন

নতন টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে

এসেই যাত্রীদের রিজার্ভ অটো

নেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ঝামেলা

পোহাতে হচ্ছে। যাত্রীদের

পরিবারের স্বজনেরা নিজেদের

গাডি নিয়ে বিমানবন্দরে প্রবেশ

করলেই সেখানে পার্কিং ফি নিয়ে

বচসা হচছে। দিল্লি, কলকাতা

বিমানবন্দরে যখন যেকোনও গাডি

অনায়াসে যাত্রীদের এক ঝটকায়

নামিয়ে বা তুলে বেরিয়ে যেতে

পারে এবং ন্যুনতম ৫ মিনিট সময়

দেওয়া হয়— সেখানে এ রাজ্যে

গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করলেই পকেট

কাটার ব্যবস্থা জারি হয়ে গেছে। এই পদ্ধতিটি নিয়ে প্রতিদিন যাত্রীদের

মধ্যে চরম অশান্তি বিরাজ করছে। সাম্প্রতিককালে উক্ত এলাকার

বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বহুবার

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলার

চেষ্টা করেছেন, তিনি গাড়ি চালক

এবং যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে

বিষয়টির সমাধান সূত্র বের করে

ফেলেছেন। সরকারি কোনও

অনুষ্ঠানে সেই অর্থে এখন আর

ডাক পান না দিলীপবাবু। মঞ্চে

দাঁড়িয়ে তাই বক্তৃতা করারও সুযোগ

কম। সুতরাং সাংবাদিকদের কাছে

পেলেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা

বলার চেষ্টা করেন। ঠিক যেমনটা

করেন 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

তাদের সম্মতি না থাকলে একজন মন্ত্রী হিসেবে রামপ্রসাদবাবু কোনওভাবেই এটা করতে পারতেন না। আর দলের সভাপতির সঙ্গে বৈঠক করে তার হাতে তার প্রতি অনাস্থার চিঠি ধরিয়ে দিতে শুধু জিঘাংসার প্রয়োজন হয় না, শক্ত মেরুদণ্ডেরও প্রয়োজন হয়। এটা সেদিন দেখিয়ে দিয়েছেন আদি নেতারা। তবে এই দলে মন্ত্রিসভার একজন শামিল থাকায় এবং তা পত্রিকাতে (প্রতিবাদী কলম) প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় দল চাইলেই দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে এবং সভাপতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপনে রামপ্রসাদবাবুর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারতেন। এমনকী তাকে মন্ত্রিসভা থেকে পর্যন্ত বাদ দিতে পারতেন। এরপর দুইয়ের পাতায়

অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ঠিক

যুক্তিসম্মত কিছু পাচ্ছেন না, শুধু

তাই নয়, স্থগিত হওয়ার প্রক্রিয়ায়ও

'দাদাগিরি'র ছায়া দেখছেন তারা।

প্রশ্ন তুলেছেন, যেভাবে নির্বাচন

স্থগিত হল, তা অ্যাসোসিয়েশনের

পেছনে কোনও কায়েমী স্বার্থ কাজ

করছে কিনা। আচমকাই এই বছরে

দেখানো। রেগার আর্থিক দর্নীতি

কৌশলে চাপা দিতে গিয়ে সত্যের

অপলাপ করা, একের পর এক ভুল

তথ্য পরিবেশন সহ কার্যত বহু

কেলেঙ্কারির নায়কই হয়ে উঠেছেন

সুনীলবাবু। তার নিযুক্তি নিয়েও

প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। অথচ

এমডি দীপন নাথ লিখিতভাবে

টেন্ডার মাফিয়াদের বিরুদ্ধে থানায়

ধর্মনগরের রাজবাড়ি এলাকার

মণ্ডপপাড়া অঞ্চলে দীপনবাবুদের

অফিস অবস্থিত। সম্প্রতি ধর্মনগরে

ধমকাতে শুরু করে।বলে, টেভারটি

জানিয়েছেন।

এরপর দুইয়ের পাতায়

এসে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ঠিক আগের দিন রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণ রাজ্য সভাপতি মানিক সাহার ছবি আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। মাত্র থেকে বাইক র্যালির উদ্যোগ নিলো উধাও। সেই জায়গায় স্থান করে বিজেপি। এই র্যালির মাধ্যমে নিয়েছেন মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। এ সিপিআইএম'র মিছিলের ঠিক যেন দধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন আগের দিন আগরতলায় দাপট আদি বিজেপি নেতারা। দেখাবে বাইক বাহিনী। অনেকের অফিশিয়ালি সভাপতি হিসেবে

রামপ্রসাদময় বিজেপিতে

দু'দিনেই বদলে গেলো ছবি। বদলে

ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আগামীকাল বুধবার সকাল ১০ ঘটিকায় রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গনে সুবিশাল বাইক ব্যালাঁতে চলনা ষ্বৈরাচারী, দেশদ্রোহী, দাঙ্গাবাজ, উগ্রপন্থার সৃষ্টিকারী খুন-সন্ত্রাসের মদতদাতা ২৫ বছরের কালোদিনের CPIM আর না কখনও না।

মতে সিপিআইএম'র মিছিলের মানিক সাহাকে না হঠানো গেলে আগে বিজেপির হুমকি মিছিল। আর কিনা সেই মিছিলের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, দলের সভাপতি জে পি নাড্ডা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এর সাথে মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল। অনেকেই কিন্তু

মেলারমাঠে দেউলিয়া

গেলো দৃশ্যপট। রাতারাতি

সভাপতি মানিক সাহার ছবির

বদলে জায়গা পেলেন আদি নেতা

রামপ্রসাদ পাল। তাও এই মহর্তে

দলের অতি গুরুত্বপূর্ণ এক

কর্মসূচিতে। রাজনৈতিক

বিশ্লেষকদের মতে মখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

কুমার দেব'র অনুমতি ব্যতীত এমন

প্রচার অসম্ভব। মাত্র দু'দিন আগে

বাঘের খাঁচায় ঢুকে বাঘের কানে ফুঁ

দেওয়ার মতো করে বিজেপি

সভাপতি মানিক সাহা'র সঙ্গে

বৈঠক করে তার হাতেই আদি

বিজেপি নেতারা তুলে দিয়েছিলেন

অনাস্থা পত্র। এবার প্রকাশ্যে ফ্ল্যাক্স

ছাপিয়ে এর বাস্তবায়ন ঘটানো হলো

যা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। ২৪

সিপিআইএম'র জনজমায়েতের

আগরতলায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। বিহারের এক গ্রাম থেকে দুইজনকে সাইবার জালিয়াতির অভিযোগে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করে রাজ্যে নিয়ে আসতে পেরেছে পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সেই ক্রাইম ব্রাঞ্চই রাজধানী শহরের প্রধান রাস্তা এইচজিবি রোডে বিজেপি'র রাজ্য স্তারের নেতাদের নেতত্ত্বে মিছিল থেকে প্রতিবাদী কলম-সহ একাধিক সংবাদমাধ্যমের অফিস, গাড়ি ভাঙচুর ও আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় আসামিদের গ্রেফতার করে আদালতে পাঠাতে পারে না। লুটও হয়েছে, সিসিক্যামেরার হার্ডডিস্ক ইত্যাদি লট হয়েছে। প্রতিবাদী কলম ও একই বাড়িতে থাকা তিনটি সংবাদ সংস্থাই শুধু গত সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখে আক্রান্ত হয়নি, পাশের একটি রাজনৈতিক দলের অফিস, সামান্য দুরের আরেকটি পত্রিকা অফিস ও সেই রাজনৈতিক দলের রাজ্য

সো'র সভায় প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জানায়নি, এবারের এই সক্রিয়তা সম্মেলনে তার বক্তব্য ও ভূমিকা নিয়ে সাধারণ ভোটার আইনজীবীরা **আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।।** "বার সন্দেহ তৈরি করেছে। অনেকেই

কর্মসূচির মাধ্যমে দলের

সভাপতিকে কার্যত প্রত্যাখ্যানের

রাস্তাতেই হাঁটতে শুরু করেছে আদি

বিজেপি। যার নেতৃত্বে রয়েছেন

সভা ডেকেছে। সভায় নির্বাচন বলেছেন ২০১৭ সালের যে স্থগিত হয়ে যাওয়ার বিরোধিতা সিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে, সেই যেমন হবে, তেমনি রিটার্নিং সিদ্ধান্ত অ্যাসোসিয়েশনকে হয়েছিল আগামী রবিবারে, সেই অফিসারের মের দণ্ডহীন ও জানানোই হয়নি। নির্বাচন স্থগিত নির্বাচন এখন স্থগিত আছে। স্থগিত সন্দেহজনক আচরণের কথাও করার সিদ্ধান্ত নেয় কাউন্সিল। বার হওয়ার পেছনে কারণ খুঁজতে নেমে হয়েছে, তখন কাউন্সিল ২০১৭ নয়, তার সেই ক্ষমতাই নেই মনে • এরপর দুইয়ের পাতায় | সালের 'সিদ্ধান্ত' তুলে ধরে আপত্তি করছেন অনেকেই, এবং সাংবাদিক

সাথে সভাপতি, সম্পাদক'র নতজানু হয়ে পড়ার কথা যেমন

নিজেদের অ্যাসোসিয়েশন'র অধিকার তলিয়ে যাচ্ছে কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন। বিশেষত যখন বারের সভাপতি, সম্পাদক অ্যাসোর সভাপতি, সম্পাদক এবং এই বারের অনেক ভোটারই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতেই কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাউন্সিলের ভূমিকার আলোচনায়, তেমনি রিটার্নিং সংবিধান সম্মত হল না, তাহলে অফিসারের নির্বাচন স্থগিতের নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়ার ঘোষণা অ্যাসোর সংবিধান সম্মত

অ্যাসো নির্বাচন স্থগিতে/ স্বার্থের গন্ধ,বিপদে গণতন্ত্র'' শিরোনামে প্রতিবাদী কলম-র খবরের পর বুধবারেই অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ উঠবে। যে পদ্ধতিতে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনে নির্বাচন হয়, সেই পদ্ধতি ধরেই এবারও নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল, আচমকাই ২০১৭ সালের এক সিদ্ধান্তের ধোয়া তুলে ত্রিপুরা বার কাউন্সিল এবারের নির্বাচন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০১৭ সালের পরেও তিনবার এই বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচন

১০৬ পঞ্চায়েতে মুখ লুকোচ্ছে সোশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শেষের আর মাত্র ৪৮ দিন থাকলেও হয়ে গিয়েছে। অভিযোগ, সুনীল দিয়ে কাগজপত্রে বেশি করে আগর তলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ৬টি ব্লকের ১০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত দেববর্মা সোশ্যাল অডিটের বক্রাকৃতি কোনও কোনও জিনিসকে ও ভিলেজ কমিটিতে এখনও পর্যন্ত অধিকর্তা পদে নিযুক্তি পাওয়ার যতই সোজা করা হোক না কেন স্প্রিং'র মতোই তা যেন পর্বাবস্থায়

রাজ্যে মাফিয়া, সমাজবিরোধী এবং

দুর্বত্তদের দাপট কতটা বেড়েছে তা আবারও প্রকাশ্যে এলো। রাজ্য

মাফিয়া

সমাজবিরোধীদের বলপূর্বক

জুলুমবাজি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনকে

र्रिकारनात जन्य निर्जरमत

ওয়েবসাইটে একটি হেল্প লাইন

নাম্বারের ঠুনকো প্রচার করে

থাকলেও, লাভের লাভ কিছুই

হয়নি। রাজ্য জুড়ে একাংশ মাফিয়া

এবং সমাজবিরোধীদের কাছে

নিজেদের মের দণ্ড বিক্রি করে

রেখেছে পুলিশ প্রশাসন, এমনটাই

এবং

পা পড়েনি সোশ্যাল অডিটের।ঠিক পরই সোশ্যাল অডিটের অধঃগমন কি কারণে এই ব্লকগুলোকে বাদ শুরু হয়। কারণ, তাকে সেটিং করেই ফিরে যায় চরিত্র মেনেই। একই রাখা হয়েছে তা অবশ্য জানা যায়নি। নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে এখানে। অবস্থা সোশ্যাল অডিটেরও। তবে এই ব্লকগুলাকে বাদ রাখার যাতে করে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিবাদী কলম যতই সোশ্যাল পেছনে যে কোনও না কোনও অঙুলিহেলনেই তিনি সোশ্যাল বিভিন্ন সংবাদপত্রে তথ্যভিত্তিক অডিট নিয়ে খবর প্রকাশ করুক না কারণ রয়েছে তা পরিষ্কার।শিলাছড়ি অডিটের রিপোর্ট প্রদান করেন। কেন এতে কারো কিছু যায় আসে ব্লক, দামছড়া ব্লক, লালজুড়ি ব্লক, আর তা করতে গিয়েই সোশ্যাল নির্বিকার তিনি। সরকারি চাকরিতে না। যেমন চলছিলো সোশ্যাল ভারতচন্দ্রনগর ব্লক, রাজনগর, অভিটের পাশাপাশি নিজেও অবসরের পরেও ঠিক কি কারণে অডিট এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনা গৌড়নগর এবং রূপাইছড়ি ব্লক। এই ফেঁ সেছেন সুনীলবাবু। অথচ তাকে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে ঠিক তেমনই চলছে। অর্থ বছর ব্লকগুলোতে সোশ্যাল অডিট স্তব্ধ সোশ্যাল অডিটের সংখ্যা কমিয়ে এখানে 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তারিখ উত্তর জেলার ধর্মনগর স্পষ্ট করে দেয়, কমিশন বাণিজ্য আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশ স্টেশনে 'টেন্ডার ছাড়া রাজ্যে উন্নয়নমূলক কাজ প্রায় মাফিয়াদের' বিরুদ্ধে একটি লিখিত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।



অভিযোগ জমা পড়েছে। এই কন্ট্রাক্টটারির ভাষায় 'ক্লাস ওয়ান' অভিযোগটি দিনের আলোর মতো ফার্ম ডিএন কন্সট্রাকশনস-এর

কাজের আনুমানিক অর্থ মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা। টেন্ডার জমা দেয়ার শেষ সময়সীমা ছিল গত ১৫ তারিখ এবং কথা ছিল, সেদিন বিকেল ৪টার সময় বিড খোলা হবে। খোলা হয়নি এবং সেদিনই সন্ধ্যা ৭টা থেকে অভিযুক্ত টেন্ডার মাফিয়ারা দীপনবাবুদের টেলিফোন করে

একটি অনলাইন টেভারে উক্ত ফার্মটি অংশগ্রহণ করে। মোট

এমডি এবং ম্যানেজার সৌরভ ভট্টাচার্যকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। বাদ যায়নি কিডন্যাপের বিষয়টিও। তবুও টলেননি উনারা দু'জন। থানায় চিঠি লিখে দীপনবাবু অভিযোগ করেছেন, ধর্মনগরের শিববাড়ি অঞ্চলের টেন্ডার মাফিয়া বিজয় সাহা এবং জেল রোড এলাকার বাসিন্দা অশোক কুমার দত্ত আরও দুর্বত্তদের সঙ্গে নিয়ে উক্ত ফার্মের অফিস কার্যালয়ে এসে ধমকে যায়। সঙ্গে ছিল মণ্ডপপাড়া এলাকার গিরিধারী শর্মাও। শুধু তাই নয়, গত

সারেভার করে দিতে হবে! ফার্মের

ক্রিকেট আসরে ভিড় নিশ্চিত করতে সরকারি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগরতলার স্কুলে স্কুলে এনএসএস অফিসারদের বলা হয়েছিল অন্তত ১০০ ভলান্টিয়ার এবং অন্তত ১০০ পড়ুয়া নিয়ে মাঠে হাজিরা দিতে। শাসক দলের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, সেখানে সরকারি ডিউটিতে স্কুলের লাগবে।কোভিডেরকারণে দীর্ঘদিন কাছে

ক্রিকেট-এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, 'ত্রিপুরার সর্বকালের সর্ববৃহৎ'

করতে হয়েছে সারাদিন স্কুল চালু রেখে, পড়া-শোনা নিয়ে এমনই যত্নবান শিক্ষা দফতর ! শিক্ষা ভবন র থেকে ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স অ্যাভ স্পোর্টস ডিরেক্টোরেট আগরতলার বিভিন্ন স্কুলে ২১ ফেব্রুয়ারি নির্দেশ পাঠিয়েছে, ''অন্যান্যদের উপস্থিতিতে হিরুধন দেব স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় যুব-ক্রীড়ামন্ত্রী , সকাল ১১:০০ ঘন্টায় এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের



সোজা সাপ্টা

আদি-নব্য

বছরে ৫০ হাজার চাকুরি কোথায়? মিস্ড কলে চাকুরি কোথায়? টিএসআর নিয়োগ নিয়ে ধন্ধুমার কাণ্ড। পুলিশের নিয়োগ র্য়ালি বাতিল, গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-সি চাকুরির খবর নেই, ১০৩২৩ জলে। এই অবস্থায় চাকুরির প্রত্যাশী রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতিদের মিছিলে টানা হয়তো কঠিন মনে হয়েছিল। তাই আবাল-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-বনিতাদের নিয়েই যুব মিছিল হলো। শাসক দল ও শাসক দলের বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জানানোর সমর্থনে যুবাদের মিছিলে যুবাদের পাওয়া যাবে না জেনেই বৃদ্ধাদের টেনে আনা হয়েছিল। অবশ্য বামেরা এতদিন এই কাজটাই করে গেছে। সে ছাত্র হউক যুবা হউক বা দল। সবার মিছিল, মিটিং-এ কমন লোক দেখা যায়। এখন শাসক দলের মধ্যেও এই কমন লোক আমদানি হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, যুব মোর্চার মিছিলের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আজ নাকি শহরে শক্তি প্রদর্শন করবেন আদি বিজেপি-র নেতারা। অর্থাৎ এখন শাসক দলের মধ্যে আদি বনাম বতর্মানের লড়াই। আদি বনাম বর্তমানের এই লড়াইয়ে অন্যরা নিশ্চয় মজা পাচ্ছে। তবে এটা ঠিক যে, আদি-রা এবার কোমর বেঁধে রাজনীতির ময়দানে। হয়তো ২-১ দিনের মধ্যেই আদি নেতারা গুয়াহাটিতে যাবেন। আরএসএস-র গুয়াহাটি অফিসে মানিক হটাও অভিযানের প্রথম বৈঠক হবে। আদি বনাম নব্য বিজেপি-র এই সংঘাতে নিশ্চিতভাবে কংগ্রেস, মথা, বামেরা সুযোগ নিতে চাইবে। তবে নব্য নেতাদের কতটা ক্ষমতা তা তো সোমবার যুব মোর্চার মিছিলেই চোখে দেখা গেছে।

জম্পেশ কামাই বাণিজ্য

• আটের পাতার পর - নেশার রাজা হয়ে উঠেছেন। লালমাটিয়া এলাকায় তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। সব কিছু সম্ভব হয়েছে গত তিন বছরের মধ্যে। তারাই ওসির সঙ্গে চুক্তি করে ঠিক করে দেন কাদের মদের দোকানে অভিযান হবে। গোটা বিষয়টির মধ্যস্থতা করতে সব সময় সচেষ্ট ওই পত্রিকার মালিক। কয়েকদিন আগেই মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি মুঙ্গেশের সঙ্গে বৈঠকের পর বেশ কয়েকজন মদ বিক্রেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছ থেকে যে মদ আটক করা হয়েছিল এসব আর থানায় নেই। অভিযোগ রয়েছে এই মদগুলি নেশা কারবারি চন্দনের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সুদর্শন, দেবুর মদের দোকানে অভিযান করে নেশা দ্রব্যগুলি আটক করেছিল। আগাম সিদ্ধান্ত নিয়ে অল্প কিছু ব্রাউন সগারের কৌটাও আটক করা হয়। অথচ এগুলি ছিল পরিকল্পনামাফিক। পরিকল্পনায় যুক্ত এলাকার প্রভাবশালী নেতার দুই ভাতিজাও। তারা সবাই এখন কোটিপতি। এলাকার বিধায়ক নেশা বিরোধী অভিযানের নামে ছোটখাটো বাংলা মদ বিক্রেতার দোকানে অভিযান করলেও নিজের আত্মীয়ের ঘরে অভিযান করেন না। উল্টো মহারাজগঞ্জ ফাঁডির ওসিকে আরও তিন বছর এখানে টিকে থাকতে টাকা দিতে হয়েছে প্রভাবশালী নেতাদের বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে নাকি বেশি রোজগার রয়েছে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির। রাজ্য পুলিশে সম্প্রতি ৭০টি থানা এবং ফাঁড়ির ওসি বদল হয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে এক মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বটতলা ফাঁড়ির ওসিও। কিন্তু ওসি হিসেবে টিকে গেছেন বোধজংনগর থানার ওসি তাপস এবং মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি মুঙ্গেশ। এরা মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় মূল নেশা ব্যবসায়ীর উপর কখনোই আঙুল তুলেন না। এমনকী প্রভাবশালী নেতার দুই ভাতিজা দেবানন্দ এবং পার্থার বিরুদ্ধে অভিযান করেননি। গট-আপ ম্যাচ খেলে সাফল্য দেখানো হচ্ছে। দ্রুত এসব ঘটনায় তদন্তের দাবি উঠেছে। সম্প্রতি পুলিশের এক ক্যাশিয়ারকে সাসপেণ্ড করেছেন এসপি জে রেডিড। অথচ এই ক্যাশিয়ার ওসি মুঙ্গেশের নেতৃত্বে কাজ করছে। মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ি থেকেই পুলিশ নাকি সব নেশা কারবারিদের বলে দিয়েছেন এই পত্রিকায় নাম উঠলেই মুখ্যমন্ত্রী অভিযান করতে নির্দেশ দেবেন। বাধ্য হয়ে পুলিশকে অভিযান করতে হয়। এর থেকে বাঁচতে আগে থেকেই টাকা পুলিশই দিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রতারকদের ছেড়ে দিলেন শস্তু

ভাড়া দে য়। শঙ্কর দেবনাথ মহিন্দ্রা ফাইন্যান্সে চার লক্ষ টাকা পরিশোধ করার পর ৩১ জানুয়ারি গাড়ির মালিক রাকেশ দাসকে ফোন করে ওনারশিপ ট্রান্সফার দেওয়ার জন্য। এরই মধ্যে শংকর দেবনাথ যাদের নিকট গাড়িটি ভাড়া দিয়েছিল তারা সমস্ত কাগজপত্র ডুপ্লিকেট বের করে মোবাইলে বিজ্ঞাপন দেয় ওএলএস-এ। এই বিজ্ঞাপন দেখে ত্রুর করার জন্য কাঞ্চনমালা দেখে চিনতে পারে জালাল মিয়া। তখনই জানাজানি হয় এই প্রতারক চক্রের। তখন রাকেশ দাস এবং শংকর দেবনাথ হতবাক হয়ে যায় কিভাবে সমস্ত কাগজপত্র ডুপ্লিকেট বের করা হলো। প্রতারক চক্রটি দীর্ঘদিন ধরেই এমন প্রতারণা করছে। এই খবরটি ১ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত

• **আটের পাতার পর** - সনম নড়েচড়ে বসে। বিশালগড় থানার দেববর্মা এবং কলই দেববর্মার নিকট এ এস আই শস্তু লোধ জালাল মিয়া এবং রাকেশ দাস থেকে প্রতারক চক্রের ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে তাদেরকে ফোন করেন যাতে গাড়িটি নিয়ে তারা বিশালগড় থানায় আসে। প্রতারক চক্রটি সংবাদ প্রকাশের পরেরদিন ডুপ্লিকেট কাগজপত্র এবং গাড়িসহ বিশালগড় থানায় আসে। প্রতারক চক্রটি থেকে মোটা অংকের টাকা খেয়ে জামাইআদরে প্রতারক চক্রটিকে চড়িলাম এলাকার জালাল মিয়া গাড়ি ছেড়ে দেয় বিশালগড় থানার এএসআই শস্তু লোধ। যে জায়গায় প্রতারক চক্রটিকে গ্রেফতার করার কথা এবং তাদের নামে কেস ফাইল করার কথা সে জায়গায় কোন কিছুই করেননি ঘুসখোর শস্তু। রাকেশ দাস থেকে উল্টো ১৫ হাজার টাকা দাবি করেছেন। না হলে গাডি দেবেন না। রাকেশ দাস থেকে টাকা খেয়েছেন শস্তু। সহজ-সরল উদয়পুরের শংকর দেবনাথ উনার কাছ থেকেও টাকা খেযেছেন শাস্ত। সংবাদেব খববেব

জেরে একটি বিরাট বড় গাড়ি প্রতারক চক্রের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু শস্তু টাকার বিনিময়ে সমস্ত কিছু রফাদফা করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ। २० रक्व याति वर्लाता गाष्ट्रि দিয়ে দিল রাকেশ এবং শংকরকে। আধিকারিকরাও বিষয়টি জানে না। আরও অভিযোগ, শস্তু রাজনৈতিক খুঁটির জোরে মোটা অংকের টাকা খেয়ে সমস্ত কিছু রফাদফা করে দিয়েছে। প্রতিদিন বিশালগড় থানা এলাকার কোথাও না কোথাও গাড়ি চুরি হচ্ছে। একটি

জোট জয়ী

বিশালগড় থানার পুলিশ।

চুরির কূলকিনারা করতে পারছেনা

মিউনিসিপ্যালিটি এবং ৪৮৯টি নগর পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণ হয়ে ছিল।

নাস্তানাবুদ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড থানা

 প্রথম পাতার পর মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের পার্কিং ফি নিয়ে। কিন্তু আদতে যাত্রীরা একদিকে আগুন দরে ভাড়া এবং পার্কিং ফি নিয়ে কতটা নাজেহাল তার সামান্য আঁচও পান না দিলীপবাবু বা উনার দলের অন্য নেতা-মন্ত্রীরা।এতসবের মধ্যেও এয়ার ইভিয়া সূত্রে জানা গেছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আরও দুটো বিমান পরিষেবা শুরু করবে। মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন চালু হওয়ার পর, নড়েচড়ে বসলো এয়ার ইভিয়া কর্তৃপক্ষ। গত বেশ কয়েক মাস ধরেই ফ্লাইট এআই৭৪৩ এবং এআই৭৪৪ যাত্রী পরিষেবা বন্ধ রেখেছিল।এই দুটো এয়ারবাস কলকাতা-আগরতলা এবং আগরতলা-কলকাতা রুটে পরিষেবা পুনরায় চালু করছে। আগামী ১ মার্চ থেকে প্রতিদিন এই দুটো বিমান সকাল ১০.৫০ মিনিটে আগরতলায় এসে নামবে এবং বেলা ১১.২৫ মিনিটে কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দেবে।এই দুটো বিমান পরিষেবা চালু হলে আগামী ১ তারিখ থেকে বিভিন্ন রুট মিলিয়ে প্রতিদিন মোট ২০টি বিমান নতুন টার্মিনাল ভবন ছেড়ে অন্যান্য বিমানবন্দরের উদ্দেশে পাড়ি জমাবে।

দলের বোঝা

 সাতের পাতার পর হরিয়ানার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ৫ বল খেলে শূন্য রানে ফিরে গিয়েছে পবন। আর অমিত আলি-র মতো সেরা স্পিনারকে বসিয়ে যাকে খেলানো হয়েছে সেই রাহিল শাহ সর্বোচ্চ ওভার বোলিং করেও একটির বেশি উইকেট পায়নি। বলা যায়, এই দুই পেশাদার এখন রাজ্য দলের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যু

 আটের পাতার পর - উঠেছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে বদনাম করতেই এই ধরনের গাফিলতি করা হচ্ছে। হাসপাতালে সবকিছু থাকার পরও কিছ ডাক্তার এবং নার্স ইচ্ছে করেই খারাপ পরিষেবা দেয়। এদিনও নার্সের গাফিলতির কারণে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অথচ হাসপাতালের পক্ষ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না অভিযুক্ত নার্সের বিরুদ্ধে। এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য আহ্বায়ক বলেছেন, ত্রিপুরার মানুষ সঠিক চিকিৎসা পাওয়ার আশা নিয়ে সরকারি হাসপাতালে আসে, কিন্তু ত্রিপুরা সরকার তাদের সঙ্গে ক্রমাগত প্রতারণা করে আসছে। এই ধরনের একাধিক ঘটনা সত্ত্বেও বিপ্লব দেবের নেতৃত্বাধীন সরকার নীরব ছিল এবং পরিস্থিতির প্রতিকার বা রাষ্ট্রীয় হাসপাতালে অনুপযুক্ত চিকিৎসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কিছুই করেনি। তিনি আরও বলেন, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। এই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিকাঠামো এতটাই খারাপ যে ৬০ শতাংশের বেশি রোগী শয্যার অভাবে হাসপাতালের মেঝেতে চিকিৎসা করাচ্ছে। এই হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি। হাসপাতালের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতি মুহুর্তে ভেঙে পড়ুছে। তিনি নগেন্দ্রের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

পারছেন না ত

■ সাতের পাতার পর বেআইনিভাবে ২০২১ সালের ১৩ মার্চ তিমির চন্দ-কে সচিব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ১০ মাস পর উচ্চ আদালতের নির্দেশে সচিব পদ ফিরে পেলেও বর্তমানে তিনি বেশ অসহায়। অভিযোগ, সভাপতি পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন। টিসিএ-র সংবিধান অনুযায়ী কার্যকরী কমিটির প্রধান হলেন সচিব। জেনারেল বডির সদস্যদের প্রতি তিনি দায়বদ্ধ। ক্রিকেটের উন্নয়নের লক্ষ্ণে সচিবের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অথচ কিছুই করতে পারছেন না। একটা হতাশা ক্রমশঃ তাকে গ্রাস করছে। শুধু জেনারেল বডির সদস্য নয়, ক্রিকেটপ্রেমী এবং ক্রিকেটারদের কাছেও তিনি দায়বদ্ধ। চেয়েছিলেন রাজ্যে ক্রিকেটের একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা এবং ক্রিকেটারদের মান উন্নয়নে অগ্রসর হওয়া। কিন্তু সভাপতির একটি মৌখিক নির্দেশ সবকিছুকে উলটপালট করে দিয়েছে। সভাপতির এই বেআইনি নির্দেশ প্রকাশ্যে আসার পর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে শুরু করে বর্তমান ক্রিকেটার প্রত্যেকে। তাদের একটাই প্রশ্ন, তিমির চন্দ-কে কাজ করতে না দেওয়ার অর্থ হলো উচ্চ আদালতের নির্দেশকে অবমাননা করা। ডাক্তারবাবু এটা জানেন না এমন নয়, কিন্তু টিসিএ হলো এমন একটা সোনার খনি যেখানে নিজেদের মৌরসিপাট্টা কায়েম রাখতে হলে তিমির চন্দ-কে দূরে রাখতে হবে। তাই উচ্চ আদালতের নির্দেশকেও তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না। রাজ্যের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিনি। মাঠে নেমে রাজ্যকে বহুবার গর্বিত করেছেন। মনোজ তেওয়ারি, লক্ষ্মীরতন শুক্লা-দের বাংলাকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে হারিয়েছিল ত্রিপুরা সেই ম্যাচে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন তিমির চন্দ। রঞ্জি ট্রফিতেও বহুবার তার ব্যাট এবং বল ঝলসে উঠেছিল। সেখানে সভাপতি কোথায় ? কখনও খেলাধুলা করেছেন এই ব্যাপারটাও নিশ্চিত নয়। অথচ তিনিই আজ রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে রাজ্যের সর্বকালের এক সেরা ক্রিকেটারকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। সভাপতির এতে কতটা লাভ হচ্ছে তা তিনি জানেন। তবে তিমির চন্দ-র কোন ক্ষতি হবে না এতে। কারণ একজন সেরা ক্রিকেটার হিসাবে তিনি ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে সব সময় বিরাজ করবেন। তবে ক্ষতি হচ্ছে রাজ্য ক্রিকেটের সচিব হিসাবে তাকে কাজ করতে দেওয়া হলে এতদিনে ঘরোয়া মরশুম শেষ হয়ে যেতো। ক্রিকেটারদের জন্যও অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনার সন্ধান পাওয়া যেতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সভাপতি তা হতে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এদিকে তিমির চন্দ নাকি এক চিঠিতে সভাপতিকে বিনম্রভাবে আবেদন জানিয়েছেন, যাতে সচিব হিসাবে তাকে কাজ করতে দেওয়া হয় এবং মৌখিক নির্দেশ প্রত্যাহার করা হয়।

পার হওয়ার নতুন কৌশল

● সাতের পাতার পর এখানেই প্রশ্ন, এই আশ্বাসটুকু গত চার বছরে কেন রাজ্যের ক্রীড়া জগৎ পায়নি। দুই-একটি ক্ষেত্রে আশ্বাস পাওয়া গেলেও তা পালন করতে দেখা যায়নি। আর হঠাৎ করে ভোটের এক বছর আগে এরকম এক বিশাল ফুটবল যজ্ঞ করার অর্থ কি? যতদূর জানা গেছে, এই প্রতিযোগিতা নাকি ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠিত হবে। যেহেতু আগামী বছরের শুরুতেই রাজ্যে বিধানসভার ভোট তাই টিএফএ প্রতিযোগিতার প্রথম সংস্করণ আগরতলায় করতে চায়। অন্যান্য রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা এতে রাজি হয়েছেন। মিজোরাম, মণিপুর, মেঘালয় প্রমুখ রাজ্যগুলি ফুটবলে ত্রিপুরার চেয়ে অনেক এগিয়ে। এসবে রাজ্যের প্রথম সারির ফুটবলাররা আইএসএল-এ খেলে। রাজ্য দলের হয়ে বিশেষ খেলতে দেখা যায় না। এই ধরনের প্রতিযোগিতা হলে এই তিনটি রাজ্যই মুখ্য আকর্ষণ। কিন্তু তারা তো প্রথম সারির দল নিয়ে খেলতে আসবে না। বলা যায়, দ্বিতীয় বা তৃতীয় সারির দল নিয়ে খেলতে আসবে। উদ্যোক্তারা এটা ভালোভাবেই জানেন। অথচ ফুটবলপ্রেমীদের সামনে উল্টো চিত্র তুলে ধরা হবে। ঠিক বাম আমলের মতোই। অবশ্য তারা কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় ছিল। কারণ দীপা ছিল তখন টপ ফর্মে। দীপা-র যে কোন সাফল্যেই রাজ্য সরকার হাততালি দিয়ে নেচে উঠতো। দীপা যেদিন আগরতলায় ফিরতো সেদিন বিমানবন্দরে মন্ত্রী এবং নেতাদের ভিড় দেখা যেতো। কে কিভাবে দীপা-কে প্রশংসা করতে পারে তারই যেন প্রতিযোগিতা চলতো। বামেদের এই কৌশল এবার রামেরাও প্রয়োগ করতে নেমেছে। আপাতভাবে মনে হতেই পারে, পূর্বোত্তর যুটবল প্রতিযোগিতা একটা বিশাল কিছু। ডাঃ টি আও ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম দিকে যতটা জমজমাট ছিল বর্তমানে ততটা নয়। আর উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, তখন আইএসএল-র দাপাদাপি ছিল না। এখন এই আইএসএল-র বাজারে রাজ্য দলের হয়ে খেলার ব্যাপারে উৎসাহী নন ফুটবলারই। সূতরাং এই ধরনের একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা ফুটবলের উন্নতির জন্য নয়। ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্যই অনুষ্ঠিত হবে বলে অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি

 সাতের পাতার পর
এই চাঁদাবাজি চলছে। পিআই-দের বক্তব্য—মুখ্যমন্ত্রী সব সময় বলছেন যে, এই সরকারের আমলে বামেদের মতো চাঁদাবাজি হবে না। রাজ্য সরকার এবং শাসক দল এই চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ক্রীড়া দফতরের সংঘপন্থীরা কিছুদিন পর পর নানা ইস্যুতে চাঁদার জুলুম চালিয়ে যাচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে চাঁদার রসিদ যেমন দেওয়া হয় না তেমনি জনগণের সামনে আনা হয় না কোন হিসাবপত্রও।সংঘপষ্টীদের এই চাঁদাবাজি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

ব্যাকফুটে ডক্টোরেট অলক

উত্থানের গরম তিনি ধরে রাখতে পারেননি। তার লক্ষ্য ছিলো মেয়রের চেয়ার। তার ঘনিষ্ঠ মহলও তা নিয়ে যথেষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল।তবে এসবের ক্ষেত্রে যখন বাধা এলো তখন শুরু হয়ে গেছে অন্য খেলা। বিশ্বস্ত সূত্র দাবি করেছে, ড. ভট্টাচার্য তার জেলা সভাপতির পদ ছাড়তে চেয়েছেন। তার জন্য তিনি তার ইচ্ছাপত্র পাঠিয়েছেন দলের সভাপতির কাছে। তবে তাতে সম্মতি মিলেনি। এক্ষেত্রে ড. ভট্টাচার্যের কাছে বড যুক্তি — এক ব্যক্তি এক পদ। যেহেতু তার পদের নাম কর্পোরেটর। তবে পদত্যাগ বিষয়টি নিয়ে কেউই মুখ খুলেনি। কিছুদিন আগে ড. অলক ভট্টাচার্যকে একটি জোনের সাধারণ মেম্বার করা হয়েছে। অনেকেই দাবি করেন, শিক্ষাদীক্ষায় পদের ভারে তিনিই সবচেয়ে এগিয়েছিলেন। শহরের মেয়র একজন জ্ঞানীগুণী হবেন এটা সাধারণ বোদ্ধ। সেই অংকেই এগিয়ে ছিলেন অলকবাবু। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ডক্টরেট হলেও রাজনৈতিকপাটিগণিতে হেরে যান তিনি। দলকে চাপের মুখে ফেলে প্রার্থী হওয়ার কারণে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, মেয়র ইন কাউন্সিল এমনকী জোনাল চেয়ারম্যানের পদেও তাকে রাখেনি বিজেপি। তিনি একজন সাধারণ সদস্যই

সুখময় সাহার মতো নবাগত বিজেপি কর্মীর তত্ত্বাবধানে জোনালে কাজ করাও তার পক্ষে প্রায় অসম্মানের হয়ে পড়ে। যে কারণে পুরনিগমের বৈঠকেও তিনি অনুপস্থিত থাকেন। এবার দলীয় সমস্ত কর্মসূচি থেকেও নিজেকে গুটিয়ে নিলেন তিনি। ঘনিষ্ঠ মহলে অলকবাবু নাকি বলেছেন. রাজনীতির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। এবার সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে অধ্যাপনাতেই মন দিতে চান সদর শহর জেলা সভাপতি।

গ্রেফতার ২

■আটের পাতার পর - তাকে জোর করেই ওযুধের সঙ্গে কিছু খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।এই সুযোগেই তাকে। গর্ণধর্ষণ করে তিনজনে। সবারই শাস্তির দাবি তুলেছেন তারা। প্রসঙ্গত, মহিলারা নিরাপদ নন আইনমন্ত্রীর মহকুমাতেও। এই ধরনের অভিযোগ উঠছে। এই ঘটনা ঘিরে প্রত্যেক অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে দাবি তুলেছেন নির্যাতিতার পরিবার।

নিরলসভাবে কাজ করছে

 প্রথম পাতার পর
বর্তমান সরকার ড্রাগস কারবারিদের সাথে কোনোরকম আপোশ করবে না। ড্রাগস ব্যবসার সাথে জড়িত কাউকেই ছাড়া হবে না। বিগত সরকারের আমলে রাজ্যে অবাধ ড্রাগস বাণিজ্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো। যার ফলে যুব সমাজ ধীরে ধীরে নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়েছিলো। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে নতুন গতিতে এগিয়ে চলেছে ত্রিপুরা। রাজ্যের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে জাগিয়েছে নতুন আশা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে মানুষের মাথাপিছু আয় যেমন বেড়েছে তেমনি কৃষকদেরও মাসিক আয় অনেকটাই বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ২৬ হাজার স্বসহায়ক দল রয়েছে। যার সঙ্গে রাজ্যের প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ মহিলা যুক্ত রয়েছে। এর অর্থনীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। আত্মনির্ভর দেশ গড়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বশক্তিকরণে জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই দিশাতে রাজ্য সরকারও কাজ করে চলেছে।

টোবল ভাঙবে চাপডে

 প্রথম পাতার পর কাউন্সিলের এই তৎপরতা, অতি সক্রিয়তাকে সোজা দৃষ্টিতে দেখছেন না সাধারণ ভোটাররা। যারা এখনও চিন্তা বন্ধক দেননি, তাদের অনেকেই এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন। আগামী বছর বিধানসভা ভোট, ফলে ইপ্সিত ফলাফল কোনও পক্ষের একান্ত জরুরি কিনা, কার স্বার্থে এই রকম ব্যবস্থা , সেটার জবাব খুঁজছেন অনেকেই। অন্যদিকে নিয়মের প্রশ্নে, অ্যাসোসিয়েশন রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করে থাকে, রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত যেমন নিতে পারেন না, তেমনি স্থগিতও করতে পারেন না। যেমন ভারতের নির্বাচন কমিশন'র নির্দেশে কেউ রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজের মত করে কোনও বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দিতে পারেন না। কাউন্সিল তেমনি রিটার্নিং অফিসারকে নির্বাচন বন্ধের দায়িত্ব দিতে পারেন না বলে মত দিয়েছেন একাধিক আইনজীবী। রাজ্যের বিজেপি সরকারে থাকা সত্বেও গত ভোটে গেরুয়া প্যানেল ভোটের ফলে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। যে সাধারণ ভোটাররা এই নির্বাচন স্থগিত নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন , তাদের অনেকেই আইনের পথে যেকোনও পক্ষকেই চ্যালেঞ্জ করতে প্রস্তুত বলেও শোনা গেছে। বার অ্যাসো নির্বাচন নিয়ে এরকম কখনও হয়নি। সাধারণ ভোটাররা তাদের সার্বভৌমত্ব, অধিকার ও ইজ্জত নিয়ে চিন্তায় আছেন। তাদের অনেকেরই বক্তব্য. একজন আইনজীবী হয়েও যদি রিটার্নিং অফিসার মেরুদন্ড ঠিক না রাখতে পারেন, তার এক্তিয়ার কতটুক খেয়াল না করেন,কিংবা বহত্তর আইনজীবী সমাজের অধিকারবোধকে বিসর্জন দিয়ে বসেন তবে তিনি অন্যকে কী আইনি সহায়তা দেবেন, অথবা পর্দার আড়ালে টেবিলের ওপর চেয়ার বসেছে কিনা, সেই প্রশ্ন তুলছেন। তারা এই রিটার্নিং অফিসারকে আর এই পদে দেখতে চাইছেন না।

 প্রথম পাতার পর আক্রান্ত হয়। আগুনে পুড়ে বাইক, গাড়িসহ নানা কিছু। সেসব অফিসে আক্রমণের আসামিও গ্রেফতার হয়নি। সেই দিনেই উদয়পুরে এক টিভি চ্যানেলের অফিস গুড়ো <u>গুড়ো</u> করে দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট সময় নিয়ে। প্রতিবাদী কলম আক্রমণের কারণে বিজেপি'র যুব নেতা রঘুনাথ লোধ নামে একজনকে পুলিশ বহুদিন পর গ্রেফতার করেছিল হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হওয়ার পর, তিনিও মেডিক্যাল গ্রাউন্ড দেখিয়ে বেরিয়ে গেছেন জামিনে, তারপর তাকে দেখা গেছে ভারি মোটরসাইকেলে দলীয় প্রচারে। রাস্তার পাশে সরকারি জমিতে দোকান নিয়ে বসেছেন, সেখানে খেয়েছেন বিজেপি'র তাবড় তাবড় নেতা। তার সাথে ফুচকা খান সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকও। নাম-ধাম দিয়ে যাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে মেরুদন্ড বিকিয়ে দেওয়া ক্রাইম ব্রাঞ্চ তাদের টিকিও ছুঁয়ে দেখেনি। পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি ও অন্যান্যরা দাঁড়িয়ে দেখেছেন আক্রমণের ঘটনা, ওসি'র ভূমিকায় এফআইআর-এ সন্দেহ প্রকাশ করায় প্রতিবাদী কলম অফিসে আক্রমণের ঘটনায় ক্রাইম ব্রাঞ্চকে আনা হয়। কোথায় কী! বিহার থেকে আসামি ধরে আনতে পেরেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ, অভিযোগ সরকারি প্রকল্পের টাকা সাইবার স্পেশ হ্যাক করে হাতিয়ে নেওয়ার। ডিজিটাল ক্রাইম থেকে অভিযুক্ত চিহ্নিত করে তাদের পাকড়াও করতে পারে ক্রাইম ব্রাঞ্চ, আর পুলিশের চোখের সামনে মিছিলের সামনের ব্যানার গুটিয়ে পত্রিকা অফিসে হামলে পড়া, সেই রাত্রেই সাংসদ ও মন্ত্রীর অফিস সফর, প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও বিজেপি'র তরফে স্বীকার করে নেওয়া যে পাশের রাজনৈতিক অফিসে হামলা করতে গিয়ে পত্রিকা অফিসেও হয়েছে, দল বিষয়টি দেখবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে-----কিছুই হয়নি এত মাসে। কারণ হতে পারে যে বিজেপি যে সাংবাদিক সম্মেলনে পত্রিকা অফিসে আক্রমণের ঘটনা স্বীকার করেছে ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই, সেখানেই আক্রমণে অভিযুক্ত একজন শাসক দলের নেতা বলেছেন, "এটা ট্রেলার মাত্র!"পুলিশ এসবই জানে, শুধু ব্যবস্থা নিতে ভুলে গেছে। ত্রিপুরার প্রাক্তন এক মুখ্য বিচারপতি মন্তব্য করেছেন, ত্রিপুরা পুলিশ তাদের প্রতিজ্ঞায় সৎ নয়। তাদের বোঝা উচিৎ, সরকার আর দেশ এক নয়। গণতন্ত্রের মৌখিক দোহাই আর আইনের শাসনের মৌখিক সাফল্য এসব ঢাকতে পারছে না আর। সাইবার ক্রাইম'র দক্ষতা বিহার থেকে দুইজনকে গ্রেফতার করে আনাই শুধু নয়,সামাজিক মাধ্যমে ফলাও করে তা প্রচারেও, সেখানেও সৃক্ষ দক্ষতার পরিচয় আছে, বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সেই খবরের স্ক্রিনশটে দুই অভিযুক্তের মুখ কালি ঢেকে, খবরে দই নাম কালি দিয়ে ঢেকে. প্রকল্পের নাম কালি দিয়ে ঢেকে প্রকাশ করেছে. ছবি তোলার সময় অবশ্য না করেনি, কিংবা অভিযুক্তদের মুখ কাপড়ে ঢেকে আনেনি।আরও আছে, দুই সংস্থার দুই খবরে কালি দিয়ে ঢাকাঢাকি আছে,তবে সেখানেই দেওয়া প্রথম ছবিতে নাম-ধাম সবই আছে, ঢাকা নেই। তবে সেই বিবেচনার কারণ বলা হয়নি।

নিয়োগ শীঘ্ৰই

 প্রথম পাতার পর সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি জানান, এই মিশন আপাতত আগামী পাঁচ বছরের জন্য হাতে নেওয়া হয়েছে। এই মিশনের মেয়াদকাল ১ এপ্রিল, ২০২২ থেকে এপ্রিল, ২০২৭ সাল পর্যন্ত। পরবর্তী সময় এই মিশনের সফলতার মাপকাঠি বিচার বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সময়কাল আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তিনি জানান, এই প্রকল্পের জন্য আনুমানিক বাজেট ১৫৩ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এই প্রকল্প সঠিক বাস্তবায়নে আগামীতে ত্রিপুরার আনারস ও কাঁঠালের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি এর একটি ইতিবাচক পরিচিতিও ঘটবে বলে মন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের আরও কিছু সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে বলেন, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (পার্সোনাল অ্যান্ড ট্রেনিং) দফতরের অধীনে ৫০টি স্টেনোগ্রাফার শূন্যপদ পূরণ করা হবে। তিনি আরও জানান, নগর উন্নয়ন দফতরের অধীনে ৫টি ক্যাটাগরিতে নিয়োগের জন্য ১৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই পদগুলি যথাক্রমে অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট, হেড ক্লার্ক, আপার ডিভিশন ক্লার্ক, জয়েন্ট জুনিয়র রিসোর্স অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং রিসোর্স অ্যাসিস্ট্যান্ট। পরবর্তী সময় সংশ্লিষ্ট দফতর এই পদগুলিতে নিয়োগের জন্য সিদ্ধান্ত নেবে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আজ মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী রাজ্যের কোভিড আক্রান্ত তথ্য জানাতে গিয়ে বলেন, রাজ্যে বর্তমানে কোভিডসংক্রমণের হার ০.২৯ শতাংশ। আগরতলা পুরনিগমে সংক্রমণের হার ০.১৫ শতাংশ। রাজ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ডোজ মিলিয়ে মোট টিকা দেওয়া হয়েছে ৫০ লক্ষ ৯১ হাজার ১৬৭টি।বর্তমারেজ্যে ৬ লক্ষ ৭২ হাজার ৬৭০টি টিকা মজুত রয়েছে।

সোশাল অডিট

 প্রথম পাতার পর নিযুক্ত করে রেখেছেন তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। আর রাজ্য সরকারও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে সুনীলবাবুকে নিযুক্তি দিয়ে রেখেছে। সোশ্যাল অডিট সম্পর্কে নানাধরনের অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপিত হলেও এ নিয়ে একেবারেই নীরব থেকেছে গ্রামোন্নয়ন দফতর থেকে অর্থ দফতর। অর্থ বছর শেষের মুখেও সোশ্যাল অডিটের এহেন দুরাবস্থা দেখে হতবাক রাজ্যবাসী।

 প্রথম পাতার পর অভিযুক্তরা। ১৬ তারিখ সন্ধ্যায় বিবিআই স্কুল মাঠের সামনে সৌরভবাবুকে শরীরী আক্রমণ এবং যতটা সম্ভব মারধর করা হয়। প্রায় ১৫ জনের একটি দল একযোগে হামলা চালায়। রক্তাক্ত হন সৌরভবাবু। সঙ্গে সঙ্গে উনাকে ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযোগ জানিয়ে দীপনবাবু থানায় যে চিঠিটি দিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, সরকারি দফতরের সাহায্যেই এই অনৈতিক কাজগুলো করা হচ্ছে। দীপনবাবুর চিঠিটিতে লেখা, সরকারকে প্রতিবছর কর দেওয়া হয় আমাদের ফার্মের তরফে। অন্যায় করে কাজ করি না আমরা। এমন হুমকি আর শরীরী আক্রমণ কেন হবে ? টেন্ডার মাফিয়াদের হাত থেকে উনাদের ফার্ম চত্বরটিকে বাঁচানোর কথাও চিঠিটিতে লেখা হয়েছে। কাঞ্চনপুর এসডিপিওকেও

বিষয়টি জানিয়েছেন দীপনবাবু। চিঠির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে উত্তর জেলার এসপি, জেলাশাসক, কুমারঘাটের সুপারিনটেভেন্ট ইঞ্জিনিয়ার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে। মুখে মারিতং জগৎ পদ্ধতি নিয়ে শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা ব্যস্ত থাকলেও, বাস্তব চিত্র যে কতটা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে তা সহজেই অনুমেয়। এভাবে চলতে থাকলে আগামীদিনে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে ক্রমশ দূরে সরতে থাকবে সরকারের ভিত। শুধু

তাই নয়, প্রশাসনিক পর্যায়ে এ বিষয়গুলো নিয়ে যদি এখনই তৎপরতা না দেখানো হয়, তাহলে আখেরে প্রশাসনের উপর আস্থা হারাবেন সাধারণ জনগণ। ঘটনাটি উত্তর জেলার একটি অঞ্চলে ঘটে থাকলেও একই চিত্র রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। সাধারণ নাগরিকরা সবই দেখছেন। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে বিষয়গুলো চোখে পড়ছে না আইন প্রণেতাদের। দেখার এই অরাজকতা কতদিন চলবে!

বাদ সভাপতি ডা. মানিক

তা না করে কার্যত সিপিআইএম মোকাবিলায় রামপ্রসাদবাবুর উপরেই আস্থা রাখলো দল। কারণ রাজ্য বিজেপি জানেন, সাংগঠনিক শক্তি ছাড়া নিপাট ভদ্রলোক ডাক্তার মানিক সাহা ব্যক্তিগতভাবে একজন কার্যকর্তাকেও যে কোনও উদ্যোগে শামিল করার ক্ষমতা রাখেন না। তার ডাকে কোনও কার্যকর্তাই যে হাজির হবেন না, এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সে কারণেই সিপিআইএম মোকাবিলায় রামপ্রসাদী দাপটের উপরে আস্থা রাখলেন প্রদেশ কমিটি। যে কারণে এত বড় কর্মসচি থেকে বাদ পড়ে গিয়েছেন মানিকবাবু। যেন ২০১৮'র আগে যে স্লোগান দিতো বিজেপি— মানিক নয়, হীরা চাই, সেই স্লোগানেরই বাস্তবায়নের দ্বিতীয় সংস্করণ। মেগা কর্মসূচি থেকে মানিক বাদ। কার্যত ডাক্তার মানিক সাহাকেই সভাপতি রেখে তাকে ধীরে ধীরে শেষ করে দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে বলে খবর। বিজেপিতে ক্রুমেই রামপ্রসাদ জমানা শুরু হতে যাচ্ছে বলেও দলীয় সূত্র জানাচেছ। যদিও সংবাদ ভবন থেকে রামপ্রসাদবাবুর প্রতিক্রিয়া জানতে উনাকে ফোন করা হলেও উনি ব্যস্ততার কারণে ফোন ধরেননি।

জঙ্গ ন)

 ছয়ের পাতার পর শোনা যাচ্ছে, তেলেঙ্গানার আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রশান্তের আই-প্যাক কেসিআরের হয়ে কাজ

সুরক্ষা

• **ছয়ের পাতার পর** এক্ষেত্রে রাম রহিমও তাই করেছে। তার আবেদনে সাড়া দিয়েছে প্রশাসন। তবে রাম রহিম ইতিমধ্যেই তিনবার প্যারোলে ছাড়া পেয়েছে।

হামলা

• ছয়ের পাতার পর মেনে চলা নিয়ে সওয়াল করেছেন রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল প্রভুলিঙ্গ নাভাদগি। তাঁর মতে, হয় হিজাব পরা অত্যাবশ্যক অথবা ঐচ্ছিক।

নেওয়া যাবে

• ছয়ের পাতার পর মুখে পড়েন তাঁরা। এর পরেই আদালতের দ্বারস্থ হন রিনা ও তাঁর সঙ্গী। এদিন সেই পিটিশনের শুনানিতেই এই বিষয়ে মতামত জানায় আদালত।

সরকারি শিক্ষক, ছাত্র উপস্থিতির

রয়ে যান। একজন জেলা সভাপতি হয়েও

🌘 প্রথম পাতার পর 💮 কলেজ টিলা প্লে গ্রাউন্ডে ২২ ফেব্রুয়ারি,২০২২ তারিখে। অনুগ্রহ করে ১০০ এনএসএস ভলান্টিয়ার এবং ১০০ পডুয়া নিয়ে যেতে এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসারকে দায়িত্ব দেবেন, তাকে বলবেন ত্রিপুরা এনএসএস সেল'র শ্রী মলয় লক্ষরকে সকাল সাড়ে দশটায় রিপোর্ট করতে।" নির্দেশ দিয়েছেন ত্রিপুরার দায়িত্বে থাকা এনএসএস অফিসার অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. সি ভৌমিক। সেই চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর, ক্রীড়ামন্ত্রীর দফতর, শিক্ষা সচিব'র কাছেও গেছে। স্কুল প্রতি পড়ুয়ার সংখ্যায় কম-বেশি ছিল। স্কুলের সময়ে কেউ কিছু করার 'পরিকল্পনা' করলেও প্রধান শিক্ষকদের বাধ্যতামূলকভাবে তা মহকুমা শাসক, পুলিশ আধিকারিক, জেলা শাসক, জেলা শিক্ষা আধিকারিক, শিক্ষা অধিকর্তাকে জানাতে হবে, এই রকম কড়া নির্দেশ দেওয়া শিক্ষা দফতর থেকে এই সপ্তাহেই, আর ভিড় বাড়াতে একটি রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানে স্কুলের এনএসএস অফিসার ও পডুয়াদের নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে স্রেফ চুপ মেরে গেছে। প্রধানশিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া দফতর লেজ গুটিয়ে নিয়েছে। শিক্ষা অধিকর্তার মেরুদণ্ড কোথায় হারিয়েছে,প্রধানশিক্ষকরা এই প্রশ্ন তুলছেন। স্কুলে স্কুলে রাজনৈতিক কোনও কাজ না করার কড়া নির্দেশ জারি হয়েছে, অন্যকিছু হবে ছুটির দিনে, পড়াশোনার সময়ের বাইরে। কলেজটিলায় দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়, তিনটি কলেজ আছে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চছরে পড়াশোনার সময়ে রাজনৈতিক দলের খেলা চালালে পড়াশোনায় পড়ুয়াদের আরও মন বসে কিনা, শিক্ষা দফতর এই ব্যাপারটি খোলসা করতে পারে। শিক্ষা দফতরের হাতে সেরকম তথ্য থাকতেও পারে, কারণ পড়ুয়াদের সাথে মা-বাবাকে গান চালিয়ে নাচতে উপদেশ দিয়েছে, উপদেশ দিয়েছে পড়াশোনার দায়িত্ব নিতে, কোনও বিদেশি রিসার্চের ফলাফল থেকেই সেই উপদেশ। ফলে শিক্ষা দফতরের কাছে এই তথ্যও থাকতে পারে যে স্কুলের গণ্ডিতে পড়াশোনার সময়ে রাজনৈতিক কাজে ক্ষতি হয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে মাইক বাজিয়ে করলেও হয় না। সেই ব্যাখ্যাও জানা দরকার যে কলেজ টিলার জন্য কোনও আইনে কোনও সংশোধন করা হয়েছে কিনা, কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত, হাসপাতাল, এসব সংস্থার আশেপাশে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ,অথচ মাইক বেজেছে মঙ্গলবারে খেলার আসরে। শিক্ষামন্ত্রী সারাদিনে ভাষার পিণ্ডি চটকে সামাজিকমাধ্যমে ঘনঘন পোস্ট দিয়ে থাকেন, রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে সরকারি কর্মচারী ও পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তার কোনও বক্তব্য নেই, হাতে-কলমে করার ক্ষমতা না থাকুক, বাকপটু শাসক দলের এই মন্ত্রীর লিপ-সার্ভিসেও প্রতিবাদ নেই। ' আমরা সেই স্কুলের 'হেডমাস্টার'-মন্ত্রীও চুপ। শিক্ষায় বিপ্লব আনার দাবিদার এই সরকার স্কুলে ছাত্র সংগঠনের কাজ করতে না দিলেও, সরকারি নির্দেশ দিয়ে পডুয়া এবং শিক্ষকদের শাসক দলের কাজে নিয়ে যায়। এই সরকারই এক কর্মচারীকে অবসরে যাওয়ার সপ্তাহে সাসপেন্ড করেছিল বামের সভায় বক্তৃতা শুনতে যাওয়ার 'অপরাধে', যদিও হাইকোর্টে সরকার এই ব্যাপারে হেরেছে। শিক্ষামন্ত্রীর এলাকার সরকারি শিক্ষক বিজেপি'র কাজ করেন সরাসরি। খবর হওয়ার পরেও সেই কাজ করছেন আশীর্বাদপুষ্ট বলে। ত্রিপুরাবাসীকে শোনানো হয়, আগে সরকার চলত পার্টি অফিস থেকে, এখন দল আর সরকার আলাদা, মহাকরণ থেকে সরকার চলে। আর রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে ভিড় বাড়াতে কাগজে-কলমেই সরকারি নির্দেশ জারি হয়। অলিখিত নির্দেশ জারি হয় মাঠে না গেলে রেগা নেই, মাঠে গেলে বাড়তি রেগা, অন্তত ইউএনআই এমন খবরও করেছে। আবার দল আর সরকার মিলেমিশে কাজ করার আলোচনা হয় দলীয় সভায়। সপ্তাহে সপ্তাহে দলের সভাপতিকে মন্ত্রীদের ব্রিফ দেওয়ার রেওয়াজও চালু হয়েছিল।

এডিবি প্রতিনিধিদের সাথে

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে সরকার স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা, যোগাযোগ, পর্যটন, কৃষি, পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এ জন্য প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির বিকাশে ইতিবাচক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের এই ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের গতি আরও বাডাতে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি)কে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলির বিকাশে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যাবে। মঙ্গলবার সচিবালয়ের ২ নং সভাকক্ষে এডিবি'র প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক আলোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের ১২টি অ্যাসপিরিশনাল ব্লকে পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যোগাযোগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে এডিবিকেও এগিয়ে আসার আহান জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ত্রিপুরা-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়ানোর ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নেও এডিবিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় উপমুখ্যমন্ত্রী যীফু দেববর্মা বলেন, রাজ্যের বড় একটা অংশ বনাঞ্চল। একে ভিত্তি করে আবহাওয়া পরিবর্তনের উপর বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে এডিবি'র কাজ করার সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি



বক্তব্যের শুরুতেই রাজ্যকে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য এডিবিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আলোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের উন্নয়নে এডিবি যে সমস্ত প্রকল্প হাতে নিয়েছে তা দ্রুততার পাশাপাশি সফলভাবে রূপায়ণর উপর গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যের সম্ভাব্য বিনিয়োগ ক্ষেত্রগুলির জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণে এডিবির সহযোগিতা আবশ্যক। এডিবি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করেছে তা কিভাবে দ্রুত রূপায়ণ করা যায় সে বিষয়ে এডিবিকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজ্যের আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে এডিবিকে প্রকল্প রূপায়ণের উপর গুরুত্ব দিতে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে বিশেষত শীতের মরশুমে বিল্ডিং, রাস্তা সহ বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের উপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নয়নে এডিবিকে রাজ্য সরকারের পাশে থেকে কাজ করে রাজ্যকে রক্তাল্পতা মুক্ত, এইডস মুক্ত, অপুষ্টি মুক্ত রাজ্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। ড্রাগস মুক্ত ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্যও এডিবি'র প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্তরী। তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বিক বিকাশে আগামী ২৫ বছরের জন্য লক্ষ্য -২০৪৭ নামে একটি রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। 'লক্ষ্য ২০৪৭'-এর উপর এডিবি কিভাবে কাজ করতে চায়

রাজ্যের শিল্প, পরিকাঠামো, পর্যটন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এডিবি'র বিনিয়োগ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। মুখ্যসচিব কুমার অলক সভায় বলেন, রাজ্য সরকার পর্যটন, শিল্প, স্বাস্থ্য, পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করছে। এইসব ক্ষেত্রগুলিতে এডিবি বিনিয়োগ করার জন্য এগিয়ে আসতে পারে। রাজ্যের নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প উন্নয়নেও এডিবি এগিয়ে আসুক। সভায় এডিবি'র এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর সমীর কুমার খারে বলেন, এডিবি ত্রিপুরাকে কৌশলগত অংশীদার হিসেবে চিহ্নিত করেছে. এই লক্ষ্যে আগামী ৪ বছরে এডিবি রাজ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতিকরণ, পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক কল্যাণ, কৃষি, আবহাওয়া পরিবর্তন, শিল্প ক্ষেত্রগুলিতে উন্নয়নের যে সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন তিনি। সভায় এছাডাও স্বাস্থ্য দফতরের সচিব জে কে সিনহা, রাজস্ব দফতরের প্রধান সচিব পণীত আগরওয়াল, পরিবহণ দফতরের সচিব এল এইচ ডার্লং, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দফতরের সচিব চৈতন্যমূর্তি, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের সচিব পি কে গোয়েল, অর্থ দফতরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, পর্যটন দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে, এডিবি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর

প্রেস রিলিজ, খুমুলুঙ, ২২ ফেব্রুয়ারি।। মঙ্গলবার খুমুলুঙস্থিত প্রধান প্রশাসনিক নতুন ভবনের ২নং মিলনায়তনে টিটিএএডিসি ও ইনটাকের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর হয়। এই মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসির উপদেষ্টা ও প্রশাসন সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান তথা এমডিসি প্রদ্যোত বিক্রম কিশোর মাণিক্য দেববর্মা ও ইনটাকের ত্রিপুরা চাপ্টারের কনভেনার মহারাজ কুমারী প্রজ্ঞা দেববর্মা। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যনিৰ্বাহী সদস্য পূৰ্ণচন্দ্ৰ জমাতিয়া, শিক্ষা দফতরের নির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, মৎস্য দফতরের নির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচি দফতরের নির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্মা, এমডিসি সওদাগর কলই। এছাডা উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকদ্বয় সুবল দেববর্মা ও রাজেন্দ্র কমার নোয়াতিয়া, আধিকারিক ধনবাব রিয়াং, প্রশাসন বিভাগের নির্বাহী আধিকারিক সত্যজিৎ দেববর্মা, তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দফতরের প্রধান আধিকারিক বিনয় দেববর্মা সহ বিভিন্ন দফতর প্রধানগণ ইন্টাকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রমন সিদ্দিকী ও সমভিদা রাই। আজকের মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে খুমুলুঙস্থিত কালচারের হেরিটেজ সেন্টার সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তোলার জন্য

৭০ হাজারে জুয়ার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ ফেব্রুয়ারি।। শেষ পর্যন্ত রাম ঠাকুর আশ্রমের বার্ষিক উৎসবকেও ছাড় দিলো না জুয়া কারবারিরা। শান্তিরবাজার মহকুমার লক্ষ্মীছড়া এডিসি ভিলেজে রামঠাকুরের বার্ষিক উৎসবে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর চলে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। সুত্রের খবর অনুযায়ী জুয়া কারবারিরা ৭০ হাজার টাকার বিনিময়ে উৎসব প্রাঙ্গণে অবৈধ ব্যবসা করার জন্য অনুমতি আদায় করে। অপরদিকে বেতাগার অটোচালক জুয়ার ব্যবসা চালানোর জন্য কিছু অর্থের বিনিময়ে বাইখোড়া থানার পুলিশকে কিনে নিয়েছে বলে অভিযোগ। মহকুমার

পুলিশ আধিকারিককে ঘুমে রেখে জুয়াড়িদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অর্থ কামিয়ে নিচ্ছে বাইখোড়া থানার একাংশ পুলিশ কর্মী। স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে পুলিশ অর্থের বিনিময় সভার অনুমতি দিয়েছে কিন্তু উৎসব কমিটি কেন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে ? তাহলে কি তারাও এই ধরনের ব্যবসায় সায় দিয়েছিলেন ? কারণ তাদের অনুমতি ছাড়া উৎসব চত্বরে ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। উৎসব কমিটির সবাই এ সম্পর্কে আগে থেকে জানতেন, নাকি কয়েকজন মিলে সবকিছু হজম করে নিয়েছেন ? এ ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন এখন সবার মনে বিরুদ্ধে পুলিশ কোনও পদক্ষেপ উঠতে শুর করেছে। এদিন

উৎসবে আসা বহু মানুষ প্রলোভনে পা দিয়ে সর্বস্ব খুঁইয়েছেন। অনেকেই ভেবেছিলেন ভগবানের নামে টাকা লাগলে তা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। উল্টো খালি হাতে ফিরতে হয়েছে অধিকাংশদের। বরং তাদের কারণে মালামাল হয়েছে একাংশ পুলিশ, উৎসব কমিটির কর্মকর্তা এবং জুয়া কারবারিরা। সোমবার ও মঙ্গলবার দুইদিনব্যাপী চলে জুয়ার রমরমা আসর। বুধবার মহাপ্রসাদ বিতরণকে কেন্দ্র করে জুয়ার আসর আরও রমরমা হয়ে উঠবে তা আর বলার অপেক্ষা থাকে না। এখন দেখার বিষয় উৎসবের শেষদিনে জুয়াড়িদের

নেতারা বলেছেন, বিধানসভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ ফেব্রুয়ারি।। সুদীপ রায় বর্মণ, আশিস কুমার সাহা'রা পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করার পর বিশালগডের পুরনো কর্মীরা সংগঠনকে গুছিয়ে তুলছেন। মঙ্গলবার বিশালগড়ের কংগ্রেসের ৪৮ জনের জেলা কমিটি ঘোষণা করেন কংগ্রেসের সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। সেই কমিটিতে জেলার সভাপতি হয়েছেন নিশিকান্ত দেব্বর্মা, কোষাধ্যক্ষ অমর পাল, ১০ জন সহ-সভাপতি, ১২ জন সাধারণ সম্পাদক ও ৮ জন সম্পাদক।

নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে সংগঠনকে আরও নতুন করে সাজিয়ে তোলা হবে। বাইক বাহিনীর তাগুব, হামলা উপেক্ষা

খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ করে তারা কাজ করবেন। তবে

সুদীপ রায় বর্মণ পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করার পর যে কংগ্রেসের

দু'দিন আগে, গত ৩১ ডিসেম্বর।

পারমিট ছিল গত জানুয়ারির ১৪

তারিখ পর্যন্ত। টিইউসিসি'র মেয়াদ

ছিল গত জানুয়ারির ৪ তারিখ

পর্যন্ত। টিআর-০৮-১২৬২ নম্বরের

বাসটির ইন্সরেন্স শেষ হয়েছে প্রায়

দুই বছর আগে, ২০২০ সালের ৪

অপেক্ষা রাখে না ৷১৮'র ক্ষমতা পরিবর্তনের পর বিশালগড়ে কংগ্রেস - সিপিএম দুই দলই সংগঠনের শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। সাহস দেখিয়ে অন্যান্য জেলা কিংবা মহকুমায় দুই দলের কর্মীরা মিছিল মিটিং করলেও বিশালগড়ে কোন না কোন নেতা কর্মীর বাড়িতেই কর্মসূচি সীমাবদ্ধ ছিল। প্রকাশ্য কোনো কর্মসূচিতে আসলে বাড়িতে হামলা, মারধর চলতো। তবে এসবের মাঝেই একাংশ কর্মী দল ছেড়ে দিলেও পুরনো কর্মীরা ঘরে বসেই দিন গুনছিলেন।

হাল ফিরে আসছে তা আর বলার

৩ জনকে গণধোলাই



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। রাবার এবং ছাগল চুরির অভিযোগে গণধোলাই খায় তিন যুবক। ঘটনা মঙ্গলবার অমরপুর থালছড়া এলাকায়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী, বেশ কয়েকদিন ধরে ওই এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে রাবার সিট এবং ছাগল চুরি হচ্ছে বেশি। এদিন রাবার এবং ছাগল চুরি করার সময় তিন যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। উত্তেজিত জনতা গাছের সাথে বেঁধে তিন যুবককে গণধোলাই দেয়। তাদেরকে গাছের সাথে বেঁধে রাখা হয়। তবে এই ঘটনায় ফের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি সামনে উঠে এসেছে। গণধোলাইয়ের পর যুবকদের তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। সাম্প্রতিক সময়ে চুরির ঘটনা সর্বত্রই চলছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নাগরিকদের তরফে। পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে এখন নাগরিকরাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের একমাত্র লাভজনক ব্যাংকিং সংস্থা হল ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক। কিন্তু একাংশ কর্মীর সততা ও নিষ্ঠার অভাব এবং গ্রাহকদের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণে প্রতিনিয়ত গরিমা হারাচেছ রাজ্যবাসীর গর্বের এই ব্যাংকিং সংস্থাটি। এমনই একজন কর্মী হল ব্যাংকটির আমবাসা শাখায় কর্মরত মহিলা করণিক লিতুন ম্যাডাম। বহিঃরাজ্য থেকে আগত এই মহিলা কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রাহকদের বিস্তর অভিযোগ। প্রথমত: তিনি গ্রাহকদের সাথে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করেন না। অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত গ্রাম-পাহাড়ের গ্রাহকদের সাথে উনার তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভরা আচরণ চোখে পড়ার মত। কোন গ্রাহক প্রথমবারের উনার কথা না বুঝলে উনি সেই বক্তব্য দ্বিতীয় বার বলেন না। তাছাড়া গ্রাহকদের সাথে উনার রূঢ় আচরণে প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন গ্রাহকের সাথে তপ্ত বাক্য বিনিময় লেগেই আছে। যা একজন ব্যাংকারের জন্য নীতিবিরুদ্ধ কাজ। প্রথম প্রথম উনি একজন মহিলা ব্যাংকার বলে থাহকরা সহানুভূতির নজরে দেখেছে। কিন্তু যতদিন যাচ্ছে এই মহিলা ব্যাংকারের রাড়তা এবং ক্রুরতা দুটিই বৃদ্ধি পেয়ে এখন সহনশীলতার সীমা উল্লঙ্ঘন করেছে বলে সাধারণ গ্রাহকদের অভিযোগ। সম্প্রতি শাখা সঞ্চালক

দীর্ঘ ছটিতে গেলে অস্থায়ীরূপে ঐ দায়িত্ব দিয়ে যান এই লিতুন ম্যাডামের উপর। আর অস্থায়ী রূপে ঐ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। যেমন সম্প্রতি আমবাসার মহকুমা শাসক জনৈক ব্যবসায়ীকে একসাথে তিনটি অ্যাকাউন্টপেয়ী চেক প্রদান করে। গত শনিবার ঐ ব্যবসায়ী ডিপোজিট ফর্ম পুরণ করে তিনটি চেক চেকবক্সে জমা করে। এরপর সোমবার ঐ ব্যক্তি ব্যাংকে গিয়ে দেখেন প্রথম ও তৃতীয় চেকের টাকা উনার অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে এবং মাঝেরটি জমা হয়নি। কেন জমা হয়নি তা জানতে ঐ ম্যাডামের কাছে গেলে উনি বলেন, ঐ চেকের স্বাক্ষর ও সিল মিলেনি। তখন ঐ ব্যক্তি চেক বাতিল করে তার কারন নির্দিষ্ট ফরমেটে পূরণ করে দিতে বলে কারণ তাকে পুনরায় এস ডি এমের কাছ থেকে পরিবর্ত চেক সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু শাখা সঞ্চালকের দায়িত্বে থাকা লিতুন ম্যাডাম তা দিতে অস্বীকার করে এবং ঐ গ্রাহকের উপর ক্ষেপে গিয়ে তপ্ত বাক্য বর্ষণ শুরু করে। পাল্টা ঐ গ্রাহকও সমুচিত জবাব দেওয়া শুরু করে। দুই জনের মধ্যে তপ্ত বাক্য বিনিময়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে অন্য কর্মীরা এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। তখন ব্যাংকের মধ্যে থাকা অন্য গ্রাহকরাও লিতুন ম্যাডামের অভব্য আচরণের বিরুদ্ধে, সরব হন এবং এর বিহিত দাবি করেন।

টাকিও কোনিশি এবং এডিবি'র অন্যান্য প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয়। সিপাহিজলা জেলার কংগ্রেস ন নেতার গাড়ি রাস্তায় চলছে ছা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২২ ফেব্রুয়ারি।। শাসক দলের নেতাদের স্কুল গাড়ি অনুমতি ছাড়াই চলছে রাস্তায়। সেসব গাড়ির ফিটনেস নেই, সেই গাড়িতেই যেতে হয় স্কুল পড়ুয়াদের। শাসক দলের নেতা হলেই ছাত্রদের জীবন নিয়েও ছিনিমিনি খেলার অধিকার থাকে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। জেলা সদরে প্রতিদিন এরকম দুই গাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাইক, টমটম আর অটোওয়ালাকে নাকানি চুবানি খাওয়ানো পুলিশ কিংবা পরিবহণ আধিকারিকদের বুকের আওয়াজের গলা ভেঙে যায় নেতাদের গাড়ি ধরার চিন্তা মাথায় এলেই। নেতাদের এসব গাড়িকে ছাড় দিয়ে রাখার কারণে একদিন হয়তো বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে অন্যদের সাথে তাদেরও পরিবারে। ফিটনেস নেই, ইন্সুরেন্স নেই, নেই

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। বাংলার একমাত্র সাংসদ হিসাবে এ বছরের 'সাংসদ রত্ন' সম্মান পাচেছন তৃণমূলের সৌগত রায়। সপ্তদশ লোকসভার শুরু থেকে ২০২১ সালের শেষ পর্যন্ত পারফরম্যান্সের নিরিখে দমদমের সাংসদকে সম্মান দিতে চলেছে প্রাইম পয়েন্ট ফাউভেশন নামক সংস্থা। এই সংস্থার্টিই তথ্যের ভিত্তিতে সাংসদদের পারফরম্যান্সের বিচার করে। সারা ভারতের মোট ১১ জন সাংসদ এই সম্মান পাচ্ছেন। এর মধ্যে ৮ জন লোকসভার সাংসদ। বাকি ৩ জন রাজ্যসভার সদস্য। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ১২তম 'সাংসদ রত্নু' সম্মান



রোড ট্যাক্সের মেয়াদ, রাস্তায় চলার অনুমতিই নেই, সেই গাড়ি স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের নিয়ে প্রতিদিন ছুটছে সাব্রুমের রাস্তায়। গাডির মালিক বিজেপি নেতা, বিজেপি বিধায়ক শংকর রায়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের গাড়িতে প্রতিদিনই বাড়ছে সাব্রুম ইংলিশ নামে আছে একই রঙের, স্কুলবাস মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যেরকম হয়, একটি বাস, তার নম্বর

১১ জন এই সম্মান পাবেন।এই ১১

জনের মধ্যে রয়েছেন এনসিপির

সুপ্রিয়া সুলে, আরএসপির এন কে

প্রেমচন্দ্রন, শিবসেনার শ্রীরাং আগ্গা

বার্নে। সম্মান প্রাপক লোকসভার

সদস্যরা হলেন তৃণমূলের সৌগত

রায়, কংগ্রেসের কলদীপ রাই শর্মা,

বিজেপির বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো, হীনা

বিজয়কুমারী গর্বিত, সুধীর গুপ্ত।

এছাড়াও সংসদ রত্ন পাচেছন

জীবনের ঝুঁকি। এরকম দুইটি বাসের মালিক সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান দীপক দাস ও দক্ষিণ জেলা পরিষদের সদস্য দেবাশিস মজুমদার। দেবাশিস নির্বাচিত নগর সংস্থার পদাধিকারী। মজুমদারের নামে থাকা হলদ রঙের স্কুলবাসটির

এনসিপির ফৌজিয়া তহসিন

আহমেদ খান।কংগ্রেসের বীরাপ্পা

মৌলি এবং বিজেপির এইচ ভি

হান্ডেকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট

সম্মান দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে

'সাংসদ রত্ন' সম্মান কমিটি। এছাড়া

২০২১ সালের অবসরপ্রাপ্ত

সদস্যদের মধ্যে সিপিএমের কে কে

রাগেশকে এই সম্মান দেওয়ার

প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত,

নস্বর

টিআর-০৮-১২৫৬।দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা পরিবহণ অফিস থেকে দুটি বাসেরই রেজিস্টেশন করা হয়েছিল। দৃটি বাসই ২০১৯ সালে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। ৫৩ আসনের বাস দৃটি বেআইনিভাবেই রাস্তায় চলছে। টিআর-০৮-১২৫৬ নম্বরের বাসটির ইন্সরেন্স শেষ হয়ে গেছে গত জানুয়ারির ২ তারিখ,

জুলাই পর্যন্ত ছিল মেয়াদ। ট্যাক্সের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাও সাত ট্যাক্সের মেয়াদ শেষ হয়েছে আরও মাসের বেশি হয়ে গেছে. ২০২১ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামের পরামর্শেই এই সাংসদ রত্ন সম্মান দেওয়া শুরু হয়। এই সম্মান কমিটির প্রধান পদে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল।মূলত সংসদ ভবনে সাংসদদের পারফরম্যান্স, ভাষণ, প্রশোত্তর পর্বে করা প্রশ্ন এসবের ভিত্তিতে এই সম্মান দেওয়া হয়। ২০২১ সালের নিরিখে দেশের সেরা সাংসদদের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছেন সৌগতবাবু। দীর্ঘদিনের

সাংসদ সৌগতবাবুর জন্য এটা নিঃ সন্দেহে বড় সম্মান। তাৎপর্যপূর্ণ রাজ্যের আর কোনও সাংসদ এই

তালিকায় জায়গা পাননি।

'সাংসদ রত্ন' সম্মান পাচ্ছেন

তৃণমূলের সৌগত রায়

দেওয়া হবে। সেদিনই সৌগত-সহ বিজেডির অমর পট্টনায়েক,

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। টিএসআর-এ নিয়োগ বঞ্চিতরা শহরে এসে বিক্ষোভ দেখালো। আগরতলার রাস্তায় তারা বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। বিক্ষোভের পরই বঞ্চিত বেকাররা দেখা করেন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস সাহার সঙ্গে। রাধানগর এলাকায় একটি বিয়েবাড়িতে তারা জমায়েত হয়ে

সঙ্গে দেখা করেন। বঞ্চিত বেকারদের সব কথা শুনেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ। তিনি এই পরিস্থিতির মধ্যে বেকারদের প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল করাকে স্যালুট জানিয়েছেন। বেকারদের দাবি, ২০১৯ সালে তাদের চাকরি দেয়নি সরকার।টিএসআর-এ তারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অথচ তাদের গোটা নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে

বর্তমানে কংগ্রেসের দুই নেতার

দেয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব টিএসআর-এ দুটি ব্যাটেলিয়নের জন্য ২৪০০ লোক নিয়োগ করা হবে। এখন ১৪৪৩জন টিএসআর রৈ অফার ছাড়া হয়েছে। দাবি করা হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া হয়েছে। অথচ আরকেপুর এলাকার বিশ্বজিৎ দাস শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও টিএসআর'র অফার পেয়েছে। এইভাবেই টাকা-পয়সা দিয়ে চাকরি হয়েছে।

त्राका मतकारतत वार्का व्यन्यामी TSR IRB পুরণ করতে হবে।

পেয়ে নিয়োগ ব্যালিতে টিকেছিলাম আমাদের অফার দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্টে এজন্য আমরা মামলা করেছি। কিন্তু সরকার সুপ্রিম কোর্টেও যেতে চাইছে না। এসব বিষয়ে বিক্ষোভ জানিয়ে মঙ্গলবার শহরে র্যালি বের করে বঞ্চিত বেকাররা। তাদের বক্তব্য শোনার পর প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, এই বেকারদের নিয়ে রাজনীতি করার অভিপ্রায় আমার নেই। বেকার, ছাত্র সমাজ বর্তমান সরকারের দারা প্রতারিত। দেদার অর্থ কামাই চলছে স্বচ্ছ নিয়োগের নামে। এই সরকার অহঙ্কারী। তারা বেকারদের ন্যায্য দাবি মানবে না। যা খুশি করছে তারা। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাইছে। এরা হিংসায় বিশ্বাসী। মানুষকে দাবিয়ে রাখার পরিকল্পনা তাদের। অন্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ইদানীংকালে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে। এই সময়ে যারা এদিন বিক্ষোভ মিছিল করলেন তাদের সবাইকে স্যালুট জানালেন প্রাক্তন বিধায়ক সুদীপবাবু।

TR081262 S7 5100 SCHOOL BUS 53 SEATE

সালের ৩০ জুন পর্যন্ত। পারমিট শেষ হয়েছে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি। ফিটনেস নেই ২০২১ সালের ২৬ আগস্ট থেকে। বিজেপি বিধায়ক শংকর রায়ের স্ত্রীর বড ভাই দীপক দেব, দেবাশিস মজমদারও তার বহত্তর পরিবারেরই অংশ। এই গাড়িগুলিতে শংকর রায়ের বিনিয়োগ আছে বলে সাব্রুম শহরের অনেকেই বলাবলি করেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। সোয়াব পরীক্ষা বাড়তেই করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও ৯ জনে উঠলো। ২৪ ঘণ্টা আগেই এই সংখ্যা ছিল ১জন। আক্রান্তদের মধ্যে ৮জনই ধলাই জেলার। স্বাস্থ্য দফতর মঙ্গলবার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ১৬৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়। তাদের মধ্যে ২২০জন আরটিপিসিআর-এ পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট। এদিন করোনামুক্ত হয়েছেন ১২জন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা রোগীর সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৫৮ জনে। এদিকে দেশে নিয়ন্ত্রণের পথে করোনা। ২৪ ঘণ্টায় ১৩ হাজার ৪০৫জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এই সময়ে মারা গেছেন ২৩৫জন করোনা আক্রান্ত রোগী

বাইক বাহিনীর তাণ্ডবে আহত ৩, বাড়ছে ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ ফেব্রুয়ারি।। বাইক বাহিনীর তাণ্ডবে আহত হয়েছেন তিন ছাত্র। তারা তিনজন গত কয়েকদিন আগে বিশালগড মহকমা সিপিআইএম অফিসে আয়োজিত এসএফ আই-র বিভাগীয় সম্মেলনে গিয়েছিলেন। যার কারণে মঙ্গলবার সন্ধ্যারাতে বাড়ি থেকে ফোনে ডেকে নিয়ে প্রকাশ্যে তিন যুবককে বেধড়কভাবে মারধর করে মন বাহিনী। যে তিনজনকে দুর্বৃত্তরা মারধর করেছে তারা সকলেই এসএফআই'র সাথে যুক্ত। সেই কারণেই অফিসটিলা বাজার এলাকায় সন্ধ্যারাতে প্রকাশ্যে মারধর করা হয়েছে। রাতে বিধায়ক ভানুলাল সাহা অভিযুক্তদের নাম-ধাম সহকারে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেন। অভিযোগ, প্রথমে অফিসটিলা এলাকার যুবককে হঠাৎ ফোন করে গালিগালাজ শুরু করেন নম: পাড়ার এক যুবক। তখন ওই সংগঠনের সাথে যুক্ত শিবম অফিসটিলা স্কুলের সামনে আসেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি তাকে মারধর করা হবে। অভিযোগ, তিনি আসা মাত্রই দুর্বৃত্তরা তার ওপর হামলে পড়ে। তাকে মারতে দেখে আরও দুই বন্ধু বাঁচাতে যান। তাদেরকেও মারধর করা হয়। অফিসটিলা এলাকার যুবকরা জড়ো হতে দেখে বাইক বাহিনীর যুবকরা পালিয়ে যায়। অভিযোগ, পুরো ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছেন এসডিএম অফিস এলাকার কুখ্যাত মন। সবচাইতে অবাক হওয়ার বিষয়, বাইক বাহিনীর দলে যারা ছিল তারা একাংশ নাবালক। তবে সিপিআইএম'র দাবি এখন আর কোন ভয়, বাইক বাহিনী, রাতের হামলা কিছই উপেক্ষা করবেন না তারা। ক্ষমতা পরিবর্তনের পর বিশালগড অফিসটিলাস্থিত সিপিএম পার্টি অফিস সহ বিভিন্ন নেতা কর্মীদের বাডিতে হামলা চললেও বিধানসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে বিশালগড়ে সিপিএম ততই শক্তিশালী হচ্ছে বলে দাবি করছেন নেতা কর্মীরা। এদিন অফিসটিলা স্কুলের সামনে যে তিন কর্মীকে মারধর করা হয়েছে সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান ভানুলাল সাহা। তবে থানায় নাম-ধাম দিয়ে মামলা করার পরও যে পুলিশ কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সূত্রের খবর, বাইক বাহিনীর দল ২৪ তারিখের আস্তাবল ময়দানের সমাবেশে যাতে কর্মীরা মহকুমা বা জেলা থেকে না অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। এদিন সন্ধ্যারাতে দুর্বৃত্তরা তিন যুবককে মেরেই ক্ষান্ত থাকেনি উল্টো হুমকি দিয়ে যায় পরে আবার দেখে নেওয়া হবে।

২য় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশন আগরতলার সহযোগিতায় ২৩ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে ২য় বাংলাদেশ চলচ্চিত্ৰ উৎসব ২০২২'র উদ্বোধন হবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি বুধবার সকাল দশটায় আগরতলার একটি বেসরকারি হোটেলে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্বে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশন আগরতলার প্রথম সচিব ও দূতালয় প্রধান এস এম আশাদুজ্জামান জানিয়েছেন, ২য় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব এর আগেও আয়োজন করা হয়েছিলো। দু'দেশের মধ্যে

আয়োজন ছিলো জমজমাট। দ্বিতীয় পূৰ্বে কিছদিন আগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিলো রবীন্দ্র ভবনে। কিন্তু উত্তর ত্রিপুরা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কিছু অনাকাঞ্চ্কিত ঘটনা ঘটার পর এই উৎসব স্থগিত হয়। ওই সময় বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার নিরিখে রাজ্যের কোথাও কোথাও দুঃখজনক ও অনাকাঞ্চ্চিত ঘটনা ঘটেছিলো। তারই জেরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব স্থগিত হয়েছিলো সেই সময়। তাছাডা আনষ্ঠানিকভাবে সদ্য প্রাক্তন সহকারী হাইকমিশনার গোটা বিষয়টি সরকারের প্রতিনিধির কাছেও তুলে ধরেছিলেন। নতুন সহকারী হাই কমিশনারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ২য় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এদিকে, আখাউড়ী সীমান্তে বাংলাদেশের মন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদকে স্বাগত জানায় আইবিসিসিআই ত্রিপুরা চাপ্টারের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, সমন্বয় ও সম্পর্কের উন্নয়নে এই উৎসব'র প্রথম সমাজসেবী তুষার কান্তি চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

চলছে জিএমপি'র। খবর

ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন জারি আছে

পাহাড়ে। গেল এডিসি নির্বাচনে

বামেরা তথা সিপিআইএম একটি

আসনও জিততে পারেনি। ২০১৫

সালের এডিসির সাধারণ নির্বাচনে

কিংবা ২০১৬ সালের ভিলেজ

কমিটির নির্বাচনে সিপিআইএম

তথা বামেদের একাধিপত্য যেন

২০১৮ সালের পর মুছে গেছে। মাত্র

কয়েক বছরে সিপিআইএম

পাহাড়ের শক্তি যেন হারিয়েছে!

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের পর

পাহাড়ের রাজনৈতিক আবহে

ক্রমশ পরিবর্তন এসেছিলো।

আইপিএফটি ৮টি বিধানসভায়

জয়লাভ করার পর পাহাড়কে

ন্যভাবে ম্যানেজ করেছে। তার

সাথে নতুন করে আরও কয়েকটি

শক্তি পাহাড়ে তাদের শক্তি বাড়ালেও

তিপ্রা মথা এখন যেন পাহাড়ের

'রাজা' হয়ে উঠেছে। কিন্তু

রাজনৈতিক মহলের দাবি,

আইপিএফটি কার্যত তিপ্রা মথা'র

কাছে আত্মসমর্পণ করলেও বামেরা

তাদের শক্তি ধরে রাখতে পেরেছে।

বোধহয় রণকৌশলের দিকে তিপ্রা

মথার ঘরে থাবা বসানোও

জিএমপি'র অন্যতম রাজনৈতিক

ম্যাজিক। এদিন সিপিআইএম নেতৃত্ব

অভিযোগ করেছেন, তিপ্রা মথা'র

আমলেও উপজাতিরা ভালো নেই।

বাম আমলের উপজাতি দরদির

প্রকল্পের কথা তুলে ধরে বিজেপি

এবং তিপ্রা মথা'র বিরুদ্ধে সরব

নতুন সভাপতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগর তলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।।

রামনগর ব্লক কংগ্রেস কমিটির নতুন

সভাপতি হলেন দুলাল দে। সদর

জেলা কংগ্রেসের তরফে এই সংবাদ

জানানো হয়। জেলা কংগ্রেস

সাংগঠনিকভাবে জেলার প্রত্যেক

ব্লক এলাকায় কর্মসূচি নেওয়া

হয়েছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা

নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস

যে নতুনভাবে শক্তি বাড়াচ্ছে তা

আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জানিয়েছেন,

সভাপতি

হলেন রাজকান্দির নেতারা।

তিপ্ৰা মথা থেকে সিপিআইএম'এ যোগদান



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সিপিআইএম'র এই সময়ে দলে আগর তলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। যোগদান কর্মসূচি জারি রয়েছে। সিপিআইএম কুমারঘাট মহকুমা কমিটির অন্তর্গত রাজকান্দি অঞ্চলে তিপ্রা মথা ত্যাগ করে তিন মেগা কর্মসূচির মাধ্যমে দলে পরিবারের আটজন ভোটার যোগ দিয়েছে বাম শিবিরে। সিপিআইএম হবে। এডিসি এলাকায় বামেদের নেতৃত্ব জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে তিপ্রা মথা'র সাথে যোগ থাকা ভোটাররা সিপিআইএম'এ রাজনৈতিক ভাবনায় প্রচার জারি যোগদানের অঙ্গীকার করার পর এদিন তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। আগরতলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়

মেষ : সপ্তাহের শেষ দিনটি এই

রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য

দেখা যায়। কর্মস্থলে কোনরকমের

ঝামেলার সম্ভাবনা নেই। সাফল্যের

পথে কোন বাধা থাকবে না।

আর্থিকভাবে শুভ। তবে শত্রু পক্ষ

একটু অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে।

গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার

জাতক-জাতিকাদের শরীর স্বাস্থ্যের

ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্র ভাব লক্ষ্য

দিনটিতে আর্থিক ভাব ও অশুভ

ফল নির্দেশ করছে। শত্রুতা বৃদ্ধি

পাবে। সচেষ্ট হলে গৃহ পরিবেশে

মিথুন : দিনটিতে বিশেষ শুভ নয়।

অশুভত্বকে জয় করতে হবে।

অযথা ভুল বোঝাবুঝি। গুপ্ত শত্রু

হতে সাবধান। গুরুজনের স্বাস্থ্য

চিন্তা। প্রেম-প্রীতিতে গৃহগত

কর্কট : দিনটিতে পেটের সমস্যা

বিচলিত করতে পারে। পারিবারিক

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

কর্মোদ্যোগে অর্থ বিনিয়োগ করলে

লাভবান হবেন। পেশাজীবীদের

ক্ষেত্রে সময়টা অনুকূল

সিংহ: দিনটিতে শুভ দিক নিৰ্দেশ

িত্য । শংরও অহেতুক চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক পরিক্রেশ

অনুকৃলে দিকে চলে আসবে।

বন্ধুদের সঙ্গে মিশে আনন্দ লাভ

করবেন। আয় বেশি হলেও ব্যয়ের

আধিক্য রয়েছে। কর্ম পরিবেশ

বিঘ্নিত হবে না।

চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রেও শুভ।

ক্ষেত্রে অশান্তির সম্ভাবনা।

হতাশায় না ভোগে মন

দিয়ে

শান্তি থাকবে।

🎊 মানসিকতা

সমস্যা দেখা যাবে।

ি প্রেমের

করা যায়। মানসিক উদ্বেগ

চেষ্টা করতে হবে।

বৃষ : এই

যাবে।

শুভ। শরীর স্বাস্থ্য ভালো

অবসাদের ক্ষেত্রেই উন্নতি

মানসিক

রাশির

দলের তরফে দাবি করা হচ্ছে, রাজ্য সম্মেলন শেষ হলে গোটা রাজ্যেই যোগদান কর্মসূচির আয়োজন করা অন্যতম শক্তি জিএমপি'র দুর্বলতার কথা প্ৰকাশ পেলেও কাৰ্যত এখন রাখা হয়েছে। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধারাবাহিক কর্মসূচি

আজকের দিনটি কেমন যাবে খোঁজ। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের থেকে সাবধান। ব্যবসায়ীদের দিনটি ভালো যাবে। আয় মন্দ হবে

> তুলা: শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে মিশ্র ফল লক্ষ্য করা যায়। তবে চিত্তের প্রসন্নতা বজায় থাকবে। কর্মস্থলে শান্তি থাকবে। আর্থিক দিক অশুভ ফল নির্দেশ করছে এই দিনটিতে। শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

> বৃশ্চিক: স্বাস্থ্য খুব একটা ভাল যাবে না। মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে

পারে। কর্মস্থলে নানান ঝামেলার সম্মুখীন হতে থাকবে। কমের স্ক্র কিছু না কিছু বিশৃঙ্খলা সম্প্রকা আছে। হবে। তবে সব কিছুর সমাধান সূত্র ও আপনার হাতেই থাকবে। শত্রুরা অশান্তি সৃষ্টি করবে শক্র জয়ী আপর্নিই হবেন। আয় ভাব

> শুভ। ব্যবসায়েও শুভ। ধনু : শরীর স্বাস্থ্য মিশ্র চলবে। দিনটিতে মানসিক অবসাদ দেখা

দিতে পারে। কর্মে মধ্যম 🎎 প্রকার ফল নির্দেশ করছে। আর্থিক ক্ষেত্রে মত্র ফল পারলক্ষিত হয়।শক্ররা মাথা তুলতে পারবে না।

মকর : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ

দেখা দিতে পারে।কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা সৃষ্টি হতে 🔀 🧭 পারে। অর্থভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশে শুভ বাতাবরণ

বজায় থাকবে। কুন্ত: কর্মস্থলের পরিবেশ অনুকূল থাকবে। ঊর্ধ্বতন পক্ষে থাকবে 🛮 অর্থভাগ্য ভালো। ব্যবসা

স্থান শুভ। তবে প্রতিবেশীদের থেকে সাবধানে থাকা দরকার। অপরাপর পেশায় সাফল্য আসবে।

মীন: শরীর স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে দিনটিতে। স্পষ্ট কথা বলার জন্য লোকের সঙ্গে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে।উপার্জন ভাগ্য শুভ।

পরিশ্রম করার মানসিকতা থাকবে। অর্থ ভাগ্য শুভ

ব্যবসা সূত্রে উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। কন্যা: শরীর কস্ত দেবে। । স্ত্রী'র অহংকারী মনোভাব দাম্পত্য দাস্পত্য জীবনে সুখের | শাস্তি বিঘ্নিত করতে পারে।

বনেদি স্কুলে বহু সমস্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। শহরের বনেদি স্কুলের সমস্যা এবার

প্রকাশ্যে চলে এলো। করোনা পরিস্থিতিতে এই স্কুলে বন্ধ হয়ে যাওয়া পড়ুয়াদের প্রার্থনা সভাও এখন আর হচেছ না। এমনই অভিযোগ অভিভাবকদের। অভিভাবকদের একটা অংশ দাবি করেছেন, শহরের হেনরি ডিরোজিও অ্যাকাডেমি যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে চলছিলো। কিন্তু গত ৬/৭ মাস ধরে স্কুলটির পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। তারা আরও দাবি করেছেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নেই স্কুলটি। টয়লেট থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে যা ক্লাসে বসে পড়ুয়ারা প্রতিনিয়ত অস্বস্তিবোধ করছে। বর্তমান প্রধান শিক্ষকের কাছেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু এইসব সমস্যার সমাধানে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। গোটা বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হয় বেশ কয়েকজন অভিভাবকদের সাথে। তারা জানিয়েছেন, সংবাদমাধ্যমের দ্বারা বিষয়গুলো শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টিতে নিতে চান। সুন্দর বাড়ি হলেও ভেতরের অবস্থা খারাপ বলেই তাদের দাবি। মিড-ডে-মিল নিয়েও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয়। আবার কিছ কিছু ক্ষেত্রে অনেকেই সমস্যাগুলো এডিয়ে যান। এখন প্রার্থনা সভায় জাতীয় সঙ্গীত হয় না। করোনা পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের জমায়েত করা হচ্ছে না। কিন্তু সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে প্রার্থনা সভা করার দাবি উঠলেও সেখানেও কারোর কারোর তরফে 'বারণ' করা হচ্ছে। পূর্বতন অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবি উঠেছে একটা মহল থেকে। কিন্তু অভিভাবকরা সরাসরি কিছু বলছে না তাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে। অনেকেরই দাবি, শিক্ষামন্ত্রী যদি হঠাৎ করে স্কুলটিতে জরুরিভিত্তিতে চলে যান তাহলে তিনিও অনেক কিছু টের পাবেন। খোদ রাজধানীর বুকে এই ধরনের পরিস্থিতি শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল দশাকেই সামনে তুলে আনছে প্রতিবাদীরা। শিক্ষামন্ত্রী যদি এই স্কুল কর্তৃপক্ষকে জরুরি তলব করেন তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ে অভিভাবকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য স্কল কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে অভিভাবকরা শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান, গণিত ও পরিবেশ বিষয়ক প্রদর্শনী মঙ্গলবার থেকে শুরু হয় ধর্মনগরে। ধর্মনগর সরকারি বালিকা উচ্চতর বিদ্যালয়ে দু'দিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। ভাষণ রাখতে গিয়ে তিনি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি সেবামূলক মানসিকতা সম্পন্ন হওয়ার আহ্বান রাখেন। নিজের পরিবারের পাশাপাশি সমাজে বিপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শও দেন। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী শ্যামল নাথ, প্রধানশিক্ষক রবীন্দ্র চন্দ্র মালাকার, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুদীপ কুমার নাথ প্রমুখ। বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীতে উত্তর জেলার ৩৫টি বিদ্যালয় থেকে ৭৫টি মডেল প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রদর্শনীর দ্বিতীয় দিনে বিজ্ঞান বিষয়ক সেমিনার ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। গোটা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মত। । সমাবেশই তার প্রমাণ করবে

ত্রিপুরা জেলা কমিটির উদ্যোগে আগরতলায় হামলার ঘটনার প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়েছে। এই প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম জেলা সম্পাদক রতন দাস সহ অন্যান্যরা। মেলারমাঠ থেকে এদিনের প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সোমবার মোহনপুর মহকুমার তারানগর এলাকার সিপিআই(এম) কর্মী সঞ্জয় দেব'কে

পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিপিআইএম'র প্রচার সজ্জা নম্টের বিষয় নিয়েও মুখ খুলেন তিনি। মানিক সরকার বলেন, সম্মেলনকে কেন্দ্র কোথাও কোথাও সাজসজ্জা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোও নষ্ট করে দেওয়া হয়। তাছাড়া গান্ধীগ্রাম সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কমরেডদের উপর আক্রমণ, বাড়িঘরে হামলা, ভাঙচুর ইত্যাদির ঘটনারও তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। পরিবেশ পরিস্থিতিতে মানিক সরকার এদিন সরব হয়েছেন নানা বিষয়গুলো নিয়ে। এদিনের রক্তদান শিবিরে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী, প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। রক্তদান শিবিরের বার্তা সকলের কাছে পৌছে দেওয়ার প্রয়াসে সংগঠন ও রাজনৈতিক দলগুলো রক্তদান শিবিরের আয়োজন করছে। সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস জানিয়েছেন, ২৩তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের আয়োজনে মানিক সরকার বলেন, সম্মেলন উপলক্ষে যে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে তাকেও বানচালের চেষ্টা হচ্ছে। অনুমতি দেওয়া হলেও এই সম্মেলনে যেন কেউ না আসতে পারে তার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সবাই প্রস্তুত। সম্মেলনে সকরে যে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাও বুঝি

মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে আগরতলা সংলগ্ন কাটাশেওলা এলাকার ভাড়া বাড়ি থেকে রাত ১০টায় গ্রেফতার করে সিধাই থানায় নিয়ে ব্যারাকের অন্ধকার ঘরে আটকে রেখে সারারাত ব্যাপী তার উপর মানসিক নির্যাতন চালায়। এই ব্যাপারে রাত ২টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত তার পরিবারকে কিছুই জানানো হয়নি। মানসিক নিৰ্যাতনে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ঘটনা জানাজানি হলে পুলিশ বাধ্য হয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করে। এখন তিনি জিবি

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়

রয়েছেন। সিপিআই(এম) পশ্চিম

ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও

নির্যাতনের বিরুদ্ধে শুভবদ্ধি সম্পন্ন জনগণকে ধিক্কার ও প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। এদিকে, জিবিপি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসারত সঞ্জয় দেবকে দেখে আসেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা। এই ঘটনায় তিনিও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বলেছেন, এমন ঘটনা উদ্বেগের কারণও। ২৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় সিপিআইএম'র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রকাশ্য সমাবেশকে কেন্দ্র করে আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিপিআইএম'র প্রচারসজ্জাও নষ্ট করা হচ্ছে। সিপিআইএম এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ভিন্ন দিকে

কর্মসূচি চলছে সেটা মানুষকে বিপ্রান্ত করার জন্যও বলে সিপিআইএম মনে করে। দলের তরফে দাবি করা হয়েছে, ২৫ ও ২৬ ফব্রেয়ারি রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে তার প্রচারসজ্জা নম্ভ করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। সিপিআইএম বিজেপির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে। প্রচারসজ্জা নম্টের অভিযোগ পুলিশকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্তপুলিশের তরফে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি বলে খবর। সিপিআইএম'র তরফে জানানো হয়েছে শাসক দলের কর্মসূচিতে না গেলে রেগা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গোটা রাজ্যেই এমন খয়ের পুর, দলুরা, রতননগর, চলছে বলে দাবি সিপিআইএম'র।

মন্ত্রীর উপস্থিতিতে যে দলে যোগদান



জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সঞ্জয় দেবকে দেখতে গেলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার, সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর, আইনজীবী ভাস্কর দেব সহ অন্যান্যরা। মঙ্গলবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

আজ থেকে শুরু উৎসব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। মেলাঘর মহোৎসব কমিটির উদ্যোগে বুধবার সন্ধ্যায় গঙ্গা আনয়নের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে ৬৯তম ৯২ প্রহর নামযজ্ঞানুষ্ঠান ও বার্ষিক মহোৎসব। আগামী রবিবার উৎসবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। কয়েকদিন ধরে চলা নামযজ্ঞানুষ্ঠানে রাজ্য এবং বহির্রাজ্যের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং অসম থেকে কীর্তনীয়ারা নাম সধা পরিবেশন করবেন। প্রতিদিন উৎসব প্রাঙ্গণে অন্নভোগ প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উৎসব আরও কিছদিন আগেই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির কারণে উৎসব পিছিয়ে দেওয়া হয়। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় উৎসবের আয়োজন করছে মেলাঘর মহোৎসব কমিটি। মেলাঘরে দীর্ঘদিন ধরে এই উৎসব চলে আসছে। তাই উৎসবের অপেক্ষায় ছিলেন বহু মান্য।

> আজ রাতের ওষুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

প্রয়াত যোগেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. আগরতলা,২২ ফেব্রুয়ারি।।রাজ্যের চিকিৎসক যোগেশ চন্দ্ৰ দাস শেষ নিঃ শ্বাস ত্যাগ করেছেন। আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৭৭ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। এদিন তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে প্রয়াতের বাড়ি ছুটে যান সিপিআইএম নেতৃত্ব। শুভাশিস গাঙ্গুলি সহ অন্যান্যরা তার বাড়িতে গিয়ে শোকাহত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। মৃত্যুকালে এক পুত্র এক কন্যা সহ বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। শুভাশিস গাঙ্গুলি জানিয়েছেন, মানব দরদি ডাক্তার ছিলেন যোগেশ চন্দ্র দাস।

জোরদার প্রচার

উপলক্ষে

সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম ২২ ফেব্রুয়ারি।। সিপিআইএম'র ২৩তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে গোটা রাজ্যে জোরদার প্রচার চলছে। মঙ্গলবার সাব্রুম মহকুমার দুটি বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় সুবিশাল বাইক র্যালি। বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী, বিপ্লব সান্যাল, চিত্তরঞ্জন বসাকদের নেতৃত্বে র্যালি বের হয়। দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে বাইক মিছিলটি। সেই মিছিল থেকে স্লোগান তোলা হয় অষ্টমবারের মত রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করা হোক। কলাছড়া থেকে সাব্রুম পর্যন্ত মিছিলটি বিভিন্ন বাজারগুলিতেও দাঁডায়। সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে নেতারা ভাষণ দেন। ভাষণ রাখতে গিয়ে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত বাজেটকে জনবিরোধী বলে অ্যাখ্যায়িত করেন। পাশাপাশি রাজ্যের বিজেপি-আইপিএফটি পরিচালিত সরকারের বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তারা।



কালীনগর, মুন্ডাপাড়া, সেনপাড়া,

বৃদ্ধনগর, কাশীপুর, রেশমবাগান,

চাঁনপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির

দুর্বৃত্তরা সিপিআইএম'র প্রচারসজ্জা

নষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ করেন

পবিত্র কর। তিনি বলেছেন, এই

সময়ের মধ্যে রাজ্যের অনেক

জায়গায় প্রচারসজ্জা নম্ট করা হলেও

২৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় প্রমাণ হবে

মান্য কিভাবে এখনও লালঝাভাকে

ধরে রেখেছে। সিপিআইএম

জিরানিয়া মহকুমা কমিটির তরফে

হামলার প্রতিবাদে মিছিল

মেলনের বার্তায় রক্তদ

এদিকে, সিপিআইএম পশ্চিম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। সিপিআইএম ২৩তম রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যেই প্রচার কর্মসূচি জারি রেখেছে সিপিআইএম। সম্মেলন কেন্দ্রিক ভাবনায় মঙ্গলবার ভানুঘোষ স্মৃতি ভবনে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। আগরতলার দিলেন মানিক সরকার। তি বলেছেন, প্রস্তুত ঘরে ঘরে। এ সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজি



টিডিএফ'এ যোগদান অব্যাহত। কাঞ্চনপুর বিধানসভার সাতনালা গ্রামে এদিন পূজন বিশ্বাসের উপস্থিতিতে দলে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি জানিয়েছেন ৩৬ পরিবারের ভোটাররা তাদের দলে শামিল হয়েছে। পূজন বিশ্বাস ছাড়াও পরিমল দেববর্মা, সমরজিৎ দে, রাজেশ দেব এবং অজয় দত্ত'রা উপস্থিত ছিলেন।



নির্যাতন চালানোর তীব্র প্রতিবাদ

ও নিন্দা করছে। অবিলম্বে সঞ্জয়

দেব'র বিনাশর্তে মুক্তি দাবি করছে।

জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও মোহনপুর

মহকুমা কমিটি মনে করে- বিজেপি

দল ও সরকারের রাজনৈতিক

নেতৃত্বের ষড়যন্ত্র ছাড়া এই পুলিশি

নিৰ্যাতন অসম্ভব। ঘটনাক্ৰম স্পষ্ট

প্রমাণ করছে জানাজানি না হলে

সঞ্জয় দেব'র পরিণতি আরও ভয়াবহ

হতো। এখনও সঞ্জয় দেবকে পুলিশ

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায়

	ক্ত		বং		দি		ওয়		
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।									
সংখ্যা ৪৪৩ এর উত্তর									
8	9	1	5	7	2	6	4	3	
5	3	4	9	6	1	7	2	8	1
6	7	2	4	3	8	1	5	9	
7	2	5	6	1	9	8	3	4	
3	4	8	2	5	7	9	6	1	
1	6	9	3	8	4	5	7	2	
4	8	7	1	2	6	3	9	5	
2	1	3	7	9	5	4	8	6	
9	5	6	8	4	3	2	1	7	

ক্রমিক সংখ্যা — ৪৪৪										
8		9	7	2		4		1		
	1		5		6		8	2		
						6		3		
7	5	3	6		2			9		
	4	6				1	3	5		
1	9	8		5	4	2				
		7			in and	9				
		5	4		7		1			
	8			3	9	5	6	7		

	~
<u>ত</u>	মোহনপুর মহকুমা কমিটি মিথ্যা ও
হ।	সাজানো মামলায় সঞ্জয় দেব'কে
,ল	গ্রেফতার করে পুলিশের মানসিক
,য় _া	
নি	ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি
)ই —	ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক
ত	সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
ব। 	প্রতিটি সারি এবং কলামে ১
2	থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই
	ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X
	৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার
	করা যাবে ওই একই নয়টি
	সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি
	যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার
	প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।
	সংখ্যা ৪৪৩ এর উত্তর
.11	0 0 4 5 7 0 0 4 0

and the state of t										
করা যাবে ওই একই নয়টি										
সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি										
যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার										
প্রা	ক্রয়	ক	মে	ন্	<u> ব</u> ূরণ	কর	যা	ব।		
সংখ্যা ৪৪৩ এর উত্তর										
8	9	1	5	7	2	6	4	3	i	
_	-		-	-	-	10.500		-		
5	3	4	9	6	1	7	2	8		
6	7	2	4	3	8	1	5	9		
7	2	5	6	1	9	8	3	4		
3	4	8	2	5	7	9	6	1		
1	6	9	3	8	4	5	7	2		
4	8	7	1	2	6	3	9	5		
2	1	3	7	9	5	4	8	6		
9	5	6	8	4	3	2	1	7		

শকুন উদ্ধার, চাঞ্চল্য



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২২ ফব্রুয়ারি।। অসুস্থ অবস্থায় একটি শকুন উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কল্যাণপুর লক্ষ্মীনারায়ণপুর গ্রামে। স্থানীয় দুই

যুবক সুজিত গোপ এবং দীপ্তনু দেব ওই শকুনটিকে অসুস্থ অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখতে পান। শকুনটিকে উদ্ধার করে তারা বন দফতরে খবর দেন। বনকর্মীরা এসে শকুনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী লক্ষ্মীনারায়ণ পঞ্চায়েতে আলপসা গ্রামের জঙ্গলে বেশ কয়েকটি শক্রনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল। তখনই দুই যুবক জঙ্গলে ছুটে আসেন। তারা দেখতে পান একটি শকুন অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। শকুনটি একেবারেই চলাফেরা করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত এখন বনকর্মীদের তত্ত্বাবধানে আছে শকুনটি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। পুলিশ ক্যাম্পের জায়গা পরিদর্শন করেন খোয়াই জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবতী। মঙ্গলবার কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত প্রমোদনগর পঞ্চায়েতের বৈষ্ণব কলোনি এলাকা পরিদর্শন করেন তিনি। সাথে ছিলেন কল্যাণপুর থানার ওসি শুলাংশু ভট্টাচার্য, সমাজসেবী জীবন দেবনাথ-সহ অন্যান্যরা। ২০০০ সালে প্রমোদনগর পঞ্চায়েত এলাকার ৪০০ পরিবার বিভিন্ন কারণে নিজেদের ভিটেমাটি ছেডে দাউছডা এবং অমর কলোনি এলাকায় আশ্রয় নিয়েছিল। ওই সময় দুটি এলাকার

নামকরণ হয় দাউছডা শিবির এবং অমর কলোনি শিবির। টানা ২২ বছর ধরে ওই পরিবারগুলো এখনও শিবিরেই বসবাস করছে। দীর্ঘ বছর পর পুনরায় নিজেদের ভিটেমাটিতে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছেন সেই পরিবারগুলো। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে তারা দাবি জানিয়ে আসছিলেন ওই এলাকায় একটি পুলিশ ক্যাম্প গড়ে তোলা হোক। স্থানীয় বিধায়ক সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছিলেন। সেই কথার সূত্র ধরেই এদিন পুলিশ সুপার প্রস্তাবিত জায়গা পরিদর্শন করেন। এখন দেখার বিষয়, কবে নাগাদ সেই ক্যাম্প গড়ে উঠে।

জওয়ানদের সামাজিক কমসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিবাদী, বিলোনিয়া, ২২ ফেব্রুয়ারি।। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানদের উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচি চলে আসছে। মঙ্গলবার বিএসএফ ১৩০ নং ব্যাটেলিয়নের উদ্যোগে রাধানগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন ধরনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এদিন পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষাসামগ্রী, ক্লাবগুলির মধ্যে খেলাধুলার সামগ্রী ও দুস্থ মেধাবী ছাত্রীদের মধ্যে বাইসাইকেল, মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে সেলাই মেশিন, কৃষকদের মধ্যে স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়।

পরিদর্শনে বিচারপতি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়ায় সাব-ডিভিশনাল জডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট কোর্ট নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জায়গা পরিদর্শনে আসেন হাইকোর্টের বিচারপতি আরন্দম লোধ। মঙ্গলবার গৌরাঙ্গটিলাস্থিত তেলিয়ামুড়া মহকুমাশাসকের পুরাতন কার্যালয়ে সাব-ডিভিশনাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট স্থাপনের নির্ধারিত জায়গাটি পরিদর্শন করেন বিচারপতি অরিন্দম লোধের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে এছাড়াও ছিলেন জেলা সেশন জজ শংকরী দাস, আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত এবং স্থানীয় বিধায়িকা কল্যাণী রায়-সহ অন্যান্যরা। পরে এই বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে বিচারপতি অরিন্দম লোধ জানান, অতিদ্রুত কোর্ট স্থাপন করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আরো আগেই তেলিয়ামুড়াতে এই কোর্ট স্থাপনের কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিগত সময়ে কোভিড মহামারীর কারণে কাজ আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এখন শীঘ্ৰই তেলিয়ামুড়াতে কোর্ট নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলেও জানান বিচারপতি অরিন্দম লোধ। তবে বিগত কিছুদিন পূর্বে আইন সচিব এই কোর্ট নির্মাণের জায়গা পরিদর্শনে এসেছিলেন।

আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি।। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হল এক যুবক। আহত যুবকের নাম জয়দেব দাস (২৬)। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে জিবি হাসপাতালে। ঘটনা মঙ্গলবার তেলিয়ামুড়া থানাধীন শুদ্ধছড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিআর০৬বি ৯৫৩৮ নম্বরের বাইক নিয়ে জয়দেব হাওয়াইবাড়ি থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। তেলিয়ামুড়া থানাধীন শুদ্ধছাড়া এলাকায় আসা মাত্ৰই অন্য একটি গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীরা খবর দেয় তেলিয়ামুড়া দমকল বিভাগে। দমকল বিভাগের কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং গুরুতর রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা গুরুতর হওয়াতে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। আহতের বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানাধীন সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়।

আঢক বাহক চোর প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গর্জি, ২২ ফেব্রুয়ারি।। কাঁকডাবন থানার অন্তর্গত পূর্ব পালাটানা মোল্লাটিলা এলাকায় বাইক চুরির অভিযোগে এক যুবককে আটক করা হয়। অভিযুক্তের নাম রুবেল দেব (২৫)।জানা গেছে, আগরতলার পূর্ব থানা এলাকা থেকে বাইক চুরি করেছে ওই যুবক। ঘটনার পর মোল্লাটিলায় এসে গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে রুবেল দেবের ছবি দেখা গেছে। সেই ছবির ভিত্তিতেই পুলিশ তাকে শনাক্ত করে। মোল্লাটিলা এলাকায় এক বাড়িতে ভাড়া নিয়েছে রুবেল। কিন্তু পুলিশ সেই তথ্য হাতে পেয়ে দেরি করেনি। তাকে ওই এলাকা থেকে আটক করে নিয়ে আসা হয়। এখন অভিযুক্তকে তুলে দেওয়া হবে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশের হাতে। পুলিশের ধারণা হয়তো তাকে জেরা করলে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

Sealed tender is hereby invited by the undersigned from the intending bonafide Indian citizen and resourceful supplier/ vendors for xeroxing of documents including stapling in complete shape under Tripura CAMPA for the year 2021-22 and 2022-23.

The details of tender notice may be available in the State portal, departmental website and Notice board of PCCF's office at Gurkhabasti, Agartala. The last date for receipt of the tender documents is up to 3:30 P.M. of 28/02/2022.

ICA/C-3831-22

Sd/- Illegible (Paushali Roy) Assistant Conservator of Forest Tripura CAMPA

PNIe-T NO:- 33/EE-I/2021-22, Dated 19/02/2022

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 14-03-2022 for 04(Four) Nos. Maintenance work. For details visit https:// tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Sd/- Illegible **EXECUTIVE ENGINEER** ICA/C-3844-22 AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B), AGARTALA, WEST TRIPURA

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No.F.17(1)/NTDP/Proc./Eqip.(CE)/2021-22 Dt. 22/02/2022

Sealed Quotations are hereby invited from the authorized manufacturer/dealers/stockists in connection with the procurement of scientific consumable items for the department of Civil Engineering, North Tripura District Polytechnic, Dharmanagar, North Tripura. Item specification, terms 8 conditions, formats are given at the detailed Short Notice Inviting Quotation, which is uploaded at the Institute website http:// www.ntdpdharmanagar.ac.in. The said quotation (in sealed envelope) may be submitted to the office of the undersigned atest by 28th February, 2022 till 4:00 PM.

ICA/C-3839-22

Sd/-Principal-in-Charge North Tripura District Polytechnic Dharmanagar, Tripura (North)

Executive Engineer, W.R Division No-II Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:-21/EE/WRD-II/2021-2022 Dated 21-02-2022.

SI. No.	Name of Work / DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion	Cost of tender form
1.	Construction of 9 (nine) nos Deep Tube Well under Kathalia R.D. Block under NABARD (RIDF XXVII) during the year 2021-22 / SH: Drilling & development of deep tube wells with contractor's direct rotary drilling rig & other machineries & equipment in/c providing ERW pipes, pea-gravels etc. under the jurisdiction of Water Resource Division No. II, Agartala. 18/SE/WRC-I/	Rs. 1,37,64,680.00	Rs. 2,75,294.00	180 Days	Rs. 4000.00

Last Date of bidding for bids 16-03-2022 upto 15.00Hrs. Opening of Bid on 16-03-2022 at 15.30 Hrs. If possible.

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3826-22

DNIeT/2021-22

Sd/- Illegible (Er Gautam Sen), Executive Engineer, Water Resource Division No-II, P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala

অপরের ভুলের শিকার ২ যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ ফেব্রুয়ারি।। পুর পরিষদের কর্মীদের অপদার্থতার ফলে গুরুতরভাবে আহত হলো দুই ব্যক্তি। ঘটনা সোমবার রাতে বিশালগড নোয়াপাড়া এলাকার লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে, বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকার যত আবর্জনা আছে তা গাড়ি করে এনে ফেলা হয় আমবাগানস্থিত শ্মশানঘাটে। দীর্ঘদিন ধরে পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট একটি স্থানে ডাম্পিং স্টেশন করতে পারছে না বলে অভিযোগ। এদিকে দলের নাম করে অন্যের জমি হাতিয়ে নেয়া হলেও ডাম্পিং

স্টেশনের জন্য কোন উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ উঠে আসছে। যদিও বিশালগড় পুর পরিষদ ঘটনার পর প্রথম পদক্ষেপ ছিল শ্মশান ঘাট থেকে অস্থায়ী ময়লাখলা সরিয়ে নেওয়া হবে কিন্তু সবকিছুই ঠুস আর ঠাস। সোমবার রাতেও টিপার গাড়ি করে ড্রেন থেকে তুলে আনা ময়লা নিয়ে যাওয়ার পথে লোকনাথ আশ্রম এলাকায় আবর্জনাগুলো গাড়ি থেকে পড়ে যায়। কিন্তু পুর পরিষদের সাফাই কর্মীরা তা পরিষ্কার না করে সেখান থেকে চলে যায়। যার ফলে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে থাকে। আর তাতেই বাধে

এলাকাবাসীরা। এখন দেখার বিষয়, পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ কবে নাগাদ স্থায়ী ডাম্পিং স্টেশন তৈরি করেন।

আইনজীবীর বাড়িতে চোরের হান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২২ ফেব্রুয়ারি।। চোরের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ সব অংশের নাগরিকরা। সাধারণ মানুষতো বটেই, পুলিশ থেকে শুরু করে অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত নাগরিকরাও একেবারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত এক আইনজীবীর বাড়িতেও হানা দেয় চোরের দল। সেই ঘটনা সাব্রুমে। আইনজীবী গোপাল চন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে হানা দিয়ে সর্বস্থ লটপাট করে নিয়ে যায় চোরের দল। সাক্রম নগর পঞ্চায়েতের ৩নং ওয়ার্ডে তার বাড়ি। গোপালবাবু চিকিৎসার জন্য ট্রেনে চেপে আগরতলায় এসেছিলেন। তার স্ত্রীও সাথে ছিলেন। আগরতলা থেকে সাব্রুম ফিরে আসেন প্রদিন। গোপাল চন্দ্র মজমদার বাডির গেট খোলার পর তিনি বঝতে পারেন তাদের অনপস্থিতিতে কেউ এসেছিল। পরবর্তী সময় ঘরের দরজা খুলে তারা দেখতে পান সব জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। চোরদের ব্যবহৃত দা-সহ বিভিন্ন সামগ্রীও ঘরে পড়ে আছে। তারা দেখতে পান আলমিরা-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে মূল্যবান সামগ্রী এবং টাকা-পয়সা উধাও। কিছুক্ষণ পরেই তিনি বিষয়টি সাব্রুম থানার পলিশকে অবগত করেন। পলিশ ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করে যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চোর পুলিশের জালে ধরা পড়েনি। গোপাল চন্দ্র মজুমদারের কথা অনুযায়ী চোরের দল তার ঘর থেকে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা এবং ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার হাতিয়ে নিয়ে গেছে। এই ঘটনায় আবারও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে।

সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে স্ত্রী আত্মহত্যার হুমকি স্বামীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। স্বামী বিদেশে গিয়েছিলেন পরিবারের জন্য অর্থ কামাই করতে। কিন্তু বিদেশ থেকে ফেরার পর তিনি জানতে পারেন তার স্ত্রী সব সম্পত্তি বিক্রি করে ৭ লক্ষ টাকা নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেছেন। তাই স্ত্রীর পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করেন সোনামুড়া থানাধীন ইউএনসি নগরের কাবিল হোসেন। কিন্তু পুলিশ তার অভিযোগের কোনো তদস্ত করেনি বলে কাবিলের অভিযোগ। তাই ওই যুবক সর্বস্ব খুঁইয়ে এখন শেষবারের মতো পলিশের কাছে আর্জি জানিয়েছেন

জানান, বিদেশে থাকাকালীন সময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন। এই টাকা দিয়ে স্ত্রী **সালমা** রবীন্দ্রনগরের তার বাবার বাড়ির কাছে জমি কিনে ঘর নির্মাণ করেন। এখন সেখানেই দুই ছেলেকে নিয়ে বসবাস করছেন বলে খবর। কাবিল জানান, তার স্ত্রী নিজের খুশিমতো চলাফেরা করতে ভালোবাসেন। কিন্তু কাবিল তা পছন্দ করেন না। এনিয়ে দু'জনের অনেক মনোমালিন্য হয়েছিল। শেষপর্যন্ত সালমা নাকি তার স্বামীর সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা হাতিয়ে নেয়।তাকে এই কাজে বাপের বাড়ির লোকজন সাহায্য করেছে বলে কাবিলের অভিযোগ। তাই তিনি এখন সবকিছু ফিরে পেতে চাইছেন তাকে যেন বিচার পাইয়ে দেয়। তা কাবিলের অভিযোগ, পুলিশ তাকে নাহলে আত্মহত্যা ছাড়া তার কাছে কোনওভাবেই সহযোগিতা করেনি। আর কোনো পথ খোলা নেই বলে তাই বিচার না পেয়ে আত্মহত্যার জানান কাবিল। তিনি আরও হুমকি দিচ্ছেন ওই যুবক।

বিপত্তি। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রচুর মানুষ এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে থাকে। যার কারণে একসাথে একটি বাইক ও স্কটি নিয়ে দই ব্যক্তি সেখানে পড়ে গিয়ে আহত হয়। এলাকাবাসীরা বিকট আওয়াজ পেয়ে রাস্তায় ছুটে আসেন। খবর পেয়ে বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা ছটে এসে তাদেরকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুর পরিষদের এই কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন

চেন্নাই গিয়ে নিখোঁজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ ফেব্রুয়ারি।। কাজের উদ্দেশে চেন্নাই গিয়েছিলেন সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ১৩নং ওয়ার্ডের হিরন মিয়া (৩৭)। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি তিনি চেন্নাই থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু ৫ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও হিরন মিয়া এখনও বাড়ি আসেননি। তাই পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারা ফোনে হিরন মিয়ার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি। চেন্নাই থেকে রাজ্যে আসার ক্ষেত্রে ৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার কথা নয়। তাই হিরন মিয়ার পরিজনরা বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি এখন কোথায় আছেন। বিষয়টি নিয়ে তারা স্থানীয় পুলিশের সাথেও যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারাও নিখোঁজ ব্যক্তির বিষয়ে কোন তথ্য পরিবারকে জানাতে পারেননি। পুলিশ যাতে শীঘ্রই হিরন মিয়াকে খুঁজে বের করে সেই দাবি পরিজনদের।

কিন্তু একটা সময় অপর ব্যক্তির বাইকে চেপে অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে এলাকাবাসী ছুটে আসে পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে নেতা-মন্ত্রীর মখে অনেক ভাষণ শুনেছেন রাজ্যবাসী। একসাথে লক্ষাধিক মানুষকে ঘর পাইয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত হয়তো এই ক্যাসেট চলতেই থাকবে। সরকার নিজেদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির প্রচার করবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে তা বাস্তবে হচ্ছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। কারণ মঙ্গলবার একটি গ্রামের প্রচুর সংখ্যক মানুষ একসাথে স্থানীয় পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয়।কারণ তাদের অভিযোগ এখনো প্রধান মন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা হাতে পাননি। অনেক জায়গায়

ইতিমধ্যে ২ কিস্তির টাকা চলে এসেছে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। কিন্তু কমলপুর বালিগাঁও পঞ্চায়েতের ক্ষুৰ নাগরিকদের বক্তব্য তারা অনেকেই এখনো প্রথম কিস্তিরই টাকা হাতে পাননি। তাই তারা টাকার বিষয়ে অনেকবার পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েতের তরফে কোনো জবাব মেলেনি। প্রধান সচিব তাদের ভালোভাবে কোনও জবাব দেননি। তাই শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ নাগরিকরা মঙ্গলবার দুপুরে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন। তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার ফলে পঞ্চায়েত কর্মীরা ভেতরেই আটকে পড়েন। এলাকাবাসী জানান, তারা টাকা না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন। তবে অপর মহল থেকে প্রশ্ন উঠছে এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো ? কারণ এই ধরনের আন্দোলন সংগঠিত করা এই সময়ে খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তা সবাই ভালোভাবেই জানেন। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের পেছনে কোনও রাজনৈতিক শক্তির মদত নেই তো? এই পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামীও একজন প্রভাবশালী নেতা। এলাকায় তার কথা ছাড়া কিছুই হয় না। তিনি থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের আন্দোলন দেখে সবাই অবাক হয়েছেন। তবে কারণ যাই হোক, অনেক মানুষ এখনও ঘর নির্মাণের টাকা হাতে

পাননি সেটাই শেষ কথা।

Short Notice Inviting e-Tender.

NIT No. F.1(2)TGP/Stitching Machine/2022/

The Notice invites e-Tender from bona fide registered manufactures or registered authorised dealers/Suppliers/ Govt. Registered Co-Operative Society for supply of 2-items Book Stitching Machine for use in Tripura Govt. Press. Pre-Bid meeting : 18.02.2022 at 3:00 PM. Last date on Bid submission : 10-03-2022 at 6:00 PM. For more details plaese contact office of the Manager, Tripura Govt. Press to collect a copy of full version of the NIT or download through e-Procurement website of Government of Tripura, https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3848-2022

Sd/- Illegible Manager, Tripura Government Press.

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি।।রাজ্যে ক্রমশ নিখোঁজ সংক্রান্ত খবরের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। ফের নিখোঁজ হলেন ক্ষুদ্র এক ব্যবসায়ী। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কল্যাণপুর থানা এলাকার বাগানবাজারের বাসিন্দা চন্দন দাস গত শনিবার সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। জানা যায় চন্দন দাস গরু কেনা-বেচা করেন। শনিবার সকালবেলা বাইজালবাড়ি এলাকায় গরু কেনার জন্য বাড়ি থেকে বের হলেও আর বাড়ি ফেরেননি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্বামীর কোন ধরনের সন্ধান না পেয়ে অবশেষে রবিবার রাতে উনার স্ত্রী অপর্ণা দাস কল্যাণপুর থানার দ্বারস্থ হয়ে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। জানা যায়, তাদের পাঁচ বছর আগে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। তাদের এক কন্যাসন্তানও রয়েছে। চন্দন দাসের নিখোঁজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এদিকে গত সরস্বতী পুজোর দিন থেকে আজ অবধি বেশ কয়েক জন নিখোঁজ হয়েছে কল্যাণপুর থানা এলাকায়। পুলিশ কয়েকজনকে খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর স্ত্রী অপর্ণ দাস জানান, তার স্বামী চন্দন দাস টিআর০৬ -৬৩৮১ নম্বরের বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এ বিষয়ে কতটুকু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিখোঁজ ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারে।

OFFICE OF THE AMBASSA MUNICIPAL COUNCIL AMBASSA, DHALAI DISTRICT

On behalf of the Chairperson, Ambassa Municipal Council, sealed Tenders for auction bid is hereby / Invited from the interested/

No. F.12(10)CEO/AMC/ABS/PROC/2022/8561 **NOTICE INVITING AUCTION**

Dated: 22nd February, 2022

eligible bidder for selling the following vehicles upto 3.00 p.m. of 28th February, 2022 AS IS WHERE BASIS. SI. Registration No Reserve Value of the Vehicle (In Model No/Engine & Chasis No. No. of the Vehicle Vehicle APC DAC D600 (Model) 16.000/-Engine No. S3J8184445 TR-04-A-0867 (Rupees sixteen thousand) Chasis No -MBXOOOOWNRJ774238 Hydraulic Auto Rickshaw Piaggio Vehicle Date of Purchase-04-06-2014 APC DAC D600 (Model) Engine No. R3J2389253 16.000/-TR-04-A-0867 Chasis No -(Rupees sixteen thousand) MBXOOOOWNRJ7752161 Date of Purchase-04-06-2014 APC DAC D600 (Model) TR-04-A-0869 16,000/-Engine No- S3J8185884 Chasis No -MBXOOOOWNRJ774451 (Rupees sixteen thousand) Date of Purchase-04-06-2014 APC DAC D600 (Model) 16,000/-Engine No- S3J8186800 TR-04-A-0870 (Rupees sixteen thousand) Chasis No -MBXOOOOWNRJ774440 Date of Purchase-04-06-2014

The Items will be available for inspection on all working days from 25.02.2022 to 28.02.2022 at 11.00 a.m to 3.00 p.m in the Old M.T.Pool or Apan Kunja Market Premises, Ambassa. The concerned interested bidder/buyer before inspection may be contacted with Sri Uttam Mog, Asstt. Town Supervisor of this council. Tender/Quotation should be submitted to the O/o the undersigned upto

Quotation in sealed covers should be address to the Chief Executive Officer, Ambassa Municipal Council. There should be written on the top of the sealed cover in Capital Letters "Auction for Purchase of Hydraulic Auto Rickshaw Piaggio vehicle". The details terms & conditions will be available in the office during working hour.

The undersigned reserve the right even to reject the quotation any without fail assigning any reason.

Terms & Conditions

- The tenderar /bidders shall be required to deposit earnest money of an amount of 10% (ten percent) of the reserved price of the goods along with Tender quotation through Deposit at Call in favour of the CEO, Ambassa MC on any Nationalised Bank. On acceptance of a Tender Quotation, the quotationer shall deposit the full amount of the total quoted price in one instalment within 7(seven) days from the date of intimation regarding acceptance of his/her quotation and submission of Demand Notice thereof. No claim/request for part payment shall be acceptable under any circumstances. No interest will be allowed on earnest money deposit. Earnest Money deposit will be refunded to the unsuccessful quotationer on application as soon as the quotation is finalised except 2nd and 3rd highest bidder which shall be retained till such time delivery of the auctioned vehicle are
- After depositing the total value of the vehicle, the tender quotationer shall have to take delivery of the items within 7(seven) days from the date of deposit of the money, failing which the deposited money will stand forfeited. The Council will bear no liability towards guarding of the auctioned material after delivery. Security measure of the delivered

stock shall have to be taken by the quotationar(s) as may be deemed proper by him/her. The authority reserves the right to reject any or all quotations without assigning any reason whatsoever.

The quotations will be received upto 3.00 p.m. of 28th February, 2022 and the sealed envelopes will be opened at same date

if possible otherwise next day at 4.00 p.m in presence of the bidder(s)/tender(s)in the office chamber of the undersigned. No tender/Quotation would be entertained if it is not reached this office within the stipulated date & time

> Sd/- Illegible Chief Executive Officer Ambassa Municipal Council





নাবালিকার উপর

অত্যাচারের চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। করবক মহকমার

যতনবাড়ি এলাকায় নাবালিকার উপর নির্যাতন চালানোর চেষ্টার অভিযোগ

ঘিরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। অভিযুক্ত মাছ বিক্রেতা সোমবার বেলা সাড়ে

বারোটা নাগাদ যতনবাড়ি এলাকার ওই নাবালিকার বাড়িতে যায়। নির্জনতার

সুযোগ পেয়ে ১৩ বছরের ওই মেয়েকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে কুপ্রস্তাব

দিতে থাকে। এতে ঐ নাবালিকা রাজি না হওয়ায় তার সাথে ধ্বস্তাধ্বস্তি

শুরু করে বলে অভিযোগ। তখনই নাবালিকা চিৎকার জড়ে দেয়। চিৎকার

চেঁচামেচি শুনে অন্য ঘরে থাকা তার বড ভাই ছটে আসেন। তিনি দেখেন

অভিযুক্ত ব্যক্তি তার ছোট বোনের সাথে ধস্তাধস্তি করছে। বোনকে বাঁচান

তিনি। অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এ ঘটনা

জানাজানি হতেই এলাকাবাসী অভিযুক্তের শাস্তির দাবি জানান। মাতব্বররা

ঐদিন সন্ধ্যায় সালিশি সভায় বসে। অভিযুক্ত ব্যক্তিও সেখানে উপস্থিত হয়।

পঞ্চায়েতে তাল

ব্যাঙ্কগুলিকে

আরও ঋণ

দেওয়ার পরামর্শ

দিলো কেন্দ্ৰ नशामिक्सि, २२ क्वबंग्याति।। ব্যাঙ্কগুলিকে আরও গ্রাহক-বন্ধু

হওয়ার পরামর্শ দিলেন কেন্দ্রীয়

জানা এজানা

মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরুর অবস্থাটা কেমন ছিল, তা জানার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর। ধারণা করা হয়, বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরেই একধরনের রহস্যময় কণার অস্তিত্ব ছিল। সম্প্রতি সে কণার দেখা মিলেছে গবেষণাগারে। মহাবিশ্বের জন্মের সময়কার পরিবেশ, যাকে বলে প্রাইমোর্ডিয়াল স্যুপ তৈরি করে এ কণার হদিস পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কণাটি শনাক্ত করেছেন এমআইটি ও সার্নের একদল পদার্থবিজ্ঞানী। প্রাইমোর্ডিয়াল স্যুপ মূলত কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা। লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারে লেড আয়নের পরস্পরের সংঘর্ষের মাধ্যমে এটা তৈরি করা হয়। এই সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা বা ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কণার মধ্য থেকে পদার্থবিদেরা মাত্র ১০০টি অচেনা কণা শণাক্ত করতে সক্ষম হন, যাকে এক্স কণা বলা হচ্ছে। এটা নতুন এক অধ্যায়ের শুরু এমনটা মনে করছেন

এই এক্স কণার ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা ব্যবহার করতে চাই। সেটা করতে পারলে মহাবিশ্ব কী ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরি, এ নিয়ে ধারণা পাল্টে যেতে পারে।' বর্তমানে আমাদের পরিচিত বস্তুকণা, যেমন প্রোটন-নিউট্রন ও ইলেকট্রন কণিকাগুলোর অস্ত্রিত্ব বিগ ব্যাংয়ের সময় ছিল না। বিগ ব্যাংয়ের ঠিক পরে এক সেকেন্ডের কয়েক মিলিয়ন ভাগের মধ্যে ছিল শুধু ট্রিলিয়ন ডিগ্রি তাপমাত্রা আর উত্তপ্ত কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা। খুব কম সময়ের মধ্যে প্লাজমা ঠান্ডা হয়ে যায়। জন্ম হয় প্রোটন আর নিউট্রনের মতো কণার, যা আমাদের চিরচেনা পদার্থগুলোর মূল ভিত্তি। এই সময়

কোয়ার্ক-গ্লুয়ন কণার মধ্যে

রহস্যময় কণা। এখনো

সংঘর্ষে তৈরি হয় একধরনের

বিজ্ঞানীরা জানেন না, কীভাবে

এটা তৈরি হয়। রহস্যময় এই

এক্স কণা। এর দেখা মিলেছে

কণার নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন

কণা কোলাইডার যন্ত্রে। খুব অল্প

এমআইটির পদার্থবিজ্ঞানী

ইয়েন-জি লি। তিনি বলেন,

আগামী কয়েক বছরের মধ্যে

২০১৮ সালে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার লেড আয়নের পারস্পারিক সংঘর্ষ ঘটায় প্রচণ্ড গতিতে। এ ধরনের প্রায় ১৩ বিলিয়ন সংঘর্ষ ঘটানো হয়। এর প্রতিটি থেকে প্রায় ১০ হাজার কণা ছড়িয়ে পড়ে। তৈরি হয় কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমা। সব মিলিয়ে এখান থেকে প্রাপ্ত ডেটার পরিমাণ এত বেশি, কম্পিউটারের সাহায্যেও বিশ্লেষণ করা কঠিন। এই পরিমাণ কোয়ার্ক-গ্লুয়ন প্লাজমাতে আরও অনেক বেশি এক্স পার্টিকেল তৈরি হওয়ার কথা। বিজ্ঞানীরা ভাবছিলেন, এখানে এক্স কণাগুলো খুঁজে পাওয়াই অনেক কঠিন হবে। কারণ, কোয়ার্কের এই প্লাজমাতে আরও অন্য অনেক কণা ছিল। তা ছাড়া এক্স কণার জীবনকালও বেশ সংক্ষিপ্ত। এগুলো যখন ক্ষয় হতে থাকে, তখন আরও কম ভরযুক্ত কণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ডেটা অ্যানালাইসিস প্রক্রিয়াটি সঠিকভাবে কাজ করানোর জন্য গবেষক দলটি একটি অ্যালগরিদম তৈরি করেন। যেটা এক্স কণার ক্ষয়প্রক্রিয়া শনাক্ত করতে পারবে। এরপর তাঁরা ২০১৮ সালে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার থেকে প্রাপ্ত ডেটা তাঁদের সফটওয়্যারে সরবরাহ করেন। অ্যালগরিদমটি একটি নির্দিষ্ট ভরের সংকেত শনাক্ত করেছে, যা প্রায় ১০০টি এক্স কণার উপস্থিতির কথা জানায়। রহস্যময় কণার অনুসন্ধান হিসেবে শুরুটা আসলেই চমৎকার। এই মুহুর্তে এক্স পার্টিকেলের গঠন জানার জন্য বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত এই ডেটাগুলো অবশ্য মোটেও পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু সেটার দিকে তারা অনেকটাই এগিয়ে গেছে কণা শনাক্তের মাধ্যমে। এখন আমরা এক্স

পার্টিকেলকে কীভাবে খুঁজতে

হবে, সেটা জানি। আর সেই

সম্পর্কে ডেটা পাওয়া আরও

সহজ হয়ে যাবে। আর যত বেশি

ডেটা আমরা পাব, ততটাই সহজ

হবে এক্স কণা সম্পর্কে আরও

এ—সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি গত

১৯ জানুয়ারি ফিজিক্স রিভিউ

লেটার জার্নালে প্রকাশিত হয়।

বিস্তারিত জানা।

সুতা ধরেই ভবিষ্যতে এ

কোভিড যোদ্ধাদের

আসন বরাদ্দ

চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী-সহ কোভিড যোদ্ধার সন্তানের জন্য ডাক্তারিতে ৫টি আসন বরাদ্দ করল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। এই নিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ওই আসনে ভর্তি হতে গেলে পড়ুয়াদের অবশ্যই নিট পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। এই সুবিধা কেবল মাত্র কোভিড যোদ্ধাদের সন্তানেরাই পাবেন বলে জানিয়েছে মেডিক্যাল কাউন্সিলিং কমিটি (এমসিসি)।বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই বরাদ্দ আসনগুলিতে ভর্তি হতে গেলে পড়ুয়াদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা অধিকর্তা বা স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিকর্তার মাধ্যমে এমসিসি-র কাছে আবেদন করতে হবে। চলতি বছরের আবেদন ১৭ মার্চের মধ্যে এমসিসি-র কাছে পৌঁছতে হবে।আবেদনকারীকে তালিকাভুক্ত পাঁচটি কলেজের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। এই কলেজগুলির মধ্যে রয়েছে, দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ (শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য), এনএসসিবি মেডিক্যাল কলেজ, জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ, জেএলএন মেডিক্যাল কলেজ আজমের, রাজস্থান, মেডিক্যাল কলেজ, আলাপুঝা, কেরল, লখিরাম মেমোরিয়াল সরকার মেডিক্যাল কলেজ, রায়গড়, ছত্তিশগঢ়।

আনিস হত্যাকাণ্ডে সন্তানের জন্য ডাক্তারিতে ৫ শাস্তির দাবিতে পথে পড়ুয়ারা

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। আনিস-কাণ্ডের জেরে উত্তাল কলকাতা। আনিস মৃত্যু-রহস্যকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ কলকাতার রাজপথ জুড়ে। কলকাতার জায়গায় জায়গায় ছাত্রনেতা আনিসের মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভে শামিল হয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা। রাস্তায় নেমেছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। তিন দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কিনারা হয়নি আনিস মৃত্যু-রহস্যের। অধরা অভিযুক্তরাও। তাই অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার দাবিতেই রাস্তায় নেমেছেন পড়ুয়ারা। ঘটনার প্রতিবাদে মিছিল করে মহাকরণ অভিযানে নেমেছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। এই মিছিল নবান্নের দিকে যেতে পারে আশঙ্কা করে পার্ক সার্কাসেই পড়ুয়াদের আটকে দেয় পুলিশ। ডোরিনা ক্রসিং-এ পড়ুয়াদের আটকাতে ত্রিস্তরীয় ব্যারিকেড দিয়ে আগে থেকেই তৎপর হয় পুলিশ। কিন্তু তার আগেই পার্ক সার্কাসে পুলিশি প্রতিরোধের মুখে পড়েন পড়ুয়ারা। পথ আটকানোর কারণে পার্ক সার্কাস-এ পৌঁছে রাস্তায় শুয়ে পড়ে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভও দেখান পড়ুয়ারা। মল্লিক বাজার, মৌলালি হয়ে মহাকরণের দিকে যাওয়ার কথা এই মিছিলের। এই মিছিলের ফলে তীব্র যানজটের মুখেও পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। ডোরিনা ক্রসিং-এর পাশাপাশি এসএন ব্যানার্জি রোডেও ব্যারিকেড দিয়ে রাস্তা ঘিরে রেখেছে পুলিশ। মিছিলে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইতিমধ্যেই প্রচুর পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। সাউথ-ইস্ট ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ নিজে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন।পাশাপাশি আনিস মৃত্যুর প্রতিবাদে উত্তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরও। মঙ্গলবার এসএফআই-এর ডাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনের কাছে আন্দোলনে শামিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। আন্দোলনে নেমে দফায়



দফায় তৃণমূল সংগঠনের ছাত্র এবং কর্মীদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তাল হচ্ছে বলেও জানা গেছে। আনিস মৃত্যু-রহস্যের তদন্তে নেমে আনিসের বাড়িতে যায় সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল)। আনিসের মৃত্যুর তদন্ত প্রথমে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাওড়া গ্রামীণ) ইন্দ্রজিৎ সরকারের নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী সোমবার এই তদন্ত করার জন্য সিট (বিশেষ তদন্তকারী দল) গঠনের নির্দেশ দেন। তিন সদস্যের সিট-এ রয়েছেন রাজ্যের এডিজি (সিআইডি) জ্ঞানবন্ত সিংহ, ডিআইজি (সিআইডি) মিরাজ খালিদ এবং ব্যারাকপুরের যুগ্ম কমিশনার ধ্রুবজ্যোতি দে। ১৫ দিনের মধ্যে সিটকে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ছাড়াও 'তদন্তে স্বচ্ছতার স্বার্থে' মঙ্গলবার সকালে সাসপেভ করা হয় হাওড়ার আমতা থানার দুই

পুলিশকর্মীকে। পাশাপাশি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এক জন হোমগার্ডকে। এই তিনজনেরই সে রাতে ডিউটি ছিল। তিনজনেই আমতা থানা এলাকায় টহলের দায়িত্বে ছিলেন। তিন জনই শুক্রবার রাতে থানার খাতায় সই করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে রাউন্ডে বেরিয়েছিলেন। ওই রাতেই আমতার সারদা দক্ষিণ খাঁ-পাড়ায় বাড়ির তিনতলার 'ছাদ থেকে পড়ে' মৃত্যু হয় ছাত্রনেতা আনিসের। তাঁর পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হয়, পুলিশের পোশাকে চার জন সে রাতে বাড়িতে ঢোকেন। আনিসকে তাঁরাই ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ এই ঘটনার জেরে আমতা থানার ওসি এবং আরও এক অফিসারকে তলব করা হয়েছে ভবানী ভবনে। ঘটনার রাতে কর্তব্যে গাফিলতির যে অভিযোগ উঠেছে থানার বিরুদ্ধে, সে ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই দু'জনকে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। সোমবার শিল্পক্ষেত্রের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি বলেন, ব্যাঙ্কগুলিকে এমন নীতি নিতে হবে যাতে ইচ্ছুকরা সহজেই ঋণ পেতে পারেন। তবে সেই সঙ্গে সীতারমণ এটাও স্পষ্ট

করে দিয়েছেন যেকোনও ঋণের আবেদনে কোনও প্রতিকূল ঝুঁকি নিয়ে ব্যাঙ্ককে ক্রেডিট আন্ডাররাইটিং স্ট্যান্ডার্ড-এর ক্ষেত্রে নমনীয় হতে হবে না। উল্লেখ্য, করোনা মহামারীর জেরে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে ফের লাইনে আনতে কেন্দ্রের মোদি সরকার স্টার্টআপ-এর উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। স্টার্টআপগুলির যাতে ঋণ পেতে সমস্যা না হয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেদিকেই বিশেষ নজর দিতে বলেছেন। বৈঠকে দেশের বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান দীনেশ কুমার খাড়া এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, প্রয়োজনীয় সম নথিপত্র ঠিক থাকলে স্টার্টআপগুলির ঋণের কোনও সমস্যা হবে না। পরে তিনি ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য কেন্দ্রের ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্টের কথাও উল্লেখ করেন। বৈঠকে একজন স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা ঋণ পেতে সমস্যার দিকটি নিয়ে অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।গত কয়েক বছরে দেশে বেশ কয়েকটি বড় ব্যাঙ্ক প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে। তার সঙ্গে জড়িয়েছে কয়েকজন বড় শিল্পপতির নাম। বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোকসির পর হালফিলে সামনে এসেছে এবিজি শিপইর্য়াডের প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকার ব্যাঙ্ক প্রতারণা। এই ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণে নেমেছে বিরোধী দলগুলি। এদিকে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে উত্তরোত্তর বাড়ছে অনুৎপাদিত সম্পদের পরিমাণ। ফলে অনেক ব্যাঙ্কই নতুন করে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতে পারছে না। ফলে বাজারে নগদের জোগান বাড়ানো যাচ্ছে না এদিন অর্থমন্ত্রী ব্যাঙ্কগুলির উদ্দেশে বলেন, ''ব্যাঙ্কগুলিকে অনেক বেশি গ্রাহকবান্ধব হতে হবে। প্রতিকূল ঝুঁকি নেওয়ার পরিবর্তে নয়, ঝুঁকি আপনাদের নিতে হবে না, তবে আপনাদের গ্রাহকদের প্রতি অনেক

তামিলনাড়ুর পুরভোটে

ডিএমকে-কংগ্রেস-বাম জোট জয়ী

চেন্নাই, ২২ ফেব্রুয়ারি।। তামিলনাড়ুর পুরভোটে বাজিমাৎ করল মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন জোট। কংগ্রেস, বাম এবং অন্য কয়েকটি ছোট দলকে নিয়ে গড়া জোট রাজধানী চেন্নাই-সহ অধিকাংশ পুরসভাই দখল করতে চলেছে। অনেক পিছিয়ে প্রধান বিরোধী দল এডিএমকে। বিজেপি-র হাল আরও খারাপ।উত্তর তামিলনাডুর পাশাপাশি, দক্ষিণের ১০টি জেলা এমনকি, 'এডিএমকে-র শক্ত ঘাঁটি' হিসেবে পরিচিত পশ্চিম ও উপকূল অঞ্চলেও ভাল ফল করেছে ডিএমকে জোট। মঙ্গলবার বিকেলে ফলাফলের আঁচ মেলার পর

''বিয়ের শংসাপত্র

নেওয়া যাবে"

এলাহাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি।। সন্তান

দত্তক নেওয়ার জন্য বিবাহের

শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই। হিন্দ

দত্তক ও রক্ষণাবেক্ষণ আইন

অনুযায়ী সিঙ্গল পেরেন্ট বা একক

অভিভাবকও সন্তান দত্তক নিতে

পারেন। মঙ্গলবার জানিয়ে দিলে

এলাহাবাদ হাইকোর্ট। গত ৯

ফেব্রুয়ারিতে দত্তক নেওয়ার বিষয়ে

এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি পিটিশন

দায়ের করেন রূপান্তরকামী রিনা

কিন্নর ও তাঁর সঙ্গী। জানা গিয়েছে,

দত্তক নিতে চেয়ে একাধিক বাধার

এরপর দুইয়ের পাতায়



এডিএমকে-র অভিযোগ, পুরভোটে জালিয়াতি করে জিতেছে

কপেরিশন, ১৩৮টি

এরপর দুইয়ের পাতায়

মামলাকারীর হোটেলে হামলা

ছাড়াই সন্তান দত্তক ব্যাঙ্গালুরু, ২২ ফেব্রুয়ারি।। কর্ণাটকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে আদালতে আবেদন করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে একজন হাজরা শিফা। এই ছাত্রীটির বাবার একটি হোটেল রয়েছে উদুপিতে। সেই হোটেলে হামলা চালাল

দাদাকে মারধর একদল দুষ্কৃতি। তাঁর অভি েযোগ করা হয়েছে বলে

করেছেন শিফা। তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জানিয়ে একটি টুইটও করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, এই হামলা করেছে সঙ্ঘ পরিবারের গুন্ডারা। তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শিফা। তাঁর দাদার এখন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে জানিয়েছেন। দাদাকে নির্দয় ভাবে আক্রমণ করেছে গুন্ডারা। একমাত্র কারণ আমি আমার হিজাবের সমর্থনে দাঁড়িয়ে আছি, যেটা আমার অধিকার। সেই সঙ্গে আমাদের সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। কেন? আমি কি আমার অধিকার দাবি করতে পারি না ? এরপর ওদের আক্রমণের শিকার কে হবে ? আমি সঙ্ঘ পরিবারের গুন্ডাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।' এই টুইটে উদুপি থানাকেও ট্যাগ করে দিয়েছেন শিফা। গতকাল কর্ণাটক হাইকোর্টে একপ্রস্থ শুনানি হয়েছে। হিজাব পরা এবং ইসলাম

বিজেপির সঙ্গ ছাড়ছেন নীতীশ ? রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা

পাটনা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। ফের কি শিবির বদল করতে চলেছেন নীতীশ কুমার ? প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সাক্ষাতের পর ফের মাথাচাড়া দিয়েছে সেই জল্পনা। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশের ভোটের পরই বিজেপির সঙ্গ ছাড়তে পারে নীতীশ কুমারের জেডিইউ।দলের মধ্যে নাকি এ নিয়ে আলোচনাও চলছে। সেক্ষেত্রে বিরোধী শিবিরে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ারও সম্ভাবনা আছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর। সূত্রের দাবি, গত কয়েকদিনের মধ্যে বিরোধী শিবিরের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন নীতীশ। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। বিহারের ঘটনাক্রমের দিকে নাকি নজর রেখেছেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারও। এর মধ্যে আবার প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে নীতীশের নৈশভোজ জল্পনা আরও বাড়িয়েছে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে বেশি বন্ধুত্বপূর্ণ হতে হবে।" রাজস্ব একজোট করার চেষ্টা করছেন প্রশান্ত কিশোর। আর নীতীশ কুমার এই সচিব তরঃণ বাজাজ বলেন, মুহূর্তে বিজেপির 'অতৃপ্ত' শরিক। দুই শিবিরের মধ্যে কাজিয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাঙ্ক গুলিকে আরও বেশি ঋণ ঘটনা। সেক্ষেত্রে নীতীশকে বিরোধী শিবিরে ভাঙিয়ে আনার একটা সম্ভাবনা দেওয়ার ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে থেকেই যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, শুধু নীতীশের সঙ্গে নয়, এমাসের গোড়ার সহায়ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা এরপর দুইয়ের পাতায় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। দিকে কেসিআরের সঙ্গেও দেখা করেছেন

রাম রহিমকে জেড প্লাস ক্যাটাগরির সুরক্ষা

এবার রাম রহিমকে জেড প্লাস ক্যাটাগরির সুরক্ষা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল হরিয়ানা সরকার ।কিন্তু কেন এই সর্বোচ্চ পর্যায়ের সুরক্ষা ? জানা যাচ্ছে, প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে রাম রহিমের। খালিস্তানপন্থীদের পরিকল্পনা এই বিশেষ নিরাপত্তা দেওয়া হল। প্রসঙ্গত, এদেশে এক্স, সুরক্ষা। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এই সুরক্ষা দেওয়া হয়।তবে এছাড়াও এসপিজি পর্যায়ের সুরক্ষা (স্পেশাল আবেদন করতেই পারে। 💨 🛭 এরপর দুইয়ের পাতায়

চন্ডীগড়, ২২ ফেব্রুয়ারি।। বিতর্কিত স্বঘোষিত ধর্মগুরু প্রোটেকশন গ্রুপ) দেওয়া হয় প্রধানমন্ত্রীকে। ৫৪ বছরের গুরমিত রাম রহিমকে ২১ দিনের জন্য প্যারোলে রাম রহিম ২০১৭ সালে দোষী সাব্যস্ত হয় পঞ্চকুলার সাময়িক মুক্তি দিয়েছে হরিয়ানার জেল কর্তৃপক্ষ। গত বিশেষ সিবিআই আদালতে। প্রথমে ২০ বছরের ৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পেয়েছিল ডেরা সচ্চা সওদার প্রধান। কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেও পরে প্রাক্তন সাংবাদিক রামচন্দ্র ছত্রপতি হত্যা মামলা এবং দুই অনুগামী মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে রাম রহিমকে যাবজ্জীবনের সাজা শুনিয়েছে আদালত। গত ৭ ফেব্রুয়ারি প্যারোলে মুক্তি পায় রাম রহিম। তখন থেকেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, পাঞ্জাবের রয়েছে তার উপরে হামলার। আর সেই কারণেই তাকে ভোটে তাকে ব্যবহার করতে চাইছে বিজেপি। যদিও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর সব অভিযোগ ওয়াই, ওয়াই প্লাস, জেড ও জেড প্লাস এই ক্যাটাগরির 📉 উড়িয়ে দিয়ে জানিয়েছেন, রাম রহিমের এই সাময়িক সুরক্ষা দেওয়া হয়। এর মধ্যে জেড প্লাস সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্মৃক্তির সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই। তিন বছর জেলে কাটানোর পর যে কোনও বন্দিই প্যারোলে মুক্তির

লাইফ স্টাইল

রাতে ঘুম আসছে না ?

শুতে যাওয়ার আগে এই খাবারটি খেয়ে দেখুন

সকলেই জানেন, দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার হল জলখাবার। মানে, দিনের প্রথম খাবারটি। দিন যত এগোয় ততই হাল্কা খেতে হয় এমনই বলেন চিকিৎসকরা। সেই কারণেই রাতে একেবারে হান্ধা খাবার খাওয়া, বেশি তৈলাক্ত খাবার খেতে বারণ করেন তাঁরা। এতে ঘুমের সমস্যা হতে

কিন্তু এমন খাবারও আছে, যেটি ঘুমোতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদ পূজা মাখিজা সম্প্রতি হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, একটি বিশেষ স্যান্ডুইচ ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, এই স্যাভুইচ ঘুমের আগে

রীতিমতো তরতাজা থাকা যায় এবং এর ফলে প্রচুর শক্তিও পাওয়া যায়। কী করে বানাবেন এই স্যাভূইচ ? কী কী লাগবে: পাউরুটি, কলা, লেটুস, মারমাইট কীভাবে বানাবেন: কলা ছোট ছোট করে কেটে

পাউরুটি অল্প সেঁকে নিন। পাউরুটির ভিতরে প্রথমেই মারমাইট স্প্রেড লাগিয়ে দিন। তার পরে ভিতরে কলা এবং লেটুস রেখে স্যাভুইচ বানিয়ে কেন এই স্যাভুইচ খেলে

বলেছেন, কলায় প্রচুর ম্যাগনেসিয়াও ও পটাসিয়াম থাকে। এটি পেশির পুষ্টি এবং বিশ্রামের জন্য খুব ভালো। তাই ঘুমের আগে কলা খেলে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়াও কলা এমন কিছু হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যেগুলি ঘুমোতে সাহায্য করে। আর মারমাইটে প্রচুর ভিটামিন ক্ষ\$২ থাকে। এটিও ঘুমোতে সাহায্য করে। তবে পূজার বক্তব্য, কারও পাউরুটি সমস্যা হলে, তিনি চায়ের মধ্যে মারমাইট গুলে নিয়েও খেতে পারেন। তাতেও উপকার পাবেন।

বাড়ানোর কথা অনেকেই বলছেন। এই কাজে সাহায্য করতে পারে গরম জল। রোজ অল্প পরিমাণে গরম জল খেলেই শরীর দূষণ মুক্ত হয়, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে। সর্দি-কাশি-ঠাভালাগা লেগেই রয়েছে? রোজ গরম জল খান। তাতে এই সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন ? কিছুতেই পেট পরিষ্কার হচ্ছে না ? আর তাতে লেগেই থাকছে অ্যাসিডিটির সমস্যা ? তাহলে অল্প পরিমাণে গরম জল খাওয়া শুরু করুন। তাতে কমবে এই সমস্যা। চুল শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে? মজার কথা হল, যাঁরা রোজ অল্প

হালে রোগ প্রতিরোধ শক্তি

শরীরের কী কী উপকার হবে ভাবতেও পারছেন না

পরিমাণে গরম জল খান, তাঁদের এই সমস্যা হয় না।

চুল নরম থাকে, আর মাথার তালুরও পুষ্টি হয়।

রোজ অল্প করে গরম জল পান করুন

যাঁরা ঋতুকালীন সমস্যায় প্রচণ্ড ভোগেন, পেটে ব্যথা



জল খেতে পারেন। তাতে এই ব্যথাও কমে। শুধু চুলের নয়, হাল্কা গরম জল খেলে ত্বকেরও উন্নতি হয়। ত্বকে বয়সের ছাপ কম পড়ে, ত্বক উজ্জ্বল হয়। গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে রোজ গরম জল খান। এই সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি কেটে যেতে পারে। রোজ শরীরে নানা ধরনের দৃষিত পদার্থ জমা হয়। এগুলি ওজন বাড়িয়েও দেয়। প্রতি দিন যদি অল্প করে গরম জল খান, তাহলে এই সমস্যা কমবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে।

হয়, তাঁরা হাল্কা করে গরম

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ৭০

দশকের খ্যাতনামা ফুটবল এবং হকি

খেলোয়াড় তথা প্রাক্তন পিআই সন্দীপ

রায় প্রয়াত হলেন। সোমবার বিকালে

তিনি হঠাৎ অসুস্থবোধ করেন। এরপর

জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে চিরবিদায় নেন

তিনি। ক্রীডামহলে অত্যন্ত জনপ্রিয়

ছিলেন সন্দীপ রায় তথা নান্টুদা।

২০১২ সালে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অত্যন্ত

নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন।

সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি।

মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে

এবং অসংখ্য গুণমুগ্ধদের রেখে

গেছেন তিনি। তার প্রয়াণে মঙ্গলবার

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী

এবং তার সহকর্মীরা শোকসন্তপ্ত

পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়।



এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুত্তম অর্ধশতরানের

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি।। বস্টিবিঘ্ন ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের হার। কিন্তু সেই ম্যাচ স্মরণীয় হয়ে রইল বাংলার রিচা ঘোষের কাছে। ২৬ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে এক দিনের ক্রিকেটে দ্রুততম পঞ্চাশ করার রেকর্ড গডলেন রিচা। যদিও দলকে জেতাতে পারেননি তিনি। রিচার রেকর্ডে খুশি তাঁর পরিবারও। মঙ্গলবার রিচা যখন ব্যাট করতে নামেন, তখন ১৯ রানে ৪ উইকেট পড়ে গিয়েছে ভারতের। বৃষ্টির জন্য এক দিনের ম্যাচ খেলা হয় ২০ ওভারে। প্রথমে ব্যাট করে নিউজিল্যান্ড তোলে ১৯১ রান। সেই রান তাড়া করছিল ভারত। অধিনায়ক মিতালি রাজের সঙ্গে ৭৭ রানের জুটি গড়েন রিচা। ২৬ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। ছয় ম্যাচে এটা তাঁর দ্বিতীয় অর্ধশতরান। ২৯ বলে ৫২ রানের ইনিংস খেলেন রিচা। চারটি চার এবং চারটি ছয় মারেন তিনি। মেয়ের রেকর্ডে খুশি রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। তিনি বললেন, "এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করে বলা যাবে না। এত কম বয়সে অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে টপকে ও রেকর্ড করল। এ ভাবেই খেলে যাক।"ম্যাচের পর মেয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে মানবেন্দ্রর। কী বললেন মেয়েকে? মানবেন্দ্র বললেন, "ওকে বললাম এ ভাবেই চালিয়ে যাও। সবার মাঝে মাথা উঁচু করে নিজের খেলাটা খেলতে থাকো। কিন্তু ব্যক্তিগত রেকর্ডের কথা মাথায় রাখলে চলবে না।দলের জয়ই আসল। সামনে বিশ্বকাপের মতো কঠিন পরীক্ষা। সেখানেও এ ভাবেই খেলে যেতে হবে।

হিরুধন দেব স্মৃতি নক আউট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২২ ফেব্রু**য়ারি।। যুব সম্প্রদায়কে নেশার কবল থেকে মুক্ত রাখতে পারে খেলার মাঠ। তাই যুব সম্প্রদায়কে খেলার মাঠের সাথে আরও বেশি করে যুক্ত করতে হবে। আগরতলার কলেজটিলাস্থিত এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত স্বৰ্গীয় হিৰুধন দেব স্মৃতি নক আউট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পিতা স্বর্গীয় হিরুধন দেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে

খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার এবং এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে রাজ্য সরকার আপোশহীন দৃষ্টিভটাঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। উন্নত ত্রিপুরা গড়ার মধ্য দিয়ে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নতুন দিশায় নিয়ে যেতে উদ্যোগী হয়েছে বৰ্তমান সরকার। মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় রাজ্যের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এক নতুন দিশারি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এমবিবি কলেজ রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ। আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামে এই

কলেজের সুনাম যাতে অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে ছাত্রছাত্রী সহ নাগরিকদের সজাগ দৃষ্টি রাখার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের

পবন, রাহিল এখন দলের বোঝা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ এক সময় পেশাদার ক্রিকেটাররা রাজ্যের ক্রিকেটকে সমৃদ্ধ করেছিল। ২০০৯-১০ সালে প্লেটগ্রুপে রাজ্য দল প্রথম এবং শেষবারের মতো নকআউট পর্বে পৌঁছে ছিল। সেই মরশুমে স্থানীয়দের পাশাপাশি নিশীথ শেট্টি, উইলকিন মোটা-দের মতো পেশাদার ক্রিকেটাররাও দূরন্ত পারফরম্যান্স করেছিল। এরপরও বেশ কয়েকজন ভালো মানের পেশাদার ক্রিকেটার রাজ্যে এসেছিল। তবে গত কয়েক বছরে পেশাদার নামধারী যারা এরাজ্যে খেলতে আসছে তারা মোর্টেই রাজ্যকে সমৃদ্ধকরতে পারছে না। এই বছর কেবি পবন এবং রাহিল শাহ-কে নিয়ে আসা হয়েছে। রঞ্জি ট্রফির প্রথম ম্যাচে এই দুই ক্রিকেটার সুপার ফ্লপ। অথচ যার দলে সুযোগ পাওয়ারই কথা নয় সেই পবন-কে দলনায়ক করেছে টিসিএ। বিষয়টা অবশ্যই রহস্যময় বলে অভিযোগ করেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

●এরপর দুইয়ের পাতায় আনকৈত-র দাপটে জয়ী জুটমিল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ সদর অনৃর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটে সহজ জয় তুলে নিলো জুটমিল। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৬ উইকেটে হারালো মৌচাক-কে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৯.৩ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১০৯ রান করে মৌচাক। দলের হয়ে জুনেস সিং রাউত সর্বোচ্চ ৪৫ রান করে।এছাড়া রোহিত বর্মণ করে ২২ রান। জুটমিলের হয়ে অনিকেত ৩টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া অয়ন সরকার, অনুপ সূত্রধর, নীতিশ কুমার সাহানি ২টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ২৩.৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১০ রান করে জয় তুলে নেয় জুটমিল। বিজয়ী দলের হয়ে নীতিশ কুমার সাহানি ২৯, অনিকেত ধর ২৬ এবং রিতম দেব ২১ রান করে।

ক্রীড়া দফতরে সংঘপন্থীদের চাঁদার চলে গেলেন অবসরপ্রাপ্ত জুলুম, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি পিআই সন্দীপ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ কখনও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্যের নামে তো কখনও করোনার সময় মানুষকে সাহায্যের নামে ক্রীড়া দফতরে কর্মরত পিআই থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীদের পকেট ফাঁকা করার পর এবার সংঘপন্থী পিআই সংগঠনের রাজ্য সন্মেলনের নামে চাঁদা বাণিজ্য শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রাপ্ত অভিযোগে প্রকাশ, রাজ্যে সরকার বদলের পর যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের হগবপন্থী পিআই এবং পিআই নেতাদের একটা বড় অংশ রাতারাতি সংঘপন্থী বনে যান। নেপথ্যে নাকি কংগ্রেস থেকে বিজেপি-তে আসা এক দক্ষিণপন্থী নেতা। এছাড়া বনমালীপুর কেন্দ্রের এক ক্লাব কর্তা যিনি আবার বিবেকানন্দপন্থী। অভিযোগ, গত চার বছরে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে তেমন কোন উন্নয়ন না হলেও ক্রীড়া দফতরের সংঘপন্থী পিআই নেতাদের নাকি পকেট ঠিক ভারি হয়েছে। বদলি, ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় করা সব কিছুতেই নাকি সংঘপষ্থীদের কমিশন দিতে হয়। জানা গেছে, দুই বছর আগে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সাহায্যের কথা বলে ক্রীড়া দফতরের পিআই ও অন্য কর্মীদের কাছ থেকে সংঘপন্থীরা লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুললেও পুরো টাকা নাকি জমা পড়েনি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে। এছাড়া অভিযোগ, এক সংঘপন্থী নেতার ব্যক্তিগত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও নাকি টাকা জমা পড়েছিল। অভিযোগ, কোনভাবেই নাকি হিসাবপত্র সামনে আনা হয়নি। সংঘপন্থীদের রাজ্য সম্মেলনের নামে নাকি আগে অনেক পিআই-র কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়েছিল এখন নাকি আবার ছয়শো টাকা করে চাঁদা নেওয়া হচ্ছে। এক রাজ্য সম্মেলনের নামে নাকি অনেকের কাছ থেকে দুইবার চাঁদা নেওয়া হয়েছে। সংঘপন্থীদের বদলির হুমকিতে নাকি কেউ মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না। জানা গেছে, সংঘপদ্বীদের আসন্ন রাজ্য সম্মেলনে অতিথি হিসাবে নাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ক্রীডামন্ত্রী সহ অনেক নেতা-মন্ত্রীর নাম থাকলেও বিজেপি রাজ্য সভাপতির নাম সম্ভবত নেই। বিজেপি-র মধ্যে সভাপতি হটাও যে আওয়াজ উঠেছে তাতেই কি সংঘপন্থী পিআই-দের সম্মেলনে মানিক সাহা-র নাম বাদ দেওয়ার কথা হচ্ছে ? এদিকে, সংঘপন্থী পিআই-দের আসন্ন রাজ্য সম্মেলনের নামে যেভাবে চাঁদাবাজি শুরু হয়েছে তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। অভিযোগ, দক্ষিণপন্থী এক নেতা এবং বিবেকানন্দপন্থী এক নেতার নাম ভাঙিয়ে ●এরপর দুইয়ের পাতায়



রাজ্যে নর্থ ইস্ট ফুটবল লিগ আয়োজন করার লক্ষ্যে নর্থ নস্ত ফুটবল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের এক প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকারে মিলিত হন। সাক্ষাতকারকালে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাতকারের সময় রাজ্যে এই ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজন করার বিষয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা হয়। মঙ্গলবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

ভোট বৈতরণী পার হওয়ার নতু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভোট আসে ভোট যায়। কিন্তু ভোটের পাখিদের দেখা মেলে শুধু পাঁচ বছর অন্তর। ভোটের সময় যত ঘনিয়ে ক্রীড়াবন্ধু হয়ে উঠে। এটাই

কর্মকার-কে নিয়ে মেতে উঠতো মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীরা। উদ্দেশ্য ছিল একটাই,

ক্রীড়াপ্রেমী। এটা হলো এক ধরনের স্ট্যান্ট। অর্থাৎ হঠাৎ করেই জনগণকে চমকে দেওয়ার মতো একটা ঘটনা সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। অবশ্য এরাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীরা এটা দেখে এসেছে যে, এই স্ট্যান্ট আসলে একটা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পূর্বোত্তর রাজ্যভিত্তিক ফুটবলও অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। এটাও কি এক রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমীরা উন্নতমানের খেলা দেখতে পাবে। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেভাবে সব

ফুটবল প্রতিযোগিতা আসলে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার একটা কৌশল। পূর্বোত্তরের আটটি রাজ্যকে নিয়ে চলতি বছরেই একটি ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার কথা। প্রথম সংস্করণ নাকি আগরতলায় হবে এবং সেটা কয়েক মাসের মধ্যেই। অসম ছাড়া বাকি ধরনের ভাঁওতা নয়? প্রকৃত অর্থে সাতটি রাজ্যের ফুটবল যদি একটি প্রথম শ্রেণির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা প্রতিযোগিতা হয় তাহলে হয়তো গতকাল আগরতলায় এসে টিএফএ-র সাথে বৈঠক করেছে। এদিন মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং ক্রীড়ামন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী-র সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন তারা। দুইজনই নাকি সম্পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

কিছু এগিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তাতে

এটা পরিষ্কার যে, এই পূর্বোত্তর

●এরপর দুইয়ের পাতায় বোলার শাহিন ব্যাট হাতে সত্যিই হয়ে উঠলেন আফ্রিদি

লাহোর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। জয়ের জন্য **শেষ ওভারে দ**রকার ২৪ রান। ৮ উইকেট পড়ে গিয়েছে। দর্শকরা ভাবছেন পেশোয়ার জালমির জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। ঠিক তখনই নায়কের ভূমিকায় শাহিন শাহ আফ্রিদি। না বল হাতে নয়, বরং ব্যাট হাতে দলকে জয়ের মুখে নিয়ে গিয়েছিলেন লাহোর কলন্দর্সের অধিনায়ক। যদিও তীরে এসে তরী ডোবে। সুপার ওভারে হারতে হয় লাহৌরকে। পাকিস্তান সুপার লিগের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৫৮ রান করে পেশোয়ার। দলের হয়ে শোয়েব মালিক সব থেকে বেশি ৩২ রান করেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সমস্যায় পড়ে লাহোর। একমাত্র মহম্মদ হাফিজ ৪৯ রান করেন। শেষ ওভারে জিততে দরকার ২৪ রান। ব্যাট করছিলেন শাহিন। সেই ওভারে তিনি তিনটি ছক্কা ও একটি চার মারেন। একটি বল ওয়াইড হয় শেেয পর্যন্ত ২০ বলে ৩৯ রান করে অপরাজিত থাকেন শাহিন। দু'টি চার ও চারটি ছক্কা মারেন তিনি। তাঁর ব্যাটিং দেখে টুইট করে প্রশংসা করেন পাকিস্তান ক্রিকেটে 'বুম বুম' নামে পরিচিত শাহিদ আফ্রিদি। সত্যি শাহিনকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি নন, ব্যাট হাতে আর এক আফ্রিদি খেলতে নেমেছেন লোহৌরও ১৫৮ রান করায় সুপার ওভার হয়। সেখানে লাহোরকে মাত্র ৫ রানে আটকে রাখেন পেশোয়ারের বোলার ওয়াহাব রিয়াজ। সেই রান মাত্র দু'বলে তুলে নেন শোয়েব। ম্যাচ হারলেও শাহিনের প্রশংসা করেছেন বর্তমান ও

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ উচ্চ আদালতের নির্দেশে সচিব পদে ফিরে আসার পর থেকেই টিসিএ-কে ক্রমশঃ ক্রিকেটমুখী করার চেস্টা চালিয়ে যাচেছন তিমির চন্দ। পাশাপাশি কখনও ধর্মনগর স্টেডিয়াম তো কখনও টিআইটি মাঠের স্টেডিয়ামে গিয়ে কাজকর্মে গতি আনার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে সচিবের সাথে বৈঠকের পরই টিসিএ-র অনুধর্ব ১৫ সদর ক্রিকেট শুরু হয়ে গেছে। মহকুমাগুলিতেও অনুধৰ্ব ১৫ ক্রিকেট সহ বিভিন্ন ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু করার জন্য টিসিএ থেকে বলা হয়েছে। তবে এখন কাজ হলো দুই সিজন ধরে বন্ধ থাকা আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা। ২০২০ সিজনে ঘরোয়া ক্লাবে ক্রিকেট হয়নি। ২০২১ সিজনের ক্লাব ক্রিকেট এখনও শুরু হয়নি। আর পর পর দুই বছর। ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের

ক্ষতিগ্ৰস্তে। শুধু যে ২২ গজে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি,

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ

শাস্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট

অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনূর্ধ্ব

১৫ ক্রিকেট শুরু হলো। উদ্বোধনী

দিনে শান্তিরবাজার স্কুল মাঠে

মুখোমুখি হয় চরকবাই স্কুল বনাম

নিশিকান্ত মুড়াপাড়া কোচিং

সেন্টার। ম্যাচে নিশিকান্ত মুড়াপাড়া

৬ উইকেটে জয় পায়। অনীক

মিত্র-র দুর্দান্ত বোলিং-র সৌজন্যে

জয় তুলে নেয় তারা। প্রথমে ব্যাট

করতে নেমে চরকবাই স্কুল ১৭.৪

ওভারে মাত্র ৭৬ রান করতে সক্ষম

হয়। সর্বোচ্চ ২৭ রান আসে

অতিরিক্ত খাতে। নিশিকাস্ত

মুড়াপাড়ার হয়ে অনীক ২৯ রানে

খেলার সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত তা নয়, খেলা না হওয়ায় তারা আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই তিমির চন্দ-কে এখন আগরতলা ক্লাব ক্রিকেটে নজর দিতে হবে। তবে ঘটনা হচ্ছে, তিমির চন্দ-র এই ক্রিকেট নিয়ে উদ্যোগ এবং টিসিএ-কে ক্রমশঃ ক্রিকেটমুখী করে তোলার প্রচেষ্টায় কি টিসিএ-র সভাপতি ও যুগ্মসচিব নিজেদের টিসিএ-তে অরক্ষিত মনে করছেন? জানা গেছে, উচ্চ আদালতে রাম ধাকা খাওয়ার পরও টিসিএ-তে নাকি সচিবকে তার কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। অভিযোগ, নানাভাবে সচিবকে নাকি টিসিএ এবং ত্রিকেট থেকে দূরে রাখার যাবতীয় চক্রান্ত করে যাচ্ছেন সভাপতি ও যুগাসচিব। দলীয় সভাপতি পদ থেকে যখন মানিক সাহা-র পদত্যাগের দাবি জোরালো হচেছ ত খন স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট মহল চাইছে, এবার মানিক মুক্ত হউক ক্রিকেটাররা ভীষণভাবে টিসিএ। তবে মানিক, কিশোর-রা যে ক্রিকেট বিরোধী তা কিন্তু খোদ

ক্রিকেট মহলের অভিযোগ

টিসিএ-কে ক্রিকেটমুখী করার কাজে

তিমির-কে বাধা দেওয়া হচ্ছে

শাসক দলের ক্রিকেট মহলেরও অভিমত। তারাও চাইছেন, মানিক মুক্ত হউক টিসিএ-ও। জানা গেছে, টিসিএ-র অনুমোদিত ১৪টি ক্লাবকে মাঠে ফেরার জন্য বার বার অনুরোধ করলেও সভাপতি ও যুগাসচিব নাকি নানাভাবে এতে বাধা দিচ্ছেন। টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ও কনভেনার ক্লাব ক্রিকেট শুরু করার কথা বললেও তাদেরও নাকি বাধা দেওয়া হচ্ছে। তবে ক্রিকেট মহলের দাবি, উচ্চ আদালতের নির্দেশে তিমির চন্দ এখন টিসিএ-র সচিব। সুতরাং মানিক সাহা, কিশোর কুমার দাস-রা যদি টিসিএ-র সংবিধান অনুযায়ী সচিবকে কাজ করতে বাধা দেন তাহলে তাদের উচ্চ আদালতের নির্দেশ অবমাননার দায়ে পড়তে হবে। সুতরাং তিমির চন্দ-কে আটকানোর অর্থ উচ্চ আদালতের নির্দেশ অমান্য করা। অবশ্য ক্রিকেট মহলের মতে, টিসিএ-কে এখন মানিক-রা যে জায়গায় নিয়ে গেছে তারপর তিমির, জয়ন্ত, উত্তম-দের কাজটা কিন্তু কঠিন ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা।



সনম শীল নেয় ২টি উইকেট। পৌছে যায়। দলের হয়ে দীপুনু জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিশিকান্ত মুড়াপাড়া ১৮.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে

দেবনাথ এবং জয় মজুমদার ১৭ রান করে। ৬ উইকেটে জয় পায়

নিশিকান্ত মুড়াপাড়া কোচিং সেন্টার।

৬টি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই অন্যায় এবং ●এরপর দুইয়ের পাতায় প্রাক্তন পাক ক্রিকেটাররা। স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক অনল রায় টৌধুরী কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মোলারমাঠ, আগরতলা, বিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ, বরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, (৭৯৯০০১) পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত। ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩৮-০৪৮৫ / ৭০৮৫৯১৭৮৫১

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল সরাতে পারে উয়েফা

মকো, ২২ ফেব্রুয়ারি।। রাশিয়া-

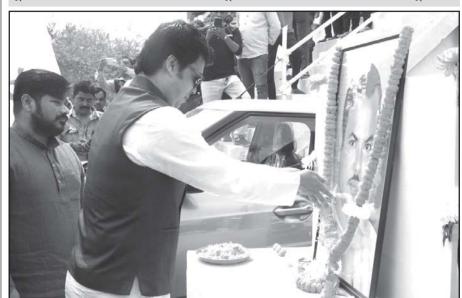
ইউক্রেন উত্তেজনার আঁচ পড়তে

চলেছে খেলার মাঠেও। দু'দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির জেরে রাশিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল। এমনই জানিয়েছে ইউরোপের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা উয়েফা।পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেন্ট পিটার্সবার্গে। কিন্তু রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় বিকল্প কেন্দ্রের কথা ভাবছেন উয়েফা কর্তারা। ২০১৮ বিশ্বকাপের জন্য গড়ে তোলা সেন্ট পিটার্সবার্গের ক্রেসতোভক্সি স্টেডিয়ামে আগামী ২৮ মে হওয়ার কথা ফাইনাল। এই স্টেডিয়ামেই হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালের ফাইনাল ম্যাচ। কিন্তু করোনা পরিস্থিতির জন্য রাশিয়া থেকে ফাইনাল সরিয়ে পর্তুগালের পোর্তোয় নিয়ে যায় উয়েফা। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০২০ সালের ফাইনালও পর্তুগালের লিসবনে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইস্তানবুল থেকে। তার পরিবর্তে এবার রাশিয়াকে ফাইনাল আয়োজনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০২৩ সালের ফাইনাল হবে ইস্তানবুলে ৷আমেরিকা-সহ পশ্চিমী দুনিয়ার হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইতিমধ্যেই ইউক্রেনের দু'টি অঞ্চল দনেৎস্ক এবং লুহানস্ক (ডনবাস এলাকা)-কে 'স্বাধীন' ঘোষণা করেন। এর ফলে পশ্চিম-সমর্থিত ইউক্রেন সরকারের সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্ঘাত শুরু হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন সরকার। উয়েফার একটি সূত্র জানাচ্ছে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনাল রাশিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে।একই সঙ্গে বিকল্প কেন্দ্রের কথাও মাথায় রাখা হচ্ছে ইংল্যান্ডের চার ক্লাব ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, লিভারপুল এবং চেলসি ফাইনালে ওঠার দৌড়েরয়েছে। তাই রাশিয়ায় ফাইনাল আয়োজনের

ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের আপত্তি

রেকর্ড বাঙালির

যুব সম্প্রদায়কে নেশার কবল থেকে মুক্ত রাখতে পারে খেলার মাঠ : মুখ্যমন্ত্রী



শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি তারপর টুর্নামেন্টের পতাকা উত্তোলনও করেন। খেলার শুরুতে দুই দলের

সভাপতি ডা. মানিক সাহাও বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সম্ভোষ সাহা, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সত্যদেও পোদ্দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। টুর্নামেন্টে ৬০টি দল অংশ নিয়েছে। এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করার জন্য মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীদেব আয়োজক কমিটিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এরাজ্যের বৈশিষ্ট। বাম আমলেও

আসে ততই এই ভোটের পাখিরা সক্রিয় হয়ে উঠে। এগাছ থেকে ওগাছে উড়ে বেড়ায়। খুঁজতে থাকে ফুলের মধু। ঠিক একই কায়দায় নিত্যনতুন কৌশল উদ্ভাবনের চেস্টায় ব্যস্ত তারা। পাঁচ বছর ধরে

জনসাধারণের মধ্যে বার্তা দেওয়া যে তারা কতটা ক্রীড়াপ্রেমী। বলাইবাহুল্য, এই কৌশল কখনও কখনও সাফল্যও এনে দিয়েছে। কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রের কোন উন্নতি হয়নি। এবার রাজ্যের বর্তমান

সরকারও একই কায়দায় ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা শুরু খেলাধুলার প্রতি নিস্পৃহ থাকা করেছে। চার বছর সমানে সরকার হঠাৎ করেই ভোটের আগে খেলাধুলার প্রতি নিস্পৃহ থাকা সরকার হঠাৎ করেই যেন জেগে উঠেছে। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেখা যেতো কোন ভোট এলেই দীপা দিতে চাইছে যে, তারা কতটা

অক্টোবরে ত্রিপুরায় পূর্বোত্তর ফুটবল আসর



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, আগর তলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ফুটবল আগামী অক্টোবর মাসে প্রথমবারের মতো ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত হবে পূর্বোত্তর ফুটবল প্রতিযোগিতা। টিএফএ'র ব্যবস্থাপনায় এবং রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় এই এদিন তারা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার প্রতিযোগিতা হবে। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে পূর্বোত্তর উন্নয়ন সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দু'জনেই এই পর্যদ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রেস ক্লাবে এই উপলক্ষ্যে একটি সাংবাদিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সম্মেলন হয়। মেঘালয়, মণিপুর,

সংস্থার কর্তারা ছাড়া পূর্বোত্তর উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া টিএফএ'র তরফে তাদের গোটা টিম সম্মেলনে ছিলো। দেব এবং ক্রীড়া মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর প্রতিযোগিতার ব্যাপারে সর্বোচ্চ

প্রসারের লক্ষ্যে এই উদ্যোগ। অনুর্দ্ব মূলত পূর্বোত্তর ফুটবল আরও সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

২১ পর্যায়ে শুধুমাত্র ছেলেদের বিভাগে হবে এই আসর। লিগ কাম নকআউট পদ্ধতিতে লড়াই করবে পূর্বোত্তর আট রাজ্য। পাশাপাশি প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরার গ্রাম পাহাড় থেকে প্রতিভা খুঁজে আনা। তাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি রাজ্যের রেফারিদের মান উন্নয়নেও

সভাপতির নির্দেশে কাজ করতে পারছেন না তিমির

ফেব্রুয়ারি ঃ উচ্চ আদালতের রায়ে সচিব পদে ফের বহাল হলেও তিমির চন্দ-কে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সচিব হিসাবে কাজ করবেন তিমির চন্দ। এমনই রায় দিয়েছে উচ্চ আদালত। গত ১৮ জানুয়ারি এই রায় দিয়েছে উচ্চ আদালত। ১৯ জানুয়ারি থেকেই সচিব পদে কাজ শুরু করেন তিমির চন্দ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, তাকে নাকি কাজই করতে দেওয়া হচ্ছে না। কয়েকদিন আগে এই মর্মে সভাপতি মানিক সাহা-কে একটি চিঠিও নাকি দিয়েছেন সচিব তিমির চন্দ। পুরো বিষয়টাই পরিষ্কার করে জানতে চেয়েছেন কেন তার প্রতি এই ধরনের আচরণ করা হচ্ছে। তিনি একজন প্রাক্তন ক্রিকেটার। রাজ্য ক্রিকেটের উন্নতি তার কাছে সব সময় অগ্রাধিকার পায়। মূলতঃ ক্রিকেটের

প্র**তিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২** উন্নতির জন্যই তিনি কাজ করতে চান। অথচ অন্যায়ভাবে তার কাছ থেকে কাজ করার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, সচিব পদে পুনরায় বহাল হওয়ার পর থেকে তিমির চন্দ-র কাছে কোন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল পৌঁছায়নি। প্রাথমিক তদন্তক্রমে তিমির চন্দ জানতে পেরেছেন যে, সভাপতির মৌখিক নির্দেশেই তার কাছে কোন ফাইল আসছে না। সভাপতি স্পষ্টভাবে সমস্ত কর্মীদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন ফাইল যাতে সচিবের কাছে হস্তান্তর না করা হয়। টিসিএ-তে আগেও কোন্দল ছিল। তবে একজন সভাপতি কোন ফাইল যেন সচিবকে না দেওয়া হয় এই ধরনের মৌখিক নির্দেশ কখনই জারি করেনি। বর্তমান সভাপতি অতীতের সমস্ত নজিরকে টপকে গিয়েছেন। অভিযোগ, প্রথম থেকেই তিমির চন্দ-কে কোণঠাসা করার চেষ্টায় ছিলেন তিনি।





প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ **ফেব্রুয়ারি।।** কিন্নরকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকরের মৃত্যুর খবরে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা দেশ তথা উপমহাদেশ লাঅন্তবিহীন... বড়ো শূন্য শূন্য দিন। ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে সুরেলা কণ্ঠ থেমে যাওয়ার দুঃখ ভোলার নয় কখনোই। তবে এটাও ঠিক তিনি যেন মৃত্যুহীন প্রাণ। চির অমর হয়ে থাকবে তাঁর সব গান। অন্তরকে নাড়িয়ে দিয়ে যাওয়া লতা মঙ্গেশকরের গান আরো

কিংবদন্তি লতা মঙ্গেশকরকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর স্মরণে এক অনন্য প্রয়াস নিয়েছে শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স - "সর্বোত্তম- কাল, আজ ও পরশু''। ২১ ফেব্রুয়ারি কলকাতার জিপিও'র রটন্ডায়ে এই অনুষ্ঠানের আসর বসছে। লতা মঙ্গেশকরের স্মৃতিতে " ইন্ডিয়া পোস্ট" নামে এক বিশেষ প্রচ্ছদ প্রকাশ করা হবে, যা শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ''সবেতিম সম্মান"-এর অংশ বলা যায়। অনুষ্ঠানটিতে মুখ্য অতিথি হিসেবে চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল জে চার কেশী, কলকাতা জোনের পোস্টমাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার, বিশিষ্ট পরিচালক গৌতম ঘোষ ও সঙ্গীত শিল্পী অন্তরা চৌধরী। জে চারুকেশী এই উদ্যোগে খুশি হয়ে জানান, "লতা মঙ্গেশকরের মতো একজন কিংবদন্তির ওপরে এমন কভার প্রকাশ করতে পারাটা আমার কাছে ভীষণ আনন্দের।" অন্যদিকে, শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স- এর এই উদ্যোগকে

স্বাগত জানান নীরজ কুমার। গৌতম ঘোষের বক্তব্য, "এর আগেও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উদ্যোগে শামিল হয়েছি। তবে লতা মঙ্গেশকরের ওপরে এই বিশেষ প্রচ্ছদ সত্যিই অনবদ্য ব্যাপার।" বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক প্রয়াত সলিল চৌধুরীর মেয়ে অন্তরা চৌধুরী আবেগঘন হয়ে জানান, ''বাবার সুর করা অসংখ্য গানে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছেন। ওনার সঙ্গে আমার অসংখ্য স্মৃতি এখনো উজ্জ্বল। শ্যাম সুন্দর জুয়েলার্স-এর এই উদ্যোগে আমি উচ্ছুসিত।" প্রতিষ্ঠান অধিকর্তা অর্পিতা সাহা জানান, "আমাদের সংস্থা গুণের কদর করে। বিভিন্ন সময় নানা রকম উদ্যোগ নিয়ে আমরা তা আনন্দের সঙ্গে উদযাপন করি।" সংস্থার আরেক অধিকর্তা রূপক সাহা'র কথায়, "পণ্ডিত বিরজু মহারাজ, ড. এল সুব্রহ্মণ্যম ও উস্তাদ আমজাদ আলী খানের মতো কিংবদন্তিদের আমরা সর্বোত্তম সম্মানে ভূষিত করেছি। আজ লতা মঙ্গেশকরের মতো এক অধ্যায়ের ওপর বিশেষ প্রচ্ছদ বের করতে পেরে আমরা ধন্য। সতিয় তিনি

দুর্ঘটনায় জখম শিশুকন্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি।। বাইকের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় পাঁচ বছরের শিশুকন্যা। আহত শিশুকে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত বাইক চালক। এই দুর্ঘটনাটি মঙ্গলবার বিকাল চারটা নাগাদ কদমতলা থানাধীন বড়গোল গ্রামের আমটিলার ১নং ওয়ার্ড এলাকায়। শিল্টু নাথের পাঁচ বছরের শিশুকন্যা সীমা নাথ বাড়ির সামনেই খেলাধুলা করছিল। আর তখনই একটি বাইক সজোরে ধাক্বা মেরে ফেলে পালিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে খবর দেয় প্রেমতলা দমকল বাহিনীকে। ছুটে আসে দমকল কর্মীরা। আহত শিশুকে প্রথমে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করে দেন।

নাবালিকাকে অন্তঃসত্ত্বা করে

পলাতক প্রেমিক প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। নাবালিকাকে অস্তঃসত্ত্বা করে পালালো প্রতারক প্রেমিক। পালিয়ে আসার আগে প্রেমিকার গলার সোনার হার ছিনিয়ে এনেছে। এই অভিযোগ দাখিল হয়েছে পশ্চিম মহিলা থানায় এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত যুবকের নাম গয়া দেববর্মা। তেলিয়ামুড়ার ১৭ বছরের এক নাবালিকা থানায় এসে অভিযোগটি দাখিল করে গেছে। যদিও পুলিশ এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত যুবককে আটক করতে পারেনি। ওই নাবালিকার দাবি, তার সঙ্গে গয়া ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেশ কয়েকবার শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলে। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ার পর পালিয়ে এসেছে গয়া। এখন আর তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না। তার গলা থেকে একটি সোনার হারও নিয়ে এসেছে। সবকিছু জানিয়ে থানায় মামলাটি করা হয়েছে। এখন পুলিশের উপর নির্ভর করছে অভিযুক্ত প্রতারককে

সোনার বাজার দর ১০ গ্রাম ঃ ৫০,৩০০

ভরি ঃ ৫৮,৬৮৩

গ্রেফতার করা হবে কিনা।

আসছেন অনেকে। দেশের অন্যান্য

ওসি'র সঙ্গে চুক্তি করে জম্পেশ কামাই বা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। পত্রকারকে মাসোহারা দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছেন নেশা কারবারিরা। ওসির সহযোগিতায় এই রোজগার শুরু করেছেন এক পত্রকার বন্ধু। প্রত্যেক নেশা কারবারিদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। ওসি বলে যাচ্ছেন এই পত্রিকায় নাম উঠলে প্রশাসন থেকে চাপ আসবে। তাই সব নেশা কারবারিরা এখন লাইন ধরে পত্রিকার মালিকের কাছে টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। এই ধরনের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায়। ফাঁড়রি ওসি মুঙ্গেশ পাটারীর সঙ্গে পত্রিকার ওই মালিক নেশা কারবারে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে চলেছেন। এই ক্ষেত্রে নাম ব্যবহার করা হচ্ছে শাসকদলেরও। এই নেশা

কারবারের বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন এলাকার বাসিন্দারাও। রেবতীর ভাতিজা নাকি ওসি এবং ওই মালিকের সঙ্গে চুক্তি করে আরাম-আয়েসে মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় জমিয়ে নেশা ব্যবসা করছে। লালমাটিয়া এলাকায় এক নেশা কারবারি এই চুক্তির ফলে খুব অল্প সময়ে কোটিপতি হয়ে গেছেন। রেবতীর ভাতিজা বলে পরিচিত ওই নেশা কারবারির বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত পুলিশ কোনও ধরনের অভিযান করেনি। এমনকী নেশা ব্যবসার জন্য মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশের সঙ্গে গোপন বৈঠক হয়েছে নেশা কারবারিদের। এই বৈঠকের উদ্যোক্তা ওই পত্রিকার মালিক। তার নেতৃত্বে গোপন বৈঠকটি হয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজারে।চুক্তি করেই মন্টু-সহ দু'জন মদ বিক্রেতাকে গ্রেফতার করানো

হয়েছিল। ওসি মৃঙ্গেশ পাটারী নেশার বিরুদ্ধে ভালো কাজ করছে এটা প্রমাণ করতেই উল্টো টাকা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল মন্টুকে। ৫০ হাজার টাকার মদ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই মদের বোতল রাতারাতি নেশা কারবারি শ্যামলের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সম্প্রতি কয়েকদিন প্রতাপগড এলাকায় নেশার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন শাসকদলের বিধায়ক। অভিযানে পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুস নেওয়ার বহু অভিযোগ তোলা হয়। কিন্তু এই অভিযান এখন বন্ধ হয়ে গেছে। লোক-দেখানো অভিযানটি করা হয়েছিল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ প্রভাবশালী রেবতী নেতার দুই ভাতিজা ভবানন্দ এবং পার্থ এখন এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।।** রাস্তার পাশে পশু-পাখি হত্যা বন্ধ হচ্ছে। মাংসের জন্য ব্যবহৃত পশু এবং পাখি কাটার জন্য স্লটার হাউস আগামী দেড় বছরের মধ্যে নির্মাণ শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে পুরনিগম মাংস বিক্রেতাদের জন্য আপাৎকালীন ব্যবস্থা করে দেবে। মঙ্গলবার একটি জনস্বার্থ মামলায় ত্রিপুরা উচ্চ আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে। যে কারণে পুর এলাকায় রাস্তার পাশে মুরগি থেকে শুরু কোনও পশু-পাখি কাটা যাবে না। এগুলি কেটে আনতে হবে স্লটার হাউস থেকেই। আগরতলা পুরনিগম এলাকার জন্য এই স্লটার হাউস গড়ে তোলা হচ্ছে আরকেনগরে। এজন্য স্লুটার হাউস নির্মাণের উদ্দেশে বরাতও ডাকা হয়েছে। মঙ্গলবার জনস্বার্থ মামলা চলাকালীন উচ্চ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে সশরীরে হাজির হয়ে এই কথা জানিয়েছেন পুরনিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ যাদব।জনস্বার্থ মামলাটি করেছিলেন আইনজীবী অঞ্জন তিলকপাল। তিনি জানান, আগরতলা পুরনিগম

রাজ্যে মাংসের জন্য ব্যবহৃত প্রাণী হত্যা করতে আলাদা স্লটার হাউস নির্মাণ করা থাকে। কিন্তু রাজ্যে এই ধরনের স্লটার হাউস নেই। এই উদ্দেশ্যেই স্লটার হাউসের নির্মাণের দাবি করা হয়। এছাড়া যেগুলির মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ এমন সব পশু -পাখিও হত্যা করা হচ্ছে। ২০১৯ সালে উচ্চ আদালতে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাটি নিষ্পত্তি হয়ে যায় মঙ্গলবার। প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ মোহান্তি এবং বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির নিষ্পত্তি

হয়। ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ পুরনিগমকে ট্রাস্ক ফোর্স গঠন করে বেআইনি পশু-পাখি কাটা বন্ধ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে পুলিশের সাহায্য নিতে পারে টাস্ক ফোর্স। বিশেষ করে স্লটার হাউস নির্মাণ হয়ে গেলে পশু-পাখি কাটা আর করা যাবে না শহরের মাংস বিক্রেতাদের কাছে। লাইসেন্স ছাড়া অন্যরা পশুপাখি বিক্রির ব্যবসাও করতে পারবে না। মাংস বিক্রি করার জায়গা চিহ্নিত করে দিতে হবে পুরনিগমকে। যেখানে খুশি মাংস বিক্রি করা যাবে না।

অ্যাপোলো হস্পিটাল্স, চেন্নাই

ডাঃ দীপেশ ভেঙ্কটরমন

এমবিবিএস, এমডি, ডিএম, ডিএনবি কনসালটেন্ট ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি বুকের ব্যথা, হাঁপানি, উচ্চ রক্তচাপ, চাপবোধ, অধিক ক্লোয়েস্টেরল অতি ওজন ভায়াবেটিস, অলস জীবনচর্যা, হার্ট অ্যাটাকের পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদির জন্য

ডাঃ নিখিল পোলো জেইক থেকমপারাম্পিল

এমবিবিএস, এবি (ইউএসএ) (সিটিভিএস), এবি (ইউএসএ) (জিএস), এফএসিএস, এফএসিসি কার্ডিওথোরোসিক ও ভাস্কুলার সার্জন, অ্যাপোলো স্পেশালিটি হসপিটালস

উচ্চ রক্তচাপ ও ক্লোয়েস্টেরল, অনিয়মিত হৃদসম্পন্দন, হার্ট অ্যাটাক্, হার্ট ভ্যালভের সমস্যা সহ অন্যান্য হার্ট সম্পর্কিত রোগের জন্য প্রমাণাদি সহ নাম লেখানোর অনুরোধ করা হয়েছে। পরামর্শ দেওয়ার জন্য আগরতলায় থাকবেন।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (বৃহস্পতিবার) চেনাই অ্যাপোলো ইনফরমেশন সেক্তার, আগরতলা

আইজিএম হাসপাতাল লেন, রবীন্দ্রপল্লী রোড, আগরতলা

ডাঃ ভেঙ্কটসুব্রহ্মনিয়ন রঙ্গরাজন

এমএস, ডিএনবি, এমআরসিএস, এফএনবি/ এমআইএস/ এমএনএএমএস সিনিয়র কনসালটেন্ট- গ্যাস্ট্রো ও ল্যাপারোস্কোপিক সার্জন।

জেনারেল সার্জারির সঙ্গে হার্নিয়া, বুক ও থাইরয়েড গলযোগ, অ্যানোরেক্টাল রোগ (পাইলস ফিসুর ও ফিশ্চুলা), কোলেরেক্টাল ক্যান্সার, পাকস্থলী ক্যান্সার, গল ব্লাডার স্টোন, অন্যান্য গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল গলযোগ, ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি, ব্যারিআট্রিক সার্জারি (ওবেসিটি সার্জারি) রোগগ্রস্থদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আগরতলায় পাওয়া যাবে।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (শনিবার)

For appointment & Registration please call: 0381-2328765 / 9774714621 / 9774781059



যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্ত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্রমন্ত্র। বশিকরণ এবং তন্ত্র-এর স্পেসালিস্ট বাবা অমন জী। সত্যের একটিই নাম। **©** 7085264491 / 7085264475 শঙ্কর চৌমুহনী, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা।

Paradice Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182 যেকোনো ব্যাথা থেকে Relife যেমন -বাতের ব্যাথা, INDUPRITA কোমর ব্যাথা, JOINT হাটু ব্যাথা। CARE ব্যবহার করুন। Joint Care Capsule MRP: 295/-

গণধর্ষণের শিকার গৃহবধূ গ্রেফতার ২



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি।। আইনমন্ত্রীর মহকুমায় গণধর্ষণের শিকার জনজাতি অংশের এক গৃহবধু। এই ঘটনায় সিধাই থানায় মামলা দাখিল করা হয়েছে। পুলিশ দুইজনকে গ্রেফতারও করেছে। তারা হল— ভিম দেববর্মা এবং গণেশ দেব। তাদের বাড়ি হেজামারা চাইলতাবাড়ি এলাকায়। অভিযোগ, সোমবার রাতে হেজামারা এলাকায় জনজাতি অংশের ওই গৃহবধুকে নেশা জাতীয় কিছু খাইয়েছিল তিন অভিযুক্ত। এরপর তাকে ধর্ষণ করে তিনজন। ঘটনার অভিযোগ উঠতেই মোহনপুরের এসডিপিও কমল বিকাশ মজুমদার তদন্তে নামেন। তিনি নির্যাতিতার অভিযোগ পেয়ে দ্রুত দু'জনকে গ্রেফতার করে। ধর্ষিতার পরিবারের লোকজন জানান, এই মহিলা বোকা নন। এরপর দুইয়ের পাতায়

শহরের দোকানে লুটপার্ট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি।। রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক এক দোকানে লুটপাট চালানোর অভিযোগ উঠলো। এই অভিযোগ শহরের বিটারবন এলাকায়। এক ব্যবসায়ীর দোকান থেকে টাক্কাল, দাঁড়ি পাল্লা বাটখারা-সহ বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এমনকী পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। রামনগর ফাঁড়িতে অভিযোগটি করেছেন বিটারবন এলাকার বাসিন্দা মুক্তার হোসেন। তিনি জানান, কংগ্রেস করায় তার বিজেপি দল থেকে বিধায়ক সুদীপ



ফাটিয়েছিলাম। এই কারণেই শাসকদলের লোকেরা দোকানে লুটপাট করেছে। সকালে দোকানে দোকানে লুটপাট করা হয়েছে। লুটপাট দেখে ১১২ নম্বরে ফোন তারা যায়নি।লিখিত দরখাস্ত লেখার করি। কিন্তু পুলিশ আসেনি। যে আর এক ঘন্টা পর পুলিশ গিয়েছে। কারণে এক ঘণ্টা পর রামনগর কিন্তু পুলিশ গিয়ে কিছুই করেনি। ফাঁডিতে যাই। তারাও এক ঘণ্টা পর

আসতে বলে। এক ঘণ্টা পর গেলে থানার পুলিশবাবুরা বলে দেন ালীখত দরখাস্ত নেই। এই কারণে এই অভিযোগ তুলেছেন মুক্তার।

প্রতারকদের ছেড়ে দিলেন শস্তু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, প্রতারক চক্র। কিন্তু গাড়ি বিক্রি ২২ ফেব্রুয়ারি।। গাড়ি ভাড়া দেওয়ার নামে ওএলএক্স-এ বিক্রি করার প্রতারক চক্রকে ছেড়ে দিলো পুলিশ। বিশালগড় থানার এক এএসআই শস্তু লোধের নেতৃত্বে গাড়ি-সহ প্রতারকদের ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। জালি কাগজ বের করে এই গাড়িটি ওএলএক্স-এ বিক্রি করার বিজ্ঞাপন দিয়েছিল

রায় বর্মণ কংগ্রেসে যোগদান করায়

খুশিতে

করতে এসে ধরা পড়ে যায়। এই বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসে বিশালগড় থানা। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের ৭ তারিখ চড়িলাম রাজীব কলোনি এলাকার রাকেশ দাস তার টি আর ০৭এ১৬০৯ নম্বরের সাদা রঙের বলেরো ট্রাক গাড়ি টি কোর্টে এফিডেভিট করে বিক্রি করে

বলে গেছেন। এই সময়ে পাল্টা

দুর্ব্যবহার করে গেছে কর্তব্যরত নার্স

বলে অভিযোগ। এমনকী ধোঁয়া

দেওয়ার সামগ্রীও ছুড়ে ফেলে দেয়।

ডাক্তাররা নাকি ব্যবস্থাপত্রে

অক্সিজেন এবং স্মোক দেওয়ার কথা

বলেননি। এই অজুহাত দেখিয়ে

অক্সিজেনও দেওয়া হয়নি। কিন্তু

রোগীর মৃত্যুর পর অক্সিজেন দেয়

কর্তব্যরত নার্স তমাল। এই ঘটনা

ঘিরে উত্তেজিত হয়ে পড়েন রোগীর

পরিজনরা। তারা হাসপাতালে

এরপর দুইয়ের পাতায়

হইচই শুরু করেন। অভিযোগ

উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানা এলাকার শংকর দেবনাথ এর কাছে। ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় গাডিটি বিক্রি করা হয়। বাদ বাকি চার লক্ষ টাকা মহিন্দ্রা ফাইন্যান্সে দেবেন শংকর দেবনাথ। এই চুক্তির বিনিময়ে গাড়িটি বিক্রি হয়। ১ বছর পূর্বে শংকর দেবনাথ গাড়িটি ওএনজিসির নিকট ভাড়া দেয়। তেলিয়ামুড়ার বাবুল কাঞ্চনমালার

এরপর দুইয়ের পাতায়

সুবৰ্ণ সুযোগ

প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিতে বিভিন্ন স্থায়ী ও উচ্চ পদে 56 জন জাতি /উ পজাতি M/F আবশ্যক। বয়স- 18-24 বৎসর। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যুনতম মাধ্যমিক পাশ মাসিক বেতন 5000-18000 টাকা।

9862386323

and Spoken

ছোটদের, বড়দের Spoken 2023) New course ভূতি চলিতেছে। TPSC, SSC, পরীক্ষার্থীদের জন্য Eng. Grammar Course-এ

Add: Milanchakra

Mob - 9862108155

Grammar

and Grammar (2022-Banking Admission চলিতেছে।

Ph: 9863451923

ञ्चल रेटियां अत्रन छालिक्ष

এলাকায় বেআইনিভাবে রাস্তার পাশে

পশু-পাখি হত্যা করা হয়। যে কারণে

শিশুদের মনে আঘাত আসছে।

লাইসেন্স ছাড়াই এভাবে ব্যবসা করে

Free (त्रवा 3 घ°ढोग्र १००% ग्रावान्डिट्ट त्रद्याधान

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ওশক্র থেকেপরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাজাদু, মুঠকরণী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পোশালিস্ট। घत् वस्र 🗛 to Z अञ्चअज्ञत अञ्चार्धान

যদি কাবও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভত হয় তাহলে একবার অবশাই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান Contact 9667700474

ব্যাস এখন আর দুঃখ নয় আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিসত্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে। মিয়া সুফি খান

যেমন চাকরি, গৃহ অশাস্তি, প্রেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন সস্তানের চিস্তা, ঋণ মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তন্ত্র মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম। মোবাইল ঃ 8798144508 / 8798144507

ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

বেশেষ দ্রপ্তব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।



গাফিলতির জন্য কারোর সাজা

হয়নি। এবারও গাফিলতিতে

অভিযুক্ত নার্স তমাল চক্রবতীর



পারছেন না অনেকেই। মৃত নগেন্দ্রর বাড়ির লোকজন জানান, ভোর ৪টা নাগাদ নগেন্দ্রর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এই কারণে তাকে দ্রুত আনা হয় আইজিএম হাসপাতালে। তেলিয়ামুড়ার মোহরছড়া থেকে ভোর ৬টা নাগাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। কর্তব্যরত চিকিৎসক অক্সিজেন এবং স্মোক দেওয়ার কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনটি ইনজেকশনও লিখে দেন তিনি। রোগীর পরিজনরা সব ওষুধ কিনে আনেন। কিন্তু শ্বাসকষ্ট বাড়লেও নগেন্দ্রকে অক্সিজেন শাস্তি হবে তা বিশ্বাস করতে দেননি কর্তব্যরত নার্স। রোগীর